গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্মরণিকা

যুব প্রত্যয়

প্রশিক্ষিত যুব, উন্নত দেশ
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

জাতীয় যুবদিবস ২০২২

কর্মই জীবন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

স্মরণিকা

যুব প্রত্যয়

প্রশিক্ষিত যুব, উন্নত দেশ
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

জাতীয় যুবদিবস ২০২২

কর্মই জীবন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পৃষ্ঠপোষক
মেজবাহ উদ্দিন
সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আজহারুল ইসলাম খান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

সম্পাদনা পর্ষদ ঃ
ড. মোঃ আবুল হোসেন
যুগ্মসচিব (উন্নয়ন অধিশাখা-যুব)
ডাঃ মোঃ জহিরুল ইসলাম
উপসচিব (যুব-১ অধিশাখা)
ড. এস,এম, আলমগীর কবীর
প্রকল্প পরিচালক (ইমপ্যাক্ট ৩য় পর্যায়)
মোঃ আঃ হামিদ খান
পরিচালক (প্রশাসন)
মোঃ আতিকুর রহমান
উপপরিচালক (প্রশাসন)
মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপপরিচালক (প্রকাশনা)

প্রচ্ছদ
মোঃ নূর-ই- আহসান
গ্রাফিক ডিজাইনার

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
আছমা আক্তার
কম্পিউটার অপারেটর
মোঃ রফিকুল ইসলাম
উচ্চমান সহকারী
মোঃ শাহজাহান ভূঞা
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

আলোকচিত্রী
মোঃ লুৎফর রহমান

স্বাধীনতার মহান স্থপতি ইতিহাসের মহানায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

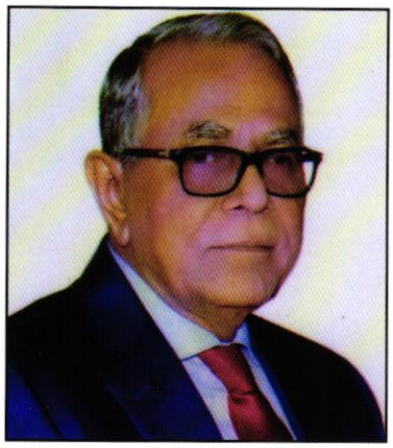

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৬ কার্তিক ১৪২৯
০১ নভেম্বর ২০২২

বাণী

'প্রশিক্ষিত যুব উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে 'জাতীয় যুবদিবস ২০২২' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের তারুণ্যদীপ্ত যুবসমাজকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন।

প্রাণচাঞ্চল্যে উৎসারিত যুবসমাজ দেশমাতৃকার মূল চালিকাশক্তি। যুবরাই জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক। তারা সহসী, অদম্য, প্রতিশ্রুতিশীল এবং সৃজনশীল। তাই যে কোনো দেশের জন্য যুবসমাজ অতি মূল্যবান সম্পদ। ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে বলীয়ান এদেশের যুবসমাজ মুক্তি সংগ্রামের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার লাল সূর্য। ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামসহ বিভিন্ন সঙ্কট উত্তরণে যুবসমাজের গৌরবোজ্জ্বল অবদান জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার বৃহৎ অংশই যুবসমাজ, যার বয়সসীমা ১৮ হতে ৩৫ বছর। আগামী ২০৪৩ সাল পর্যন্ত যুবসমাজের সংখ্যাগত আধিক্যের ধারা অব্যাহত থাকবে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনসহ বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে এ জনমিতিক সুবিধা (Demographic Dividend) কাজে লাগাতে হবে। আমাদের যুবসমাজকে পরিপূর্ণ দক্ষ, আধুনিক ও সচেতন রূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এসব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের অনেকেই আজ সফল আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবরা অনেকে বিদেশেও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে নিয়েছে এবং দেশের জন্য মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। একটি জ্ঞানমুখী, প্রশিক্ষিত ও আদর্শ যুবসমাজ জাতির মেরুদন্ড। কাজেই যুবদের অবস্থান হবে মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদসহ সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে। দেশের মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্য ও মমত্ববোধ সবসময় জাগ্রত রাখতে হবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেমের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণে আমাদের তেজোদীপ্ত, প্রশিক্ষিত ও দক্ষ যুবসমাজ স্বর্ণালী অধ্যায় সূচিত করবে- এ প্রত্যাশা করি।

আমি ' জাতীয় যুব দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৬ কার্তিক ১৪২৯
০১ নভেম্বর ২০২২

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও 'জাতীয় যুব দিবস-২০২২' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'প্রশিক্ষিত যুব উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশের তারুণ্যদীপ্ত যুবসমাজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে জীবন বাজি রেখে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে লাল-সবুজের একটি নতুন দেশ সৃষ্টি করে এদেশের যুবসমাজ। যুবদেরকে তিনি সংগঠিত করেছিলেন দেশপ্রেমের মহান দীক্ষায়। জাতির পিতা স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশ পুনর্গঠনেও যুবসমাজকে কাজে লাগান এবং শিক্ষিত ও কর্মদক্ষ যুবসমাজ সৃষ্টিতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন ও রূপরেখা প্রণয়ন করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা বিরোধীচক্র জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার পর বাংলাদেশের যুবসমাজকে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার পথে ঠেলে দেয়ার অপচেষ্টা চালায়।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে যুবসমাজকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। পরবর্তীতে ২০০৮ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর থেকে যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে উন্নীত করার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং কৃষিভিত্তিক বহুমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা আসছে। আমাদের সরকার প্রশিক্ষিত যুবদেরকে জামানতবিহীন যুবঋণ দিয়ে তাদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। যুবদের কর্মমুখী প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে প্রবাসেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা 'যুবকল্যাণ তহবিল আইন-২০১৬' প্রণয়ন করেছি। এ তহবিলের আওতায় এ পর্যন্ত ১৪ হাজার ৬৬৮ টি যুব সংগঠনকে ২৭ কোটি ৭৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা প্রকল্প ভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনগুলোকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে 'যুব সংগঠন নিবন্ধন এবং পরিচালনা আইন-২০১৫' ও 'যুব সংগঠন বিধিমালা-২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে। যুবসমাজের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে 'জাতীয় যুব কাউন্সিল বিধিমালা-২০২১', 'জাতীয় যুবনীতি-২০১৭', 'ইয়ুথ এ্যাকশন প্লান', 'ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স' ও 'যুব উদ্যোক্তা নীতিমালা' প্রণয়ন করা হয়েছে। যুবদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, নেতৃত্ব সৃষ্টি, প্রতিভা বিকাশ, ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাভারে 'শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং জেলা-উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠনের কাজ চলমান রয়েছে।

আমাদের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুবসমাজ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এই জনমিতিক সুবিধা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এ যুব সম্পর্কিত অঙ্গীকার 'তারুণ্যের শক্তি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি'কে বিবেচনায় নিয়ে যুবদেরকে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করতে নতুন নতুন প্রশিক্ষণ কোর্স, প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে এবং প্রতি উপজেলায় যুব প্রশিক্ষণ ও বিনোদন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের সরকার যুবদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে নেতৃত্বদানে সক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে সারাদেশে হাই-টেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার ও বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করছে। আমরা চাই আমাদের যুবদেরকে দেশপ্রেম, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক সচেতন নাগরিকরূপে গড়ে তুলতে।

এদেশের অদম্য যুবসমাজ জাতির প্রতিটি সংকটময় মুহূর্তে বীরত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এ দেশের যুবদের বুকে অদম্য শক্তির যে বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত করে গেছেন, মানুষের জন্য কাজ করার যে প্রেরণা তিনি যুগিয়েছেন, সেই প্রেরণা নিয়ে এদেশের যুবসমাজ মাথা উঁচু করে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবে-এ প্রত্যাশা করি।
আমি 'জাতীয় যুব দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

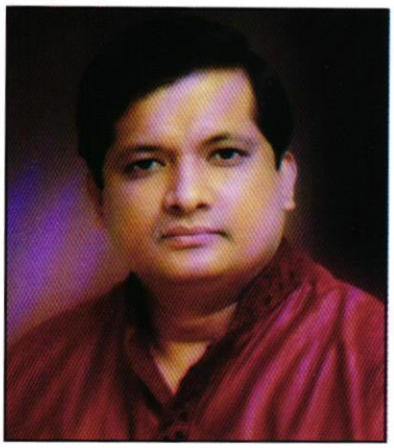

প্রতিমন্ত্রী
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৬ কার্তিক ১৪২৯
০১ নভেম্বর ২০২২

বাণী

আমাদের যুবদের বীরত্বগাঁথা জাতির ইতিহাসকে করেছে আলোকিত, দ্যুতিময়। 'জাতীয় যুবদিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে আমি দেশের যুবসমাজকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশের সকল আন্দোলন-সংগ্রাম ও অগ্রগতির পথে এ দেশের যুবসমাজের অবদান অত্যুজ্জ্বল। মহান ভাষা আন্দোলন হতে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রামসহ এদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যুবসমাজের রয়েছে গৌরবজ্জ্বল ভূমিকা। স্বাধীনতার মহান স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন যুব সমাজের আইকন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এ দেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকুরী না পায় বা কাজ না পায়।' যুবরাই জাতির প্রাণশক্তি, উন্নয়ন ও অগ্রগতির মূল নিয়ামক। এই চেতনাকে ধারণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহারের মূল প্রতিপাদ্য ছিলো-"তারুণ্যের শক্তি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি।"

দেশের মোট জনগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশ যুবসমাজ, যা প্রায় ৫ কোটি ৩০ লক্ষ। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মূল কারিগর হচ্ছে দেশের এ বিপুল যুবশক্তি। দেশের সম্ভাবনাময় যুবগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল ও কর্মক্ষম শক্তিতে পরিণত করতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের ৬৪টি জেলা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ৫০১টি উপজেলায় ৮৩টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সহজ শর্তে প্রকল্পভিত্তিক ঋণ প্রদন করা হচ্ছে। প্রতিটি উপজেলায় যুব প্রশিক্ষণ ও বিনোদন কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। দেশের কর্মপ্রত্যাশী যুবদের আত্মকর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সৃষ্টিলগ্ন থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৬৭ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪৯ জন যুবকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৪৪১ জন যুব সফল আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১০ লক্ষ ২৫ হাজার ৮৩১ জন যুবক ও যুবনারীকে ২ হাজার ২৬০ কোটি ৬৩ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকার যুব ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ সহায়তা বাড়াতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ইতিমধ্যে একাধিক ব্যাংকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ২০২২ থেকে ২০২৩ সময়কালে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) সুদক্ষ গাড়ীচালক তৈরির জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে শিক্ষায় নেই, কর্মে নেই ও প্রশিক্ষণে নেই NEET জনসংখ্যাকে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক Economic Acceleration and Resilience for the NEET (EARN) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

মুজিববর্ষে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক "বঙ্গবন্ধু গ্লোবাল ইয়ুথ লিডারশীপ অ্যাওয়ার্ড" প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যমী ও মানবিক গুণাবলীকে যুবদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে "শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলান্টিয়ার এ্যাওয়ার্ড" প্রবর্তন করা হয়েছে।

'প্রশিক্ষিত যুব উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আমাদের প্রিয় যুবসমাজ স্বর্ণালী অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও দেশ ও জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে, এ আমার প্রত্যাশা।

আমি 'জাতীয় যুবদিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো: জাহিদ আহসান রাসেল এমপি

সভাপতি
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

১৬ কার্তিক ১৪২৯
০১ নভেম্বর ২০২২

বাণী

জাতীয় যুবদিবস ২০২২ উপলক্ষে আমি যুবসমাজের সকল সদস্যকে জানাই শুভেচ্ছা। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই যুবসমাজ। সাহস, মেধা, মননশীলতা, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী ও অফুরন্ত শক্তির উৎস এ যুবগোষ্ঠী যুগে যুগে দেশে দেশে সকল অসাধ্য সাধনের রূপকার।

অদম্য শক্তির আধার গৌরব গাঁথায় দীপ্তমান যুব সমাজ জাতির সর্বোত্তম সম্পদ। যুব সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নিঃস্বার্থ অবদান জাতি হিসেবে আমাদেরকে একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে যুবসমাজের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। মহান ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রামসহ এদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যুবরা যেমন জীবন উৎসর্গ করতে কার্পণ্য করেনি, তেমনি অর্থনৈতিক উন্নতির সংগ্রামেও তারা নিবেদিত হয়ে কাজ করছে।

যুবরাই জাতির প্রাণশক্তি। উন্নয়ন, অগ্রগতির মূল নিয়ামক ও অনুঘটক বিধায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্য অর্জনে যুবসমাজকে ব্যাপকভাবে ক্ষমতায়িত করতে হবে। আর এ লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ব্যাপক পরিসরে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে লাগসই ও যুগোপযোগী যুব কর্মসূচি দেশব্যাপী পরিচালিত হচ্ছে। প্রান্তিক পর্যায়ের যুবরাও আজ স্বীয় অবস্থান থেকে প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা নিয়ে স্বাবলম্বী হচ্ছে। গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্জাগরণসহ গ্লোবালাইজেশনের নিয়ামক নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। আমাদের যুবসমাজকে জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে শহর, গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ও রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার অঙ্গীকার নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়। পরবর্তী মেয়াদে ২০১৪ সালে সরকার গঠনের পর দেশের সকল মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্তি, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করে। একইসাথে জনগণের দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা পৌঁছানো, নারীর ক্ষমতায়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো, পরিবেশ সুরক্ষা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দশটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রণীত উন্নয়নের মহাসড়কের মেলবন্ধনরূপে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ', জাতিসংঘের 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০' ও রূপকল্প-২০৪১' একইসূত্রে গাঁথা। ফলশ্রুতিতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সোনার বাংলা গঠনের সুপরিকল্পিত রূপরেখায় আমাদের জয়যাত্রা অব্যাহত রয়েছে।

আমি আশা করি, এ দেশের যুবসমাজ তাদের অদম্য সাহস, প্রাণচাঞ্চল্য, প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা দিয়ে আমাদের এ প্রিয় মাতৃভূমিকে বিশ্ব দরবারে সুউচ্চ অবস্থানে নিতে তৎপর থাকবে। 'প্রশিক্ষিত যুব উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'-এই প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে জাতীয় যুবদিবস ২০২২ উদযাপনের মাধ্যমে যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত ও সচেতন করার গৃহীত উদ্যোগের সফল বাস্তবায়ন হবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

আমি 'জাতীয় যুবদিবস ২০২২' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব, এমপি)

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৬ কার্তিক ১৪২৯
০১ নভেম্বর ২০২২

বাণী

জাতীয় যুবদিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আমি যুবসমাজের প্রত্যেক সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

মহান ভাষা আন্দোলন, বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামে যুবসমাজের আত্মত্যাগের ইতিহাস জাতির হৃদয়পটে প্রদীপ্ত হয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ যুব। দেশের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি এদেশের ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী যুবসমাজ, সংখ্যায় যা প্রায় ৬ কোটি। সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রগামী সৈনিক তারা। দেশপ্রেম, সাহসিকতা, দুর্বারগতি, কল্যাণব্রত বৈশিষ্ট্যের জন্য তারা শাশ্বত অভিবাদনযোগ্য।

বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য, অপুষ্টি, ক্ষুধা, নিরক্ষরতা, শোষণ, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও বেকারত্ব দূরীকরণ, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ এবং টেকসই উন্নয়নে আমাদের যুবসমাজের সম্পৃক্ততা ও নেতৃত্ব অপরিহার্য।

সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত অসম্প্রদায়িক সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনায় গৃহীত উন্নয়নের মহাসড়কে উপনীত হতে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন যুবদের জন্য অতীব জরুরি। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তর, অত:পর উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ দেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। 'কোভিড-১৯' এর প্রভাবে যখন সারাবিশ্বের অর্থনীতির চাকা শ্লথ হয়ে পড়েছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ তখনও উচ্চ প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর দেখানো পথেই যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর সকল কর্মকান্ড দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

দেশের ৬৪টি জেলা কার্যালয়, ৭০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ১০টি মেট্রোপলিটন থানাসহ ৫০১টি উপজেলায় ৮৩টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সহজ শর্তে প্রকল্পভিত্তিক ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত যুবরা আজ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হচ্ছে। আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তা তৈরির পাশাপাশি যুবসমাবেশ, যুবমেলার আয়োজন, যুববিনিময় কর্মসূচি ইত্যাদির মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বিনিময়সহ যুবসমাজকে সঠিক দিক নির্দেশনায় অনুপ্রাণিত ও আলোড়িত করা হচ্ছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিবন্ধিত যুব সংগঠকগণ সমাজ সচেতনতামূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি 'কোভিড-১৯' পরিস্থিতিকালীন ত্রাণ সহায়তা প্রদান, স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন এবং মৃতদেহ দাফন-সৎকারসহ স্বেচ্ছাসেবার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২২ এ ভূষিত এসব আলোকিত দিশারীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সমগ্র জাতি যুবদের চোখেই স্বপ্ন দেখে, তাদের কর্মেই আলোকিত হতে চায়। চিন্তায়, কর্মে, অনুশীলনে সফল হয়ে আমাদের যুবসমাজ প্রিয় মাতৃভূমির জন্য পরিপূর্ণ সফলতা বয়ে আনবে জাতীয় যুবদিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে এটাই প্রত্যাশা।

"প্রশিক্ষিত যুব উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ" প্রতিপাদ্যে সপ্তাহব্যাপী সারাদেশে জাতীয় যুবদিবস ২০২২ এর বর্ণিল উদযাপন সার্থক ও সফল হোক এ কামনা করি।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মেজবাহ উদ্দিন

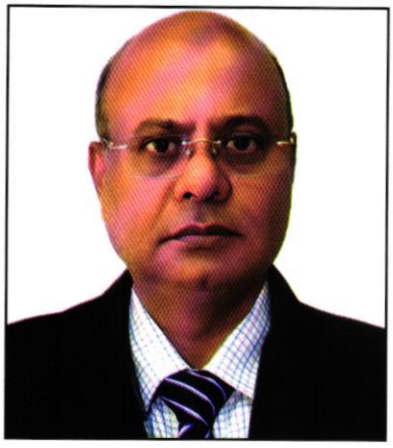

মহাপরিচালক
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

১৬ কার্তিক ১৪২৯
০১ নভেম্বর ২০২২

বাণী

' জাতীয় যুবদিবস ২০২২ ' উপলক্ষ্যে আমি দেশের তারুণ্যদীপ্ত যুবসমাজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাঙালি জাতিসত্তার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের এ সফল প্রয়াসে যুবসমাজ ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন হতে শুরু করে সকল স্বাধিকার আন্দোলনসহ জাতির ক্রান্তিকালে যুবসমাজ অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার বৃহৎ অংশই যুবসমাজ। যুবসমাজের সংখ্যাগত আধিক্যের জনমিতিক সুবিধা (Demographic Dividend) কাজে লাগাতে তাদেরকে পরিপূর্ণ দক্ষ করে গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুচিন্তিত পরিকল্পনায় অর্জিত ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবতায় ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার মানসে যুবদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও তৎপরবর্তী আত্মকর্মসংস্থান ও শোভন (ডিসেন্ট) কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণসহ উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের শুরু থেকে জুন,২০২২ পর্যন্ত ৬৭ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪৯ জন যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১০ লক্ষ ২৫ হাজার ৮৩১ জন যুবদের মধ্যে ২ হাজার ২ শত ৬০ কোটি ৬৩ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে ২৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৪৪১ জন যুব আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। অন্যান্যরা দেশে-বিদেশে কাঙ্খিত কর্ম খুঁজে নিয়েছে। এছাড়া, সদাশয় সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির মাধ্যমে ইতোমধ্যে ২ লাখ ৩২ হাজার ৯ শত ৯৬ জন শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব নারী দুই বছরের জন্য অস্থায়ী কর্মসংস্থানে সংযুক্তি পেয়েছে।

বিশ্বায়নের যুগে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে ঠাঁই করে নিতে হলে আমাদের যুবদেরকে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। দেশাভ্যন্তরে আত্মকর্মসংস্থান/কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আমাদের যুবদের জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এতদুদ্দেশ্যে যুবদের জন্য দেশব্যাপি তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

যুবদের জন্য বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কোর্স যুগোপযোগীকরণসহ প্রযুক্তি নির্ভর, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক লাগসই প্রশিক্ষণ কোর্স পর্যায়ক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও মডিউল, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত ও কর্মপন্থা নির্ধারণকে কেন্দ্র করে 'যুব প্রশিক্ষণ নীতিমালা-২০২২ শীঘ্রই প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। এতদ্ব্যতীত, অনলাইন আবেদন, ই-প্রশিক্ষণ, দূরশিক্ষণ, মুক্তপাঠ, ই-লার্নিং কোর্স কনটেন্ট, ই-মনিটরিং ও অ্যাটেনডেন্স ট্র্যাকিং সংক্রান্ত কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা শত-শত স্বেচ্ছাসেবী যুবসংগঠনের মাধ্যমে মাদকের অপব্যবহার রোধ, বাল্যবিবাহ ও যৌতুকপ্রথা রোধ, সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ বিরোধী আন্দোলনসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকালীন ত্রাণ সহায়তা, স্বাস্থ্য-সচেতনতাসহ স্বেচ্ছাসেবাধর্মী অসংখ্য কার্যক্রম সাফল্যের সাথে পরিচালিত হচ্ছে।

আমি বিশ্বাস করি, যুবদের সামগ্রিক উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত যুব উন্নয়ন কার্যক্রম সমগ্র যুবশক্তিকে প্রশিক্ষিত ও আধুনিক জীবনমনস্ক মানবসম্পদে পরিণত করছে এবং ২০৪১-এ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে এই যুবরাই মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করবে, যারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বংলাদেশ গঠনে অগ্রপথিকের ভূমিকায় থাকবে।

জাতীয় যুবদিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে স্মরণিকা 'যুব প্রত্যয়' প্রকাশিত হলো। প্রকাশিত এ স্মরণিকা যুবসমাজের সৃজনশীলতাকে প্রস্ফুটিত ও তথ্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। যাঁরা এর গ্রন্থনা ও প্রকাশনায় শ্রম ও মেধার সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন তাঁদের প্রতি রইলো আমার কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন।

'প্রশিক্ষিত যুব উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ', জাতীয় যুবদিবসের এবারের প্রতিপাদ্যটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশের লক্ষ্য নির্ধারণী উন্নয়ন অগ্রযাত্রার প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। দেশব্যাপী জাতীয় যুবদিবস ২০২২ এর বর্ণিল উদযাপন অর্থবহ ও সফল হোক এ কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো: আজহারুল ইসলাম খান

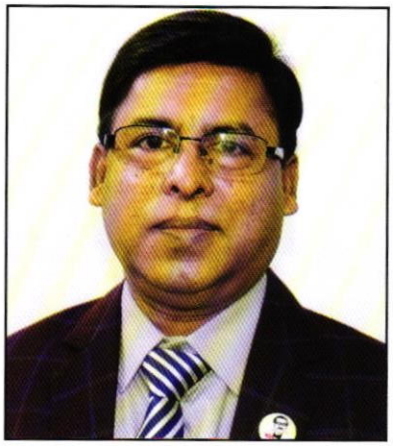

১৬ কার্তিক ১৪২৯
০১ নভেম্বর ২০২২

সম্পাদকীয়

বাংলার অবিসংবাদিত নেতা ইতিহাসের মহানায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্বাধীনতা সংগ্রামসহ জাতীয় ইতিহাসের সকল মহৎ অর্জনের সক্রিয় সৈনিক হচ্ছে আমাদের যুবসমাজ। স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ গড়ার সূচনালগ্নে যুবদের কর্মসংস্থানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। যুবদের আত্মনির্ভরশীল, দায়িত্ববান, সুসংগঠিত, প্রতিশ্রুতিশীল, উৎপাদনমুখী ও দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করে তাদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে জাতির পিতা বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে শাসনামলে যুবসমাজকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে দেশব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং কৃষিভিত্তিক বহুমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে সামনে রেখে যুবসমাজের জন্য আওয়ামী লীগ সরকার যুব-উন্নয়নে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগের গত নির্বাচনী ইশতেহারে এ বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এ যুব সম্পর্কিত বক্তব্য হচ্ছে 'তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধি'- এটির তাৎপর্য বিবেচনায় দক্ষ ও সচেতন কর্মঠ যুবশক্তি গড়ে তুলতে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন লালিত স্বপ্ন সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণে যুব সমাজ নিজেদেরকে নিয়োজিত করবে। বঙ্গবন্ধু বলতেন, "সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই"। এই সোনার মানুষই হল যুবসমাজ। জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরসুরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রসৈনিক হিসেবে যুব সমাজ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

বর্ষ পরিক্রমায় ১ নভেম্বর ২০২২ সমাগত। দেশ ও জাতি গঠনে যুবদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এ দিনটি 'জাতীয় যুবদিবস' হিসেবে উদযাপন করে থাকে। যথাযোগ্য মর্যাদায় এ দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে এ বছরও তৃণমূল হতে কেন্দ্র পর্যন্ত নানাবিধ কর্মসূচি, যেমন- উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান, আলোচনা সভা, যুব মেলা অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, র‍্যালি, ঋণ বিতরণ, জনসচেতনতামূলক কর্মকান্ড ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছে।

প্রতিবছর যুবদিবসকে কেন্দ্র করে প্রচার ও প্রকাশনার জন্য স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ বছরও সে উদ্যোগের কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। যুবসমাজের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করার মানসে জাতীয় যুবদিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে প্রচার ও প্রকাশনার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে স্মরণিকা "যুব প্রত্যয়" এ বছর প্রকাশিত হচ্ছে। এতে স্থান পেয়েছে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ বিশিষ্টজনদের বাণী, যুব কার্যক্রমের সাফল্য চিত্র, যুব বিষয়ক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা। এ সকল লেখা লেখকদের নিজস্ব ভাবনায় নির্যাসিত। আমাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও স্থানাভাবে অনেকের লেখা স্মরণিকায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এ অপারগতার জন্য তাঁদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি।

যথেষ্ট আন্তরিকতা থাকার পরও আমাদের অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি কিংবা মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যেতে পারে। বিষয়টি সকলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা করছি। স্মরণিকা প্রকাশে যাঁরা সক্রিয়ভাবে ও নেপথ্যে থেকে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পরিশেষে, জাতীয় যুব দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে দেশের সকল যুবকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। জাতীয় যুবদিবস ২০২২ এর প্রতিপাদ্য 'প্রশিক্ষিত যুব উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' যুবদের কর্ম-নৈপুণ্য এবং দেশাত্ববোধের অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে সফল ও সার্থক হোক একান্তভাবে কামনা করছি।

ড. মোঃ আবুল হোসেন
যুগ্মসচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

ক্র. নং	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১	যুব ও ক্রীড়ার উন্নয়নে বর্তমান সরকারের সাফল্যগাঁথা	মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি	২১-২৫
২	বঙ্গবন্ধু ও যুবসমাজ	মেজবাহ উদ্দিন	২৬-২৯
৩	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর : প্রসঙ্গ কথা	মোঃ আজহারুল ইসলাম খান	৩০-৩৩
৪	" প্রশিক্ষিত যুব উন্নত দেশ বঙ্গবন্ধু'র বাংলাদেশ "	মোঃ জহিরুল ইসলাম	৩৪-৩৭
৫	Youth Empowering	Md. Moazzem Hossain	৩৮-৪০
৬	জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (SDG - অর্জনে যুবদের জন্য ডিসেন্ট ওয়ার্ক এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের	ফরহাত নূর	৪১-৪২
৭	যুদ্ধ	দিলগীর আলম	৪৩-৪৩
৮	যুবদের কর্মসংস্থান বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়	মোঃ আব্দুল কাদের	৪৪-৪৮
৯	এ শহর আমার না	খন্দকার মোঃ রওনাকুল ইসলাম	৪৯-৪৯
১০	বৈশ্বিক জ্বালানী সংকট ঃ বাংলাদেশের করণীয়	কে, এম, আব্দুল মতিন	৫০-৫৩
১১	হে যুবক	মোসাঃ শামীমা আখতার	৫৪-৫৪
১২	সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা	খবির হোসেন চৌধুরী	৫৫-৫৫
১৩	আমাদের যুবশক্তি	মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন	৫৬-৫৮
১৪	সাবাস বাংলাদেশ	আবু হোসেন ঢালী	৫৯-৫৯
১৫	মাদকাশক্তি	আবু বকর ছিদ্দিক সোহেল	৬০-৬২
১৬	উজ্জল নক্ষত্র	মোঃ রফিকুল ইসলাম	৬৩-৬৩
১৭	উড়ন্ত জীবন	প্রস্পারিনা সরকার	৬৪-৬৪
১৮	ফটোসাংবাদিক লুৎফর রহমানের দেখা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু	আপন চৌধুরী	৬৫-৬৯
১৯	যুব কার্যক্রমের এ্যালবাম	--	৭৩-১০০

যুব ও ক্রীড়ার উন্নয়নে বর্তমান সরকারের সাফল্যগাঁথা

মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ইতিহাসের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাঙালি জাতিসত্তার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের সকল প্রয়াস যুবসমাজের সর্বোচ্চ ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে সূচিত ৬-দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর নির্বাচন ও পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০ এর স্বৈরাচারবিরোধী গণজাগরণসহ জাতীয় জীবনের সকল ক্রান্তিকালে যুবসমাজ তেজোদীপ্ত ভূমিকা রেখেছে। জাতীয় উন্নয়নে যুব শক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বঙ্গবন্ধু যুবদের উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। সে অনুযায়ী সংবিধানের ১৪, ১৭, ১৯, ২০, ২১ অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নে এ বিশাল যুবগোষ্ঠির সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন জরুরি।

বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বলেছিলেন, 'এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে খেতে না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এ দেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকুরী না পায় বা কাজ না পায়'। এই চেতনাকে ধারণ করে এবারের নির্বাচনী ইশতেহারের মূল অঙ্গীকার- "তারুণ্যের শক্তি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি"। নির্বাচনী ইশতেহারে যুবদের মানসম্মত শিক্ষা, দক্ষতাবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, সুস্থ্য বিনোদনের ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ও নাগরিক ক্ষমতায়ন এবং সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ ও মাদকমুক্ত যুব সমাজ গঠনে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ অনুযায়ী ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক যুব বলে গণ্য। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ যুব। এ সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ডেমোগ্র্যাফিক ডিভিডেন্ড। অর্থাৎ আমাদের দেশের বয়স্ক মানুষের চেয়ে কম বয়সীদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় কর্মক্ষম লোক অধিক। দেশের এ বিশাল জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ৬৪টি জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৬৪টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ ৫০১টি উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ৪১টি প্রাতিষ্ঠানিক ও ৪২টি অপ্রাতিষ্ঠানিক মোট ৮৩টি ট্রেডে নিয়মিত যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে যুবদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিবছর ৩.০ (তিন) লাখের অধিক সংখ্যক যুবদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে কর্মসংস্থানের উপযোগী করে গড়ে তুলছে এবং ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান ও উদ্যোগী হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য সহযোগিতা প্রদান করছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিজস্ব তহবিল হতে প্রতিবছর ৪২ হাজার যুবককে ১৫০ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা দেয়। দেশের কর্মপ্রত্যাশী যুবদের আত্মকর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সৃষ্টিলগ্ন থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৬৭ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪৯ জন যুবককে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৪৪১ জন যুব সফল আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১০ লক্ষ ২৫ হাজার ৮৩১ জন যুব ও যুবনারীকে ২ হাজার ২৬০ কোটি ৬৩ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকার যুব ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

ঋণ সহায়তা বাড়াতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ইতিমধ্যে একাধিক ব্যাংকের সাথে সমঝোতা স্মারক সাক্ষর করেছে। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিবছর ৩০ হাজার প্রশিক্ষিত যুবককে ঋণ সুবিধা প্রদান করছে। ঋণের পরিমাণ ২০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত। কর্মসংস্থান ব্যাংক হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ২৩ হাজার ৭২৭ জনকে ৩৫৭ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। চলতি বছরে এনআরবিসি ব্যাংকের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী প্রতিবছর ৫০ হাজার যুবককে ঋণ সুবিধা দেওয়া হবে। সুদের হার ৪-৯% এবং সর্বোচ্চ ঋণের সুবিধা ১০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২২ পর্যন্ত ৭৩ জন যুব উদ্যোক্তাকে ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আরো ৩০০ জন যুব উদ্যোক্তাকে

আরো ৩০০ জন যুব উদ্যোক্তাকে ১৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের যাচাই কাজ চলমান রয়েছে। এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়নের পথ সুগম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এছাড়াও গত বছর হতে যুব উদ্যোক্তা ঋণও চালু করা হয়েছে যেখানে সফল আত্মকর্মীরা ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকার উদ্যোক্তা ঋণ পাচ্ছেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ২০২১ থেকে ২০২৩ সময়কালে ৪০,০০ (চল্লিশ হাজার) সুদক্ষ গাড়ীচালক তৈরির জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ সকল গাড়ীচালকের দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। এছাড়াও কোভিড-১৯ মহামারীর সময় যে অনলাইনভিত্তিক ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে তার জন্য বিভিন্ন পণ্য ভোক্তাদের নিকট পৌঁছানোর জন্য দক্ষ গাড়ীচালক প্রয়োজন।

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে ৭ম (২০১৫-২০২০), ৮ম (২০২০-২০২৫) এবং ৯ম (২০২৫-২০৩০) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে যুবদের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা প্রাথমিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০২০-২০২৫ এর মধ্যে ১৬ লক্ষ ৪৪ হাজার যুবকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা চূড়ান্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ৩৪১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৯ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য ১৬ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫০০ জন যুবকে প্রশিক্ষণের প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রার প্রাক্কলন করা হয়েছে।

এছাড়াও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে NEET (Not in Education Employment and Training) জনসংখ্যাকে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। ৫ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ডলার প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০ লক্ষ NEET জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। জানুয়ারি/২০২৩ এর মধ্যে এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হবে। এজন্য প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নসহ সকল কার্যক্রম দ্রুততার সাথে চলমান রয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে তৃনমূল পর্যায়ে নিয়ে যেতে দেশের প্রতিটি উপজেলায় শেখ জামাল উপজেলা যুব প্রশিক্ষণ ও বিনোদন কেন্দ্রনির্মাণ এর প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। কোভিডকালীন সময়ে ফিজিক্যাল ক্লাসসমূহের পরিবর্তে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং যুব উদ্যোক্তাদের পরিচালনা ও অংশগ্রহণে ফুড-প্রসেসিং ও মার্কেটিং কার্যক্রম দেশে সম্প্রসারণের বিষয়ে এ মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক যুবদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে যে সকল প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সেগুলো হলো: (০১) যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর, (০২) যুবদের জন্য গ্রামে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প, কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুব মহিলাদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আউটসোর্সিং কর্মসংস্থান সৃষ্টি, (০৩) কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ (২য় পর্যায়) ইত্যাদি।

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে শিক্ষিত যুবদের জেলা পর্যায়ে ৭৬টি কেন্দ্রের মাধ্যমে কম্পিউটার বেসিক ও গ্রাফিক্স ডিজাইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। গ্রামীণ শিক্ষিত যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সুবিধা তাদের দ্বোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য ভ্রাম্যমান আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যানের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতিটি আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যান অত্যাধুনিক কম্পিউটার সিস্টেম, ইন্টারনেট সুবিধা, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও অডিও সিস্টেম দ্বারা সুসজ্জিত।

আমরা মুজিববর্ষে জাকজমকপূর্ণভাবে ঢাকা ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল উদযাপন করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যমী ও মানবিক গুণাবলীকে যুবদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে Sheikh Hasina National and International Youth Volunteers Award প্রবর্তন করা হয়েছে। অন্যতম ইভেন্ট হিসেবে বিশ্বব্যাপী আয়োজন করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু গ্লোবাল ইয়ুথ লিডারশীপ এ্যাওয়ার্ড। ভার্চুয়াল প্রোগ্রামসহ যুব সম্পর্কিত অনুষ্ঠানাদি রেকর্ড ও প্রচারের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ইয়ুথ ডিজিটাল স্টুডিও।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। সে অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ১৮,৩২০ জন যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝোতা স্মারকের আওতায় ১২টি ট্রেডে ৪৭১১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে যুব ঋণ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। নিয়মিত ঋণ কর্মসূচির পাশাপাশি মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২০১৩ জন প্রশিক্ষিত যুবকে ১০ কোটি ৭ লক্ষ টাকা যুব ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত যুবরা আজ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হচ্ছে। পাশাপাশি, স্বেচ্ছাসেবার অগ্রদূত যুবদের প্লাটফর্ম যুবসংগঠনসমূহের কার্যক্রম বেগবান করা হচ্ছে। মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে ২০২০ সালে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুবদিবস, ২০২০' নামকরণে জাতীয় যুবদিবস সাড়ম্বরে উদযাপন করা হয়। কর্মসংস্থান সৃজন, নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২৬ জন সফল আত্মকর্মী ও যুব সংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। আয়োজন করা হয় বঙ্গবন্ধু যুব মেলার। সফল আত্মকর্মী, উদ্যোক্তা ও যুব সংগঠকগণ তাদের উৎপাদিত পণ্য ও সেবা বিক্রয় ও প্রদর্শনের লক্ষ্যে মেলায় অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশ আজ এক আশা জাগানিয়া নাম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ক্রীড়াক্ষেত্রে একের পর সাফল্যের ইতিহাস রচিত হচ্ছে। আর এ সাফল্যের স্বপ্নযাত্রা শুরু হয়েছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে। দেশ স্বাধীনের পরপরই তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ক্রীড়াঙ্গনের উন্নয়নে এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর হাতেই প্রতিষ্ঠা পায় ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, এ্যাথলেটিকসসহ ২২টি ক্রীড়া ফেডারেশন। বঙ্গবন্ধুই প্রতিষ্ঠা করেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন'।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশ একদিন ফুটবল ক্রিকেটসহ সকল খেলায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশের জন্য গৌরব বয়ে নিয়ে আসবে। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফল নেতৃত্বে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে চলেছে। বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদগণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খেলাধুলায় ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ধারাবাহিকভাবে সাফল্যের নিদর্শন রেখে চলেছে। মুজিব শতবর্ষে আইসিসি অনুর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে জুনিয়র টাইগারদের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব মুজিববর্ষের সেরা উপহার। তাছাড়া, নেপালে অনুষ্ঠিত ২০১৯ সালের এস এ গেমসে বাংলাদেশ ১৯টি স্বর্ণপদকসহ ১৩৭টি পদক জয়ের মাধ্যমে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। আমাদের মেয়েরা ফুটবলে সাফ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অবিস্মরণীয় গৌরব অর্জন করেছে।

বাংলাদেশ ক্রিকেট দল সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দক্ষিণ ঐতিহাসিক সিরিজ জয়লাভ করেছে। গতবছর বাংলাদেশ ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ঐতিহাসিক সিরিজ জয় করেছে। প্রথমবারের মত বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল নারী বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করেই শক্তিশালী পাকিস্তানের বিপক্ষে বিজয় অর্জন করেছে। আট জাতির অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধু কাপ আন্তর্জাতিক কাবাডি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অবিস্মরণীয় গৌরব অর্জন করেছে। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক ভলিবল প্রতিযোগিতায় গত বছর আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। সদ্য সমাপ্ত এশিয়ান হকি ফেডারেশন কাপ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ হকি দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ও এশিয়া কাপ ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং আর্চারী স্টেজ ওয়ানে বাংলাদেশ ৩টি স্বর্ণপদক জয় করে দলগতভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আর এসকল অর্জনই সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুদূরপ্রসারী দিকনির্দেশনা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুনিপুণ দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের কাতারে উন্নীত হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহ ক্রীড়াসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে আজ বাংলাদেশকে অনুসরণ করছে। আমরা প্রায়শ বন্ধু প্রতীম অনেক দেশ থেকে বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতার অনুরোধ পাচ্ছি। গত মার্চ মাসে মালদ্বীপ সরকার কর্তৃক ক্রীড়াক্ষেত্রে সে দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার মালদ্বীপ স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। এ অর্জনও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কারণেই সম্ভবপর হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনার আলোকে আমরা দেশের ক্রীড়ার মানোন্নয়নে নানা কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়ন করে চলেছি। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ২১৫ টি ইভেন্ট সফলভাবে আয়োজন করেছে। আমরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড় অন্বেষণ করার লক্ষ্যে ২০১৮ সাল হতে জাতির পিতার নামে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুর্ধ্ব ১৭ এবং ২০১৯ সাল হতে বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট সফলভাবে আয়োজন করে চলেছি। এ সকল টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়দের আমরা দেশে বিদেশে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমরা গতবছর বাছাইকৃত সেরা ৪ জন খেলোয়াড়কে ব্রাজিলে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করেছি। এ বছর ১১ জন প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে ব্রাজিলে এবং ১১ জন নারী খেলোয়াড়কে ইউরোপে উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করবো। আমরা ২০১৯ সাল হতে প্রতিবছরই দেশের সকল সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধু আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্ট চ্যাম্পিয়নশীপ আয়োজন করছি। এছাড়াও, আমরা এবছরই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনামতে বঙ্গবন্ধু আন্তঃ কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে যাচ্ছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দেশের প্রতিটি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কার্যক্রম দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলেছে। ইত্যেমধ্যে ১২৫টি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ১৬শত ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে আরো ১৮৬টি স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া আরো ১৭৩টি স্টেডিয়াম নির্মাণের ডিপিপি প্রনয়নের কাজ চলমান। আমরা দেশের প্রতিটি জেলায় ইনডোর স্টেডিয়াম, জিমনেসিয়াম ও টেনিস কমপ্লেক্স নির্মাণের মহাপরিকল্পনা গ্রহন করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই প্রতিটি বিভাগীয় শহরে বিকেএসপি প্রতিষ্ঠাসহ পুরাতন বিকেএসপি'র আধুনিকায়নে কাজ করে যাচ্ছি। জাতির পিতার নামে নির্মিত দেশের অন্যতম স্টেডিয়াম বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিকায়ন ও সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতেই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের ক্রীড়ার শক্ত ভীত।

খেলাধুলার প্রসার ও মানোন্নয়নে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বিভিন্ন ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ করে চলেছে। দেশের ৩৩ টি জেলায় ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। জাতীয় সংসদের পাশে প্রতিবন্ধীদের জন্য খেলার মাঠ ও বিভিন্ন ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ করছি। আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়াপল্লী নির্মাণের লক্ষ্যে মাদারীপুরে স্পোর্টস সিটি করার প্রক্রিয়া শুরু করেছি। কিশোরগঞ্জে ৩০ একর জায়গা নিয়ে জাতীয় সুইমিং একাডেমি নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। ময়মনসিংহ ও রাজশাহীতে বিকেএসপি স্থাপন করা হচ্ছে। কক্সবাজারে শহীদ শেখ কামাল ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে। সম্প্রতি দেশের ক্রীড়াঙ্গনে অনবদ্য ও গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৩ হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৮৫ জন গুণী খেলোয়াড় ও ক্রীড়া সংগঠককে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ তৃণমূল হতে জাতীয় পর্যায়ে ১৫ হাজার খেলোয়াড় ও সংগঠকদের প্রায় ৯ কোটি টাকার আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। আমরা সত্যিই ভাগ্যবান এমন একজন ক্রীড়াবান্ধব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পেয়েছি। খেলাধূলার উন্নয়নে আমরা যখনই যা চাচ্ছি তার চেয়ে বেশী দিয়ে চলেছেন আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী। অসুস্থ ও অস্বচ্ছল ক্রীড়াসেবীদের সহায়তা করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করোনার মধ্যেও ৩০ কোটি টাকার সীডমানি প্রদান করেছেন। সম্প্রতি শেষ হওয়া বঙ্গবন্ধু চার-জাতি ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকাসহ প্যারাঅলিম্পিক কমিটিকে ১০ কোটি টাকা প্রদান করছেন। এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা। আমরা ইতোমধ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো "ক্রীড়াভাতা" চালু করেছি। আমরা স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের সদস্যদের প্রথমবারের মতো সরকারিভাবে সংবর্ধনা প্রদান করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের সদস্যসহ যেকোনো অসুস্থ খেলোয়াড়, ক্রীড়া সংগঠকদের জন্য সবসময়ই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে থাকে।

বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আজীবন লালিত স্বপ্ন ছিলো একটি ক্ষুধা, দারিদ্রমুক্ত আত্মনির্ভরশীল সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে । বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে যুবদের সার্বিক ক্ষমতায়নসহ ক্রীড়াঙ্গনের সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

বঙ্গবন্ধু ও যুবসমাজ

মেজবাহ উদ্দিন

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এক ও অভিন্ন সত্তা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির পুর্নগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ গড়ার সূচনালগ্নেই যুবদের কর্মসংস্থানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। যুবদের আত্মনির্ভরশীল, দায়িত্ববান, সুসংগঠিত, প্রতিশ্রুতিশীল, উৎপাদনমুখী দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করে তাদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে জাতির পিতা বলেছিলেন-

" এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এ দেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকুরী না পায় বা কাজ না পায়"।

মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারীদের বিশাল একটি অংশ ছিল যুব। যুবক শেখ মুজিবুর রহমানের পাঠশালা ছিল বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশ। বাঙালির হাজার বছরের আশা-আকাঙ্খা, বেদনা-বিক্ষোভ ও ঐতিহ্যকে তিনি নিজের চেতনায় আত্মস্থ করেছিলেন। বাংলার যুবকরা ছিল তার প্রাণ। যুবদের ওপর আস্থা রেখেই বঙ্গবন্ধু এঁকেছিলেন সাফল্যের নকশা। এ দেশের যুবসমাজ যেন নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারে, কর্মমুখী হতে পারে, দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে সোনার বাংলা গড়তে পারে, আজীবন তিনি সেই লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। যুবসমাজকে যথাযথভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন শিক্ষার ওপর। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন গণমুখী, বিজ্ঞানভিত্তিক ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা। তিনি যুবদের পড়ালেখার পাশাপাশি বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের তাগিদ দিতেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪, ১৭ ও ২০ অনুচ্ছেদে যুব শ্রেণিসহ সমগ্র জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে যুবদের অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ পুণর্গঠনে যুবদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ ধারাবাহিকতায় যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয় যা পরবর্তীতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গঠন করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যাবতীয় কার্যক্রমের একমাত্র লক্ষ্য হলো যুবসমাজ ।

১৯৭৩-এর ১৯ আগষ্ট যুবকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন-

"বাবারা একটু লেখাপড়া শেখ। যতই জিন্দাবাদ আর মুর্দাবাদ করো, ঠিকমতো লেখাপড়া না শিখলে কোনো লাভ নেই। আর লেখাপড়া শিখে যে সময়টুকু পাবে বাবা-মাকে সাহায্য করবে। প্যান্ট পরা শিখছ বলে বাবার সাথে হাল ধরতে লজ্জা করো না। দুনিয়ার দিকে চেয়ে দেখ। গ্রামে গ্রামে বাড়ির পাশে বেগুন গাছ লাগাও, কয়টা মরিচ গাছ লাগাও, কয়টা লাউ গাছ লাগাও ও কয়টা নারিকেলের চারা লাগাও। বাপ-মাকে একটু সাহায্য করো। শুধু বিএ-এমএ পাস করে লাভ নেই। দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে"।

বঙ্গবন্ধু যুবদের ভালোবাসতেন। তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন যুকদের মধ্যে সে স্বপ্ন সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করতেন। যুবসমাজকে দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্দীপ্ত করতে তিনি উপদেশ-নির্দেশ দিতেন। বঙ্গবন্ধু বলতেন, 'আজকের যুবকরাই আগামীকাল দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে। একটি দেশের সমস্যা ও সম্ভাবনা দুটিই দেশের যুবসমাজের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। কোনো দেশের যুবসমাজ যদি কর্মঠ হয় এবং তারা কাজের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ পায়, তাহলে ওই দেশের উন্নতি কেউ আটকাইতে

পারে না। যুবসমাজের দীপ্ত মেধা এবং সতেজ জ্ঞানের গতি এই সবুজ-শ্যামল বাংলাকে প্রকৃত সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করিতে পারে। তাই এ ব্যাপারে তাহাদের প্রস্তুত হইতে হইবে। ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকিলে যুবসমাজ সফল হইবে'।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের একটি বড় অধ্যায় যুব বয়সের। তার যুবসমাজ নিয়ে ভাবনার গভীরে রয়েছে বাংলা-বাঙালি ও বাংলাদেশের চূড়ান্ত মুক্তি ও বিশ্বে বাঙালির মাথা উঁচু করে নেতৃত্ব দেয়ার দর্শন। বাংলার যুবকরা যেন 'সোনার ছেলে' হয়ে 'সোনার বাংলা' গড়তে পারে বঙ্গবন্ধু তা-ই কামনা করতেন। যুবকদের তিনি আত্মসমালোচনা-আত্মসংযম এবং আত্মশুদ্ধি জাগ্রত করে সততা ও দেশপ্রেমের পথ বেছে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু এ বিষয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথা বলেছেন, এর গুরুত্ব বর্তমানেও অধিক। চর্তুথ শিল্পবিপ্লব উপযোগী দক্ষ যুবশক্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধুর যুব ভাবনা ও চিন্তাচেতনা প্রাসঙ্গিক।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে শাসনামলে যুবসমাজকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে দেশব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

যুবদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সনে ২৬টি জেলায় ২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

যুব সংগঠকদের নেতৃত্ব, দক্ষতা ও সামাজিক সচেতনতার বিকাশ সাধন, দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে যুবদের দক্ষতা উন্নয়ন, গবেষণার মাধ্যমে যুব সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্যতা নিরূপণ, দেশের ঐতিহ্য কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিকাশে যুবদের উদ্বুদ্ধকরণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যুবদের মধ্যে তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্য সামনে রেখে ১৯৯৮ সনে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয়। বিদ্যমান শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রকে যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান করে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিল, ২০১৮ সংসদে পাস করা হয়েছে।

পরবর্তীতে ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং কৃষিভিত্তিক বহুমূখী প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। ১৯৯৭ সনে ১০টি ইউনিট থানাসহ ২৪০টি উপজেলাতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপজেলা কার্যালয় সৃষ্টি করা হয়। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে সামনে রেখে যুবসমাজের জন্য আওয়ামী লীগ সরকার যুব-উন্নয়নে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগের গত নির্বাচনী ইশতেহারে এ বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রথমেই একযুগ দেশ পরিচালনাকালে তাদের অর্জন সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ ধারণা দেয়া হয়েছে।

যুবকল্যাণ তহবিল আইন-২০১৬' এবং জাতীয় যুব নীতি ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়েছে, সেই সঙ্গে ইয়ুথ ইনডেক্স প্রণয়ন করা হয়েছে। যুব সংগঠকরা সমাজ সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি করোনা পরিস্থিতিকালীন স্বেচ্ছাসেবায় প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে। যুবসমাজের ক্ষমতায়নের পথ সুগম করতে জাতীয় যুব কাউন্সিল বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনগুলোকে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে 'যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন ২০১৫' ও 'যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা-২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় ৫ হাজার ৬৯৬টি যুব সংগঠনকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এ যুব সম্পর্কিত বক্তব্য হচ্ছে 'তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধ'। এটির তাৎপর্য বিবেচনায় দক্ষ ও সচেতন কর্মঠ যুবশক্তি গড়ে তুলতে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

বর্তমান সরকার যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে তাদের মধ্যে নেতৃত্ব, দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

২০০৯-১০ অর্থ বছর হতে যুবদের জন্য সফলতার সাথে শুরু হয় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি। এ যাবৎ এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৪৭টি জেলার ১৩৮টি উপজেলায় ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩ শত ৪৭ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে ২ লক্ষ ৩২ হাজার ৯ শত ৯৬ জনকে কর্মে নিয়োজিত করা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন থেকে ৮০ জনে উন্নীত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে যুবসমাজের অপরিসীম অবদান এবং ত্যাগ-তিতিক্ষার স্বীকৃতিস্বরূপ স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠালগ্নেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুব উন্নয়নের বিষয়টিকে প্রথমবারের মত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১৯৭১-৭২ সনের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতেই যুবশক্তির বিকাশ ও জাতীয় উন্নয়নে যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন যুব কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল। এরপর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দশটি যুব হোস্টেল ও কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু জীবদ্দশায় বঙ্গবন্ধু তাঁর আকাঙ্খার বাস্তবায়ন দেখে যেতে পারেননি। দীর্ঘ একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সনে দেশ সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে যুব উন্নয়নকে আন্দোলনে রূপ দেয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ও রূপকল্প -২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার অঙ্গীকার নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়। পরবর্তী মেয়াদে ২০১৪ সালে সরকার গঠনের পর দেশের সকল মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্তি, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করে। একইসাথে জনগণের দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা পৌঁছানো, নারীর ক্ষমতায়ন বাস্তবায়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো, পরিবেশ সুরক্ষা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দশটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রণীত উন্নয়নের মহাসড়কের মেলবন্ধনরূপে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ', 'রূপকল্প-২০২১', জাতিসংঘের 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০' ও রূপকল্প-২০৪১' একইসূত্রে গাঁথা। যুবসমাজকে তাদের নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের পাশাপাশি এ উন্নয়ন সোপানে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত থাকতে হবে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের জন্য জেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে এবং উপজেলা পর্যায়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ পরবর্তী ঋণ সুবিধাও প্রদান করা হচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক শুরু থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৬৭ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪৯ জনকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিপুল সংখ্যক যুব আত্মকর্মী হয়েছেন। অনেকে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছেন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে হাজার হাজার বেকার যুবক-যুবতী নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি অন্যদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছেন।

জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি, যান্ত্রিক ও তথ্য প্রযুক্তির নব নব উদ্ভাবন, বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রচলনের ফলে কর্মসংস্থানের বিষয়টি প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। এমনকি গ্রাম-বাংলার ক্ষুদ্র ব্যবসা, ছোট প্রকল্প স্থাপনের কৌশলও বদলে যাচ্ছে। বলাবাহুল্য যুবসমাজ আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে হোটেল ম্যানেজমেন্ট, হাউজকিপিং এন্ড লন্ড্রি অপারেশন, সোয়েটার নিটিং ও লিংকিং মেশিন অপারেশন, প্লাম্বিং, ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং, ডিজিটাল মার্কেটিং, কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের সাথে সাথে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প তৈরি, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্বের বিকাশ, নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, শিষ্টাচার এবং মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বদেশপ্রেমের চেতনায় নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সেইসাথে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে পার্টনারশিপের আওতায়ও প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

সাম্প্রতিক কালে করোনা মহামারীর কারণে বিভিন্ন পেশার সুযোগসমূহ সংকুচিত হওয়ার পাশাপাশি নুতন নুতন পেশার উদ্ভব হয়েছে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে নতুন নতুন প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে যুবরা যাতে আত্মকর্মী হতে পারে সে বিষয়ে

প্রশিক্ষণ : বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ৪১টি, অপ্রাতিষ্ঠানিক ৪২টি ও চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়ে থাকে। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবতায় যুবদের জন্য প্রযুক্তি নির্ভর, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক লাগসই প্রশিক্ষণ কোর্স পর্যায়ক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও মডিউল, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত ও কর্মপন্থা নির্ধারণকে কেন্দ্র করে 'যুব প্রশিক্ষণ নীতিমালা' চূড়ান্তকরণ-এর লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ঋণ কার্যক্রম : কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে যুব ঋণ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। যুব ঋণ তহবিল হতে যুবদের (ক) একক ঋণ এবং (খ) পারিবারিক গ্রুপভিত্তিক ঋণ প্রদান করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে ৬০ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে ৪০ হাজার টাকা থেকে ৬০ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ৭ থেকে ১০টি গ্রুপ নিয়ে গঠিত কেন্দ্রের প্রত্যেক সদস্যকে ১ম, ২য়, ৩য় দফায় যথাক্রমে ১২ হাজার, ১৬ হাজার ও ২০ হাজার টাকা হারে ঋণ প্রদান করা হয়। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার্ঘ্যের নিদর্শন স্বরূপ ১০ জানুয়ারি ২০২১ হতে ৩.৫০ লক্ষ টাকা হারে উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। উদ্যোক্তা ঋণ নীতিমালার আলোকে ৮টি বিভাগীয় জেলায় এ ঋণ প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। অধিকতর ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য কর্মসংস্থান ব্যাংক ও এনআরবিসি ব্যাংকের সাথে সমঝোতা স্মারকের আলোকে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে।

আত্মকর্মী সৃজন : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব পুরুষ ও যুবনারী তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও ঋণ সহায়তা কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মী হচ্ছে কিংবা নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে নিচ্ছে। আত্মকর্মী যুবদের মাসিক আয় ৭ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তারা আরও অধিক অর্থ উপার্জন করে থাকে। আত্মকর্মী যুবদের গৃহীত প্রকল্পে নিজেদের কর্মসংস্থান ছাড়াও তাদের পরিবারের সদস্যদের এবং অন্যান্য যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি : ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষিত বেকার যুবদের তিন মাস মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে দু'বছরের জন্য অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি এ কর্মসূচির লক্ষ্য। ২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে এ পর্যন্ত ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৪৭ জনকে প্রশিক্ষণ এবং ২ লক্ষ ৩২ হাজার ৯৯৬ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে ১০টি জেলায় ও ১০টি উপজেলায় এ কর্মসূচি চলমান রয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি যুগপৎভাবে যুব বান্ধব এবং দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

যুব ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আইন, বিধি প্রণয়ন : 'জাতীয় যুবনীতি ২০১৭' প্রণয়নপূর্বক এ্যাকশন প্ল্যান প্রকাশিত হয়েছে ও ইয়ুথ ইনডেক্স প্রণীত হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনগুলোকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন, ২০১৫ ও যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। যুবসমাজের ক্ষমতায়নের পথ সুগম করতে জাতীয় যুব কাউন্সিল (গঠন, কাঠামো, কার্যপদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা, ২০২১ প্রণীত হয়েছে। চলমান অর্থবছরেই জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠন করা সম্ভব হবে।

অধিকতর কর্মকৌশল : যুবসমাজের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের পথ সুগম করার লক্ষ্যে বেশ কিছু কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে,-(১) প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জী বছরভিত্তিক প্রণয়ন ও অনুসরণ (২) সকল শ্রেণির যুবদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে কোটা অনুসরণ (৩) ই-প্রশিক্ষণ, দূরশিক্ষণ, মুক্তপাঠ, ই-লার্নিং কোর্স কনটেন্ট, ই-মনিটরিং ও অ্যাটেনডেন্স ট্র্যাকিং (৪) অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া (৫) চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে সংগতি রেখে এটুআই এর সহযোগিতায় ক্যাটারিং কোর্স ও ফ্যাশন ডিজাইনিং কোর্স চালুর উদ্যোগ (৬) প্রশিক্ষণার্থী, আত্মকর্মী ও যুব সংগঠকদের ডাটাবেইজ প্রণয়ন (৭) অধিদপ্তরের প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সক্ষমতা অর্জন এবং (৮) এ্যাক্রিডিটেশন/স্টান্ডার্ডাইজেশন অব ট্রেনিং কোর্স।

জাতীয় যুবদিবস : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে প্রতিবছর ১ নভেম্বর জাতীয় যুবদিবস দেশব্যাপি উদযাপন করা হয়ে থাকে। যে সকল প্রশিক্ষিত সফল যুব আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প স্থাপনে এবং যে সকল যুবসংগঠক সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে জাতীয় যুবদিবসে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ যাবত ৪৯ জন যুবসংগঠকসহ মোট ৪৯৮ জনকে জাতীয় যুব পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। 'জাতীয় যুবদিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে ২৪ জন সফল যুবকে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হবে।

যুব সংগঠন নিবন্ধনকরণ ও অনুদান : যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা এবং সংগঠসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ভূমিকা রেখে চলছে। এ পর্যন্ত ১৮,৪৫৮টি যুব সংগঠনকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) বিধিমালা ২০১৭ এর আলোকে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৫৬৯৬টি যুবসংগঠনকে নিবন্ধন করা হয়েছে। যুব সংগঠনগুলোর কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় যুব কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৪ হাজার ৬৬৮টি যুব সংগঠনকে মোট ২৭ কোটি ৭৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ প্রোগ্রাম : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে নিয়মানুযায়ী সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যন্ত ৪০টি বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার সাথে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

Dhaka OIC Youth Capital, 2020 : Dhaka OIC Youth Capital, 2020 এর অন্যতম ইভেন্ট হিসেবে বিশ্বব্যাপী আয়োজন করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু গ্লোবাল ইয়ুথ লিডারশীপ এ্যাওয়ার্ড। এছাড়া, যুবদের জন্য সহায়ক এন্টারপ্রেনরশীপ স্কীল এন্ড এমপ্লয়মেন্ট ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভার্চুয়াল প্রোগ্রামসহ যুব সম্পর্কিত অনুষ্ঠানাদি রেকর্ড ও প্রচারের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ইয়ুথ ডিজিটাল স্টুডিও।

Sheikh Hasina Youth Volunteers Award : করোনা মহামারীসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন-ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ইত্যাদি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ভূমিকা দেশে-বিদেশে বহুলভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় রোল মডেল হিসেবে সারা বিশ্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এক উজ্জ্বল নাম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যমী ও মানবিক গুণাবলীকে যুবদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষে Sheikh Hasina Youth Volunteers Award প্রদান করা হয়েছে।

এসডিজি বাস্তবায়নে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর : ২০১৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট '২০৩০ এজেণ্ডা" গৃহীত হয়। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১৭টির মধ্যে ১,৩,৪,৮ ও ১১ অভীষ্টগুলোর সাথে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তথা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত। তন্মধ্যে অভীষ্ট ৮-এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় মূল দায়িত্বে নিয়োজিত। সে অনুযায়ী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়পূর্বক যুব কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

যুব কার্যক্রম অগ্রগতির তথ্যকণিকা:

কার্যক্রম	অধিদপ্তরের শুরু থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত অর্জন	২০০৯ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত অর্জন
বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ	৬৭,৬৫,০৪৯ জন	৩৬,৮৩,৩৬১ জন
প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান	২৩,৩২,৪৪১ জন	৭,৯০,৩৪৫ জন
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান	২,৩৫,৩৪৭ জন	২,৩৫,৩৪৭ জন
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় দুই বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	২,৩২,৯৯৬ জন	২,৩২,৯৯৬ জন
ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের পরিমাণ	২২৬৩৫০.০৯ লক্ষ টাকা	১৩৯০৫৮.৭৮ লক্ষ টাকা
ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	১০,২৫,৮৩১ জন	৪,৯৫,১৯৪ জন
নতুন প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন	৩৫ টি	১৮ টি
ইন্টারনেট সার্ভিস সুবিধা	প্রধান কার্যালয়সহ ৬৪ জেলা কার্যালয়, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৫০১টি উপজেলা কার্যালয় ও কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র	প্রধান কার্যালয়সহ ৬৪ জেলা কার্যালয়, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৫০১টি উপজেলা কার্যালয় ও কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র
যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদান	২৭৭৭.৮৬ লক্ষ টাকা	১৯৮৯.৩১ লক্ষ টাকা
যুব কল্যাণ তহবিল হতে অনুদানপ্রাপ্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১৪,৬৬৮ টি	৭,৬৮৫ টি

নিবন্ধনকৃত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	৫,৬৯৬ টি	৫,৬৯৬ টি
তালিকাভুক্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১৮,৪৫৮ টি	১১,৩৬৬ টি
জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান	৪৯৮ জন	২২৬ জন
উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের সংখ্যা	৪৮৭৬ জন	৭৫৭ জন
নিয়মিতকরণের সংখ্যা	৪২৭৩ জন	২৯৭৬ জন
পদ স্থায়ীকরণের সংখ্যা	৪২৭১ টি	৩৮২৬ টি
পদোন্নতির সংখ্যা	৩০৮ জন	২১৭ জন

সামগ্রিক তথ্য-চিত্র অনুসারে যুব কার্যক্রমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তথা সরকারের ভূমিকা ও সাফল্য দিনে দিনে ব্যাপকতর হচ্ছে। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্রের কাতারে শামিল হবে মর্মে আমরা বিশ্বাস করি। বর্তমান জনবান্ধব সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে উন্নয়ন অভিযাত্রায় বাংলাদেশ আজ অপ্রতিরোধ্য। স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ইতিহাসের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ে তোলা এখন আর সাধ্যের অতীত নয়। 'প্রশিক্ষিত যুব উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' জাতীয় যুব দিবস-২০২২ এর এই প্রতিপাদ্যটি আমাদের সকলের, সমগ্র জাতির।

মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

"প্রশিক্ষিত যুব উন্নত দেশ বঙ্গবন্ধু'র বাংলাদেশ"

মোঃ জহিরুল ইসলাম

বাংলাদেশ বিশ্বের বিস্ময়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর কন্যা রূপকল্প ২০২১, ২০৪১ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বৃদ্ধির মাধ্যমে যুব ক্ষমতায়ন করা হচ্ছে। শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এতে একদিকে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য নিরসনে ভূমিকা রাখছে। যুব বয়সের নারী পুরুষের উন্নয়ন ক্ষমতায়নের সাথে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর সুফল অর্জন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যুবদেরকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে আমাদের সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনা করতে হবে। প্রশিক্ষিত যুব ও যুব নারীদের দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ,দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

উন্নত দেশ

যে সকল দেশ সেই দেশের সকল প্রাকৃতিক ও মানবীয় সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার করে উন্নয়নের সকল সূচকের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে সেই সকল দেশকে উন্নত দেশ বলা হয়। উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে উচ্চ জাতীয় ও মাথাপিছু আয়, মূলধনের প্রাচুর্য, সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১%এর নিচে, সাধারণ জীবন যাত্রার মান, শিক্ষার প্রসার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ, উন্নত অবকাঠামো, সামাজিক নিরাপত্তা, নারীর স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, লেনদেনের ভারসাম্য, শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, গড় আয়ু, মানব উন্নয়ন সূচক। উন্নত দেশের বড় মাপকাঠি হচ্ছে জনগণের মাথাপিছু আয়, মোট দেশজ উৎপাদন, শিল্পায়নের স্তর, অবকাঠামোর বিন্যাস এবং জীবনযাত্রার মান। ২০৪১ সালে মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, মাথাপিছু আয় দাড়াবে ১২৫০০ মার্কিন ডলার, রপ্তানি আয় হবে ৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, মানুষের গড় আয়ু হবে ৮০ বছর।

তুলনামূলক সাফল্যের চিত্র

১৯৭১ সালে শতকরা ৮২ ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করতো, বর্তমানে দেশে দারিদ্র্যের হার শতকরা ২০ ভাগ। ১৯৭২ -৭৩ সালে বার্ষিক বাজেট ছিলো ৭৮৬ কোটি টাকা, ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। বাজেটের আকার বেড়েছে ৭৬৮ গুণ। ১৯৭২ সালে মানুষের গড় আয়ু ছিল ৪৬.৫ বছর, বর্তমানে ৭২.৬ বছর। ১৯৭১ সালের পর মাথাপিছু আয় ছিল ৯৪ মার্কিন ডলার, বর্তমানে ২৮১৪ মার্কিন ডলার। ৫১ বছরে মাথাপিছু আয় বেড়েছে ২৯ গুণ। শুধু মাথাপিছু আয়ই নয়, সামাজিক নিরাপত্তা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃমঙ্গল কার্যক্রম, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানব উন্নয়ন সূচক সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় গৃহিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

যুবদের একটি **জাতীয় প্লাটফর্ম** তৈরী করার কাজ চলছে। যুবদের জন্য **ইন্টিগ্রেটেড ডাটাবেইজ** তৈরী করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে । সমন্বিত এই ডাটাবেইজ এ থাকবে যুবদের বয়স ভিত্তিক তথ্য, প্রশিক্ষিত যুবদের ডাটাবেইজ, যুব সংগঠনসমূহের ডাটাবেইজ, সফল যুব ও যুব সংগঠকদের ডাটাবেইজ। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে উপযোগী যুবসমাজ তৈরী করার লক্ষ্যে যুগোপযোগী যুব প্রশিক্ষণ নীতিমালা ২০২২ তৈরী করা হয়েছে। শিক্ষাদান পদ্ধতিতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সংযুক্ত করা হচ্ছে।

পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর, তৃণমূল যুবদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক **প্রশিক্ষিত যুবশক্তি** তৈরী করা হচ্ছে। যুবদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে **মার্কেট লিংকেজ** তৈরীর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। যুব উদ্যোক্তাদেরকে সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা বাড়াতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ইতোমধ্যে একাধিক ব্যাংকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী **কর্মসংস্থান ব্যাংক** প্রতিবছর ৩০ হাজার প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবমহিলাদেরকে ঋণ সুবিধা প্রদান করছে। এ ঋণের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৫ লাখ পর্যন্ত। চলতি বছরে **এনআরবিসি ব্যাংকের** সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী প্রতিবছর ৫০ হাজার যুবকে ঋণ সুবিধা দেয়া হবে। সুদের হার ৪-৯% এবং সর্বোচ্চ ঋণের সুবিধা ১০ লক্ষ টাকা। এছাড়াও গত বছর হতে যুব উদ্যোক্তা ঋণও চালু করা হয়েছে। সফল আত্মকর্মীরা ৩ লাখ টাকা উদ্যোক্তা ঋণ নিতে পারছেন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ২০২১ থেকে ২০২৩ সময়কালে ৪০ (চল্লিশ) হাজার দক্ষ গাড়ীচালক তৈরির জন্য **যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প** বাস্তবায়ন করছে। এ সকল গাড়ীচালকের জন্য দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। যে সকল যুবক ও যুবনারী প্রশিক্ষণ, শিক্ষা এবং কর্মের বাইরে রয়েছে তাদের জন্য বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় **Economic Acceleration and Resilience for NEET(EARN)** শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ৫ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে ২০ লক্ষ যুব জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানের আওতায় আনা হবে। জানুয়ারি, ২০২৩ এর মধ্যে এ প্রকল্পটির প্রারম্ভিক কার্যক্রম শুরু করা হবে।

যুব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যেতে দেশের প্রতিটি উপজেলায় **শেখ জামাল যুব প্রশিক্ষণ ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ** এর প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে ফিজিক্যাল ক্লাসসমূহের পরিবর্তে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। শিক্ষিত বেকার যুবদের অংশগ্রহণে ফ্রিল্যান্সিং, ই-লার্নি, ফুড প্রসেসিং ও মার্কেটিং কার্যক্রম দেশে সম্প্রসারণের বিষয়ে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যুবদের দক্ষতা উন্নয়নে ঢাকার সাভারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নামে প্রতিষ্ঠিত **শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট** কার্যক্রমের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। এ ইনস্টিটিউট হতে ১১ টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ৩ টি বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি চলমান রয়েছে। এছাড়াও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব সমাবেশ, ইয়ুথ একচেঞ্জ, যুব বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়। যুব কর্মসংস্থানের জন্য দেশব্যাপী ৬৪ জেলায় ইমপ্যাক্ট প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৪ হাজার যুবক ও যুব নারীকে খামারভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রশিক্ষিত যুবদের ডেইরি পালনের জন্য ঋণ প্রদান করা হবে। পরিবেশ বান্ধব জৈব জ্বালানী উৎপাদনের জন্য বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে সহযোগিতা করা হবে। যুবদের সকল ক্ষেত্রে ক্ষমতায়নের জন্য উপজেলা, জেলা এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে **যুব কাউন্সিল** গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। জাতীয় যুব কাউন্সিল যুব ক্ষমতায়ন সামাজিক মর্যাদা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি করবে। সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার আলোকে জাতীয় যুবনীতি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জেন্ডার বাজেটের আলোকে বার্ষিক যুব বাজেট প্রণয়নের উপর গুরত্ব আরোপ করা হয়েছে। জেলা উপজেলা পর্যায়ে যুব গবেষণা কেন্দ্র, তরুন কর্মসংস্থান কেন্দ্র, যুবদের জন্য খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক ও বিনোদন কেন্দ্র তৈরী করে যুব বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সরকার সচেষ্ট রয়েছে। যুব সমাজকে কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে উন্নীত করার পাশাপাশি তাদেরকে শোভন কর্মে (ডিসেন্ট ওয়ার্ক) নিযুক্ত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। যুবদের শহরমুখী প্রবণতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে দেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলা পর্যায়ে চাহিদা ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। **"আমার বাড়ী, আমার খামার"** স্থাপনে যুবরা মনোনিবেশ করছে। যুব কর্মসংস্থানের সাথে কৃষি,স্বাস্থ্য, শিক্ষা ,পরিবেশ, উন্নয়নসহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে যুবরা সম্পৃক্ত হলে দেশের মানুষদের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। যুবদের উন্নয়নের মাপকাঠি নির্ধারণে ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স-২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ইনডেক্সের আলোকে যুবদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যুবকল্যাণ, কর্মসংস্থান, অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভূক্তি যুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান সরকার যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থ -সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করছে। যুব সংগঠনসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে **"যুব সংগঠন নিবন্ধন ও পরিচালনা আইন-২০১৫"** প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনের আওতায় এ পর্যন্ত ৫৬৯৬ টি যুব সংগঠন নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ২১০০০ যুবসংগঠন কে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

যুব ক্ষমতায়নে বহি:বিশ্বের সাথে সমঝোতা (MOU) স্মারক সম্পাদন

যুবদের ক্ষমতায়নে বহি:বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের যুবক ও যুবনারীদের পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। দেশগুলোর মধ্যে ব্রাজিল, ইটালী, উজবেকিস্তান, নেদ্যারল্যান্ড, আরব আমিরাত, স্পেন, মালদ্বীপ, থাইল্যান্ড, জর্ডান উল্লেখযোগ্য।

আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন

বর্তমানে বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী কমনওয়েলথ ইয়ুথ মিনিস্টারস টাস্ক ফোর্স কমিটির সদস্য। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বহি:বিশ্বের সাথে যুব বিষয়ক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে যুবদের উন্নয়ন বিষয়ক পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য আদান প্রদান এবং যুবদেরকে ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করছে।

Commonwealth,OIC,UNESCO,NAM,ASEAN,ICYF,UNODC,ECOSOC,ESCAP,BIMSTEC, UNDP,UNFPA, WHO,UNIDO, CICA, ARF,UNFPA, ILO, JAICA, KOICAসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সাথে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নিবিড়ভাবে কাজ করছে। ২০২১ সাল হতে সামাজিক ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য ৫টি ক্যাটাগরিতে ১৫ জন যুবক ও যুব নারীকে **"শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড-২০২১"** প্রদান করা হয়েছে। যুব কল্যাণ তহবিল গঠনের পর থেকে অদ্যাবধি ১৪,৬৬৮ টি যুব সংগঠনকে মোট ২৭ কোটি ৭৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা প্রকল্পভিত্তিক আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশেকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তর এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ২০৩০ অর্জনে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। দেশের যুবসমাজকে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। যুব সমাজের প্লাটফর্ম হচ্ছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট। উপজেলা ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও গ্রামপর্যায়ে যুবদের সম্মানজনক কর্মসংস্থান, আত্মকর্মসংস্থান ও সম্মানজনক জীবিকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রথমেই প্রয়োজন ডিসেন্ট ওয়ার্ক। প্রশিক্ষিত যুবদের তথ্য সংগ্রহ করা, কর্মে নিয়াজিত এবং কর্মের বাইরে যারা রয়েছে তাদের জন্য একটি সমন্বিত ডাটাবেইজ তৈরী করা আবশ্যক ।

SDG এর ১৭ টি অভীষ্টের মধ্যে ১, ৩ ,৪, ৮ ও ১১ অভীষ্টগুলো যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। অভীষ্ট ৮.৬ এর লক্ষ্যমাত্রা কর্মে শিক্ষায় বা প্রশিক্ষণে নিয়োজিত নয় এমন যুবদের সংখ্যা কমিয়ে এবং প্রান্তিক যুবদেরকে প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা কর্মসূচি বৃদ্ধি করা। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুব নারীদের তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও ঋণ সহায়তা কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মী হওয়ার পথে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের পথ বের করা। সফল আত্মকর্মীদের নিয়ে মাঠ পর্যায়ে ওয়ার্কশপ আয়োজন করতে হবে। সুনির্দিষ্ট ব্যবসায়িক পরিকল্পনা (Business Plan) উপস্থাপন করে যুবদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া। ১৫-২৯ বছর বয়সী শিক্ষিত যুবদের মধ্যে ৩০% বেকার যুব রয়েছে। এদের মধ্যে ৪৯% পুরুষ এবং ৭৭% নারী। বেকার যুব ও যুবনারীদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী ঋণ প্রদান ও মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

সম্ভাবনা

দেশের ১২ কোটি মানুষ এন্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করে, ৫ কোটি মানুষ ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় রয়েছে। ২০৩০ সালে পর বাংলাদেশের মানুষের গড় বার্ষিক আয় দাঁড়াবে ৫৭৩৪ মার্কিন ডলার। তখন প্রযুক্তির উৎকর্ষতা বাড়বে। বর্তমানে সংখ্যার দিকে

বেশী নজর দেয়া হচ্ছে। ২০৩০ সালে সংখ্যার চেয়ে গুণগত মানের দিকে বেশী নজর দেয়া হবে। ২০৩০ এ শতভাগ মানুষ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করবে। সকল শ্রমিক দক্ষ শ্রমিক হবে।

২০৪১ উন্নত দেশের সকল নাগরিক গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত হবে। প্রতিটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করবে। কৃষি, ধান, সবজি চাষে বিপ্লব, ফলচাষে বিপ্লব, মৎস্য চাষ, দুধ ডিম মাংস উৎপাদনে বিপ্লব হবে । কোন অদক্ষ মানুষ রাস্তায় বা কলকারখানায় থাকবে না। অফিস আদালতগুলো পেপারবিহীন হবে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করবে প্রতিটি মানুষ। সকলেই কম্পিউটার চালাতে পারবে। E-মার্কেটিং ব্যবস্থা সর্বত্রই চালু হবে। মানুষ বাংলা ইংরেজির পাশাপাশি চাইনিজ, স্প্যানিশ, জাপানিজ, ফ্রেঞ্চ, অ্যারাবিক, কোরিয়ান, ফরাসী, জার্মান ভাষা শিখবে।

করণীয়

আমাদের একটি শক্তিশালী যুব গবেষণা সেল প্রয়োজন। তারা গবেষণা করবে দেশে কোন বিষয়ে কতজন দক্ষ কর্মী প্রয়োজন, দেশে বিদেশে কোন কাজের চাহিদা বেশী কোডিং, প্রোগ্রামিং, সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল ওয়েব ডিজাইন, আউটসোর্সিং, শস্য, মৎস্য প্রাণিসম্পদ নাকি অন্য কোন কিছু। আমাদের গবেষণা করে বের করতে হবে কোন প্রশিক্ষণ কোন গ্রেড বা লেভেল পর্যন্ত প্রয়োজন হবে। খাদ্যভ্যাসে এবং খাদ্যতালিকায় ক্যালরি, স্বাস্থ্য, ঝুঁকি বিবেচনায় গ্রেডিং করতে হবে খাবারের মেনু। ফুড কন্ট্রোল সিস্টেম চালু করতে হবে। ২০৪১ উন্নত দেশ। সময়ের বিবেচনায় নার্স নাকি অধিক ডাক্তার প্রয়োজন। আজকালের মূল্যবান ইঞ্জিন গুলো ২০৪১ এ মূল্যহীন হয়ে পড়বে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সকল কিছুই দখল করে নিবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রোবট, ইন্টারনেট অব থিংকস, ক্লাউট কম্পিউটিংসহ নানাবিধ প্রযুক্তি যুক্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আমাদের যুবদেরকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। সময়ের সাথে ভবিষ্য এর পাল্লা দিয়ে আমাদের পরিকল্পনা করতে হবে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে যখন রোবট এসে যাবে তখন কৃষি শ্রমিক বেকার হবে। শিল্প ক্ষেত্রে যখন রোবটিকস্ যুক্ত হবে দক্ষ কিংবা অদক্ষ উভয় শ্রেণীর কর্মীরা কাজ হারাবে। আজকের তারুণ্য গড়ে তুলতে হবে সেই বিবেচনায়। আমাদেরকে বিনিয়োগ করতে হবে মানব সম্পদ উন্নয়নে। শহরমুখী প্রবণতা রোধকল্পে যুবদেরকে স্বীয় অবস্থানে রেখে বিভিন্ন উৎপানমুখী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে হবে। কর্মমুখী ও উৎপাদনমুখী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মপ্রত্যাশী যুবসমাজ একদিকে যেমন নিজেদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতেও সক্ষম হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে যুবশক্তিকে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুবদের রয়েছে অফুরন্ত প্রাণশক্তি, সৃজনশীল কর্মক্ষমতা, ক্লান্তিহীন উৎসাহ, ঝড়ের ন্যায় গতিবেগ, অদম্য কর্মস্পৃহা কর্মোদ্দীপনা। জাতীয় উন্নয়ন অনেকাংশে যুবসমাজের সঠিক ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যুবদের সকল শক্তি ও সম্পদ কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর। ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার উদ্দেশ্যে যুব কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত আরো বিস্তৃত করতে হবে। দেশে বিদেশে যুবদের অধিকহারে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে সুযোগ উদ্যোগ সৃষ্টি করতে হবে। বেসরকারী শিল্প কলকারখানার মালিকগণ, সরকারী বেসরকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং কর্পোরেট সংস্থা, শিক্ষক, পেশাজীবি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসহ সকল অংশীজনকে এক যোগে যুব কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখতে হবে। আমরা আশাঁ করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যুবদের প্রশিক্ষিত মানব সম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব হবে। তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে, সমাজের সকল ক্ষেত্রে যুবদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, শান্তি, স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে একটি সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হবে এ প্রত্যাশা নিরন্তর।

উপসচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

Youth Empowering

Md. Moazzem Hossain

Youth are the reservoir of energy and strength of a nation that can help augment the speed of development of any kind while ensuring clarion growth of the economy of the country. Youth is an emblem of beauty of a person's life which is embedded with courage, capacity, creativity, innovation, undying energy, productivity, patience, vigor, freshness, skills, the finest outlook and what not. In Bangladesh, a bulk number of youths amounted to be 60 millions (06 crores) occupies a significant portion of our total population that are visible and they demonstrate demographic dividend in the country which is of dire need of the time to use and explore in order to translate the country's vision-2041 into reality. By the time Bangladesh, our lovely land, has been graduated from the LDC to developing country under the able and sagacious leadership of our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, a role model of development across the world. We as youth functionaries believe youth empowering in Bangladesh is bringing about and taking a root owing to the presence of hundreds of youth across the land. Youth entrepreneurs are now operating many a variety of businesses in home and abroad through offline and online media. They come to the touch of development and are taking innovative initiatives. But we need to focus particularly on rural youth who are large in number and getting deprived of opportunities like education, health, training, employment, participation, development and peace.

An overview on youth is required here to provide which refers to a transitional period of humans between childhood and adulthood. In this period/age there comes some certain biological, physical, mental and psychological changes. It is a time when a person starts working by going out of home for livelihood and it is, even, for pressuring from parents. Mind looms large for making a new family in looking out for marriage due to having opposite sex. However, according to our National Youth Policy- 2017, people irrespective of male and female dwelling in the country who are in the age group ranging 18- 35 years are called youth. Youth all over the country may be categorized into many groups: rural and urban youth, educated and uneducated youth, employed and unemployed youth, school-going youth and school drop-out youth, urchin and derailed youth, trained and untrained youth, healthy youth and disabled youth, youth operating organizations and youth out of organizations, married and unmarried youth etc. We are happy that youth are predominating part of our total population due to youth spectrum in society. Henceforth, Bangladesh is experiencing youth bulge while the world, apart from Bangladesh, is in declining trend in terms of growing youth. So, we need to have skilled and enlightened youth cohort to enrich the country and/or achieve our vision-2041 of turning the country into a developed prosperous country. As time pass on, the importance of youth work is drawing more attention on youth work.

Promoting youth was focused most in the decade of 1980s in international arena. Since then Bangladesh in line with the international community across the globe put high importance on youth development by obeying the UN guidelines and declarations. The UN adopted World Program of Action for Youth (WPAY) the year 2000 and the Beyond which is a milestone and guidelines for fostering young people all over the world. The UN set some priority areas in the WAPY and gave a burning call to all its member countries to adopt youth policies, programs according to their national needs. However, the priority areas numbering fifteen focused by the UN are as follows: 1. Education, 2. Employment, 3. Hunger and poverty, 4. Health, 5. Environment, 6. Drug abuse, 7. Juvenile delinquency, 8. Leisure-time activities, 9. Girls and young women, 10. Participation, 11. Globalization, 12. Information and communication technologies, 13. HIV/AIDS, 14. Youth and conflict, 15. Intergenerational Society. Besides, Bangladesh has been working with the Commonwealth Youth Program (CYP) having a secretariat in London that has 54-member counties. It has also 4 different regional centers across the world such as (a) Chandigarh, India Asia Center, (b) Georgetown, Guyana, Caribbean Center, (c) Lusaka, Zambia, African Center, (d) Honiara, Solomon Islands, Pacific. The CYP provides technical assistance for national and regional youth policies and creates youth development frameworks, guidelines and tools. For better performance in terms of establishing projects by youths, the CYP gives awards to the youth too. It also encourages youth to receive productive training skills and boosts youth exchange programs among its regional centers. Bangladesh from time to time has been working with the UN bodies like ECOSOC, UNDP, UNV, UNFPA, FAO, ILO, UNESCO and with many renowned national, regional and international organizations to standardize youth work. Department of Youth Development under the Ministry of Youth and Sports, Bangladesh is putting paramount importance on professionalization of youth work as a new separate paradigm.

Now it is time for Bangladesh to get abundant benefits from demographic dividend getting involved youth in development process all the more to materialize our vision-2041 i.e. turning Bangladesh into a developed prosperous country by 2041 let alone achieving the goals of SDGs, the Agenda 2030. We should remember that country's development largely depends on youth development. In other words, we can say that we need youth empowering for them in one hand and for the nation on the other. We need skilled and productive youth force for reducing poverty and unemployment that can drive out frustration while enhancing economic growth and development in view of their existence and overall development on the whole. Intergenerational solidarity should be galvanized to help boost inclusive social development and build a better world for living for all in the world changing scenario. The theme of International Youth Day-2022 includes the same saying, *"Intergenerational Solidarity: Creating a World for All Ages."* Department of Youth Development under the Ministry of Youth and Sports, Bangladesh has a clear and clarion role to work on the theme through awareness building other than making awareness on such things as impedes development process and

pollution, human trafficking, climate change etc. It is undenying, youth are always in the forefront of development to propel and navigate the journey of overall development of the country. Without their empowerment we can no way expect any sort of wellbeing and development of the nation. Investment in youth in development is a must. We have to go a long way to nourish the youth community in order to ensue resilient progress, peace, participation and development. We should, in this regard, remember a Chinese adage,

"If you plan for one year, plant paddy,
If you plan for ten years, plant trees, and
If you plan for 100 years, plant the youth."

How well we can empower youth at grassroot level?

DYD creates employment opportunity for youth at home and abroad after providing certain level of skills and capacity on certain occupations/ trades. As we have a mushrooming growth of population in the country, we need to export skilled manpower/ youth to overseas for employment in order to annihilate population explosion. From this perspective DYD has to launch English language program soon in district level to make the youth fluent in speaking English so that they can be able to exchange views and ideas with foreign people comfortably with maintaining a minimum level of accuracy apart from receiving acceptance and dignity. It is high time DYD started Communicative English language training program.

DYD needs to be connected with a computer software company to make its trainees known to the industry people to access job facilities based on their diverse skills and competencies with a view to facilitating and boosting employment volume all the more. I cannot but appreciate DYD for its recent initiatives of linking youth entrepreneurs with *nogad.com/khushrapaikari.com.*

The innovative registered youth organizers may arrange a camp in their district level (in the area of YTC) lasting from 1 to 2 days in a year to show down their skills, capacity and contribution they made to their community people with video clips, and thereby the campus of YTC will be animated. DYD functionaries and training managers will find a plenty of pleasures and inspirations for what they did for young organizers in terms of leadership development. Moreover, society or their community people will be benefited that will consequently ensure sustainable and resilient development.

Deputy Director, Department of Youth Development, Shariatpur.

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (SDG- 8) অর্জনে যুবদের জন্য ডিসেন্ট ওয়ার্ক এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মপরিকল্পনা

ফরহাত নূর

'তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' এ শ্লোগান সামনে রেখে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুসরণ করে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। দেশের ১৮-৩৫ বছর বয়সী কর্মপ্রত্যাশী ও বেকার যুব পুরুষ ও যুবমহিলাদের কর্মস্পৃহা জাগরণে উদ্বুদ্ধ করে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং প্রয়োজনে ঋণ সহায়তা প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দেশ বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মূল ম্যান্ডেড। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উন্নত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে ঋদ্ধ যুবসমাজের অংশগ্রহণের কোন বিকল্প নেই। এজন্য দেশের যুবসমাজকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। ২০৩০ সালে এসডিজি অর্জনে নির্ধারিত ১৭টি গোলের মধ্যে লিড মিনিস্ট্রি হিসেবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এসডিজি'র ৮.৬.১ নং গোলটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এ লক্ষ্যে অধিদপ্তরের কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল নিম্নরূপ :

- এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ৬৪টি জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৬৪টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৫০১টি উপজেলা কার্যালয়ের (১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিটসহ) মাধ্যমে ৪১টি প্রাতিষ্ঠানিক ও ৪২টি অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে নিয়মিত যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দু'ধরণের- আবাসিক ও অনাবাসিক। সব ধরণের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয় জেলা কার্যালয়ে। অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে যুবদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

- টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে ৭ম (২০১৫-২০), ৮ম (২০২০-২৫) এবং ৯ম (২০২৫-৩০) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে যুবদের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা প্রাথমিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৫,২১,২৪২ জন প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অপ্রগতি ১৬,০০,৪৩৭ জন এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০২০-২৫ মেয়াদে ১৬ লক্ষ ৪৪ হাজার যুবকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা চূড়ান্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২০২০-২০২৫ এ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৫,৮৮,৩৪১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৯ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য ১৬,৪৪,৫০০ জনকে প্রশিক্ষণের প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রায় প্রক্ষেপন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের শুরু হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ৬৭,৬৫,০৪৯ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবপুরুষ ও যুব মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- প্রতিবছর শ্রমবাজারে নতুন করে যুক্ত হওয়া ২০ হতে ২২ লক্ষ কর্মপ্রত্যাশী যুব পুরুষ ও মহিলাকে কর্মে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে অধিদপ্তরের নিজস্ব কর্মসূচীর পাশাপাশি পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, BRDB (পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়), SEIP সহ অন্যান্য সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১২টি ট্রেডে ২ দফায় ৪৭০৯ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এবং আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত রয়েছে। BRDB প্রকল্পের ৯৯৩০ জনের প্রশিক্ষণ ইতোমধ্যে শুরুর হয়েছে। SEIP প্রকল্পের সাথে যৌথ উদ্যোগে ইলেকট্রনিক্স, আরএসি, পোষাক তৈরী ও সুইং মেশিন টুলস অপারেটর বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শীঘ্রই চালু হবে।

- এসডিজি বাস্তবায়নে জনসেবার মান বৃদ্ধিতে গৃহীত কার্যক্রম : অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবাপ্রাপ্তি সহজিকরণ। যেমন, প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অনলাইন এ্যাপ্লিকেশন, সনদপত্র প্রাপ্তি সহজিকরণ। ঋণের ই-ঋণ সেবা চালুকরণ, মোবাইল ব্যাংকিং,টেকাব প্রকল্পের আওতায় মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে প্রান্তিক যুবদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- ❖ প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করতে এবং যুব উদ্যোক্তা তৈরীতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তার নিজস্ব ঋণ তহবিল থেকে ঋণ সুবিধা প্রদান করে। যাকে এ পর্যন্ত (জুন'২২ পর্যন্ত) ১০ লক্ষ ২৩ হাজার ৯৩১ জন প্রশিক্ষিত যুব'র মাঝে ২২৫৫ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সফল আত্মকর্মীদের মাসিক আয় ৪০ হাজার টাকা ক্ষেত্র বিশেষে তাদের মাসিক আয় ২ লক্ষ টাকারও উপরে।
- ❖ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আত্মকর্মীদের উদ্যোক্তায় পরিণত করার লক্ষ্যে ঋণ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে কর্মসংস্থান ব্যাংক ও এনআরবিসি ব্যাংকের পৃথক পৃথক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত করেছে। যুব উদ্যোক্তাদের ব্যাংক হতে ঋণ সুবিধা প্রদান করতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

- ❖ কর্মসংস্থান ব্যাংক সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করে থাকে। ২০২০ থেকে ২০২২ পর্যন্ত কর্মসংস্থান ব্যাংক ' বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ ' কর্মসূচির আওতায় ২৩ হাজার ৭২৭ জন প্রশিক্ষিত যুবকে Startup capital হিসেবে ৩৫৭ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। ঋণের সার্ভিস চার্জ ৯%।

- ❖ NRBC ব্যাংক DYD এর প্রশিক্ষিত যুবদের সর্ব্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত Startup Capital হিসেবে ঋণ দেয়। এ ঋণের সার্ভিস চার্জ ৪-৯%।

- ❖ যুবদের শোভন কর্মে নিয়োজিতকরণের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর World Bank এর সহায়তায় Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) Project গ্রহণ করছে। এ প্রকল্পের আওতায় NEET যুব গোষ্ঠীকে উন্নত পরিবেশে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। যার মধ্যে অন্যুন ৫০ ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রদান করা হবে।

- ❖ EARN প্রকল্পের আওতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ পরিবেশ আরো উন্নতকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

- ❖ শোভন কর্মের জন্য যুবদের অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি কম্পিউটার ও আইসিটি, ফ্রি-ল্যান্সিং, ওয়েব ডিজাইন, ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। টেকাব প্রকল্পের আওতায় মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে কম্পিউটার ও আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

- ❖ শোভন কর্মের জন্য যুবদের যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

- ❖ ইমপ্যাক্ট প্রকল্পের আওতায় প্রতি জেলায় ১০০০ বায়োগ্যাস প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের গতিশীল নেতৃত্বে বিশ্বে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বৈশ্বিক সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরও একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ঠ SDG ২০৩০ অর্জনে সক্ষম হবে।

উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ),মহাপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

যুদ্ধ

দিলগীর আলম

পৃথিবীর উষালগ্ন মহা বিস্ফোরণে শুরু;
' কুন ফাইয়াকুন ',
সৃষ্টির শুরুতে ধ্বংস-সৃষ্টির এক মহাবিস্ফোরণ!

কারও পতন, কারও উত্থান।
কেউ পুড়ে পুড়ে যুদ্ধ করে আজীবন,
অন্তর তার উথাল-পাথাল আগ্নেয়গিরি!
কারও হৃদয় পুড়ে পুড়ে হয়েছে সবুজ পৃথিবী।

কেউবা হৃদয়ের লাল উগড়ে দিয়েছে হালের মঙ্গলে;
সে মঙ্গল যুঝে যুঝে হাসিবে কী সবুজ ভূমে?
তারপর সে আধার জুড়ে সবুজ পৃথিবীর মত
শুরু হবে কী আধিপত্যের আঁধার,
ডুবিতে আঁধারে?

সৃষ্টিতে শুরু অবাধ্যতার যুদ্ধ!
ইবলিস...শুরু আদম হাওয়ার পতন।
সে পতন ঠেকাতে উত্থান সবুজ পৃথিবীর।
ফের যুদ্ধ হাবিল-কাবিল,মুসা-ফেরাউন,
ইউসুফ আর তাঁর ভাই।
আবু জেহেল,আবু লাহাব,মুহাম্মদ (সঃ)।
ফোরাত উপত্যকায় ঘটে দশ-ই মহররম।

হালের ভিয়েতনাম,আফগানিস্তান,ইরাক,
কুয়েত,সিরিয়া।
যুদ্ধের সিলসিলা এখনো বহে বেড়ায়
মসজিদ আল-আকসা!
ক্ষণেক ক্ষণেক ইরান-আমেরিকা,আমেরিকা - কোরিয়া চলে বাক-বিতন্ডার যুদ্ধ।
কে বলিবে বুকে হাত দিয়ে অন্দরে-বন্দরে,
হেঁসেলে,শোবার ঘরে চলেনা বাক-মনযুদ্ধ!

কেউ যুদ্ধ এড়ায়,কেউ যুদ্ধে জড়ায়।
নন্দলালদের এড়ানোতেই কৃতিত্ব,
বুঝেনা তারা যুদ্ধের কী যে মহত্ব!

জীবন তবে জেনো যুদ্ধের খেলা ;
ন্যায়-অন্যায়, ধ্বংস-সৃষ্টি!
প্রকৃত যোদ্ধার যুদ্ধ পরিশুদ্ধতায় ;
যুদ্ধ শুরু তার আত্মার ভিতরে,
বিশুদ্ধতায় যার যোজন-বিয়োজনের লীলা।

উপপরিচালক,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,নীলফামারী

যুবদের কর্মসংস্থান বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়

মোঃ আব্দুল কাদের

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ । দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ আমরা অর্জন করি আমাদের বহুল প্রত্যাশিত স্বাধীনতা । অগ্নিঝরা মার্চ এর সেই দিনগুলি প্রতিটি বাঙালিকে অনুপ্রাণিত করে নতুন করে শপথ নিয়ে দেশকে গড়ার , দেশের উন্নয়ন অগ্রগতির অগ্রযাত্রায় নিজেকে সম্পৃক্ত করার । আজ সময় এসেছে লক্ষ শহীদের রক্ত দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে অর্থবহ রূপ দেওয়ার । সময় এসেছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সেনারবাংলা গড়ার । সেই সোনার বাংলা গড়ার জন্য প্রস্তুত আজকের যুবসমাজ । সম্প্রতি আইএলও প্রকাশিত ' ট্যাকলিং দ্য কোভিড-১৯ ইয়ুথ এমপাওয়ারমেন্ট ক্রাইসিস ইন এশিয়া এন্ড দ্য প্যাসিফিক ' শিরোনামের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- করোনার কারণে ' লকডাউন প্রজন্ম ' তৈরি হয়েছে ; যার প্রভাব দীর্ঘদিন থাকবে। করোনার তাৎক্ষণিক প্রভাবে লকডাউন এবং সরবরাহ ব্যবস্থা ক্ষতিগস্ত হওয়ায় কাজ হারিয়েছে বহু তরুণ। সমাজে এর প্রভাব দীর্ঘমেয়াদে থাকবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে। আইএলওর আশঙ্কা, করোনার প্রভাবে বাংলাদেশে যুব বেকারত্বের হার বেড়ে দ্বিগুণের বেশি হতে পারে। এ অবস্থায় সংস্থাটি এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলে যুব বেকারত্ব সংকট নিরসনে এ অঞ্চলের সরকারগুলোর প্রতি জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়ে ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরিতে নীতিনির্ধারক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে।

দেশের বেকার সমস্যা নিয়ে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সরকারও উদ্বিগ্ন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। বেকার সমস্যা রাতারাতি দূর করা সম্ভব নয়; তবে সরকার ইতোমধ্যে যুব বেকারত্ব নিরসনে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বলেছে, কভিডের অভিঘাতে বাংলাদেশে কত মানুষের আয় কমেছে বা কত মানুষ কাজ হারিয়েছেন, তার সঠিক পরিসংখ্যান নেই। সরকার এ নিয়ে বিশেষ জরিপ করেনি। আবার বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো যেসব জরিপ করেছে, তার ফলাফল সরকার মেনে নেয়নি।
সানেম ও ব্র্যাক বিআইজিডি গত প্রায় দুই বছরে কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য নিয়ে ধারাবাহিক জরিপ করেছে। তাদের জরিপে একটি বিষয় পরিষ্কার , দেশের অনেক মানুষের আয় কমেছে। অনেক মানুষ আবার তুলনামূলকভাবে উচ্চ দক্ষতার কাজ থেকে নিম্ন দক্ষতার কাজ নিতে বাধ্য হয়েছেন। এমনকি অনেক মানুষ কভিডের শুরুতে ২০২০ সালের মার্চ- এপ্রিলে যে গ্রামে গিয়েছিল, তাদের অনেকেই শহরে ফেরেনি।

যুব বেকারত্বের বর্তমান অবস্থায় ==========

দেশে ৪৭ শতাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি বেকারত্বে ভুগছে। এর বড় কারণ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে অর্জিত জ্ঞান দিয়ে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করা যাচ্ছে না। গত দেড় বছরে কোভিডের অভিঘাতে তছনছ হয়ে গেছে বিশ্ব অর্থনীতি। অনেক মানুষের কাজ গেছে। অনেক মানুষের আয় কমেছে। তবে সবচেয়ে বেশি কাজ গেছে তরুণ ও নারীদের। বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি ২৫ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার তথ্যানুসারে, ২০২০ সালে সারা বিশ্বে তরুণদের বেকারত্বের হার দাঁড়িয়েছে ১৪ দশমিক ৬ শতাংশ। তবে ২৫- এর বেশি বয়সী মানুষের বেকারত্বের হার দাঁড়িয়েছে ৫ দশমিক ২ শতাংশ।

কাজ হারানোর পাশাপাশি অনেক মানুষ নিষ্ক্রিয় বসে আছেন। সে জন্য অর্থনীতিবিদেরা এ নিষ্ক্রিয় ও বেকার মানুষের মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন। যাঁরা এখন কাজে নেই, তবে কাজের খোঁজ করছেন, তাঁরা বেকার। অন্যদিকে যাঁরা সক্রিয়ভাবে কাজ খুঁজছেন না বা নিজের ব্যবসা চালু করার অপেক্ষায় আছেন, তাঁরা অর্থনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় হিসেবে বিবেচিত হন।

চাকরির বাজারের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে বড ধরনের সমন্বয়হীনতার জন্যই মূলত বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে প্রতি বছর ২২ লাখ তরুণ চাকরির বাজারে প্রবেশ করে, যাদের সিংহভাগই স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জরিপে উঠে এসেছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীদের ৬৬ শতাংশ বেকারত্বের শিকার। অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীদের হারও নেহাত কম নয়। আরেক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে স্নাতক বেকারের সংখ্যা প্রায় ৪৬ শতাংশ। এভাবেই বেড়ে চলেছে দেশের বেকারত্ব, বিশেষ করে শিক্ষিত বেকারের হার।

চাকুরী পাওয়া নিয়ে বর্তমান যুবদের ভাবনা----------

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে চাকরির বাজারে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জিত হচ্ছে না, এমনটিই মনে করছেন দেশের তরুণরা। এর ফল হিসেবে ৭৮ শতাংশ শিক্ষিত তরুণই চাকরি না পাওয়ার শঙ্কায় ভুগছেন। তবে এসব তরুণদের মধ্যে যারা ধনী পরিবারের, তাদের মধ্যে এই আশঙ্কা অনেক কম।

বুধবার (২৭ জুলাই/২২) রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে এক অনুষ্ঠানে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। ' যুব জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক ঝুঁকির উন্নয়ন নীতি এবং বরাদ্দ পরিকল্পনা ' শীর্ষক গবেষণাটি চালিয়েছে অর্থনৈতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ' সানেম ' ও উন্নয়ন সংস্থা ' অ্যাকশন এইড , বাংলাদেশ '।

অনুষ্ঠানে গবেষণা প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক শাকিল আহমেদ। গবেষণার তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, দেশে তরুণদের মধ্যে শিক্ষাসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েছে। বৈষম্য রয়েছে কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, ডিজিটাল সেবা ও সামাজিক মূল্যবোধের মতো বিষয়গুলোতেও। বিশেষ করে বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাস সংক্রমণের সময়ে এই বৈষম্য প্রকট হয়েছে। গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের বেকার ৭৮ শতাংশ শিক্ষিত তরুণ মনে করেন, তারা চাকরি পাবেন না। তবে দরিদ্র পরিবারের শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে এই হার ৮৯ শতাংশ। ধনী পরিবারের শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে অবশ্য মাত্র ১৯ শতাংশ এমন আশঙ্কায় ভুগছেন।

এমন আশঙ্কার পেছনে দক্ষতার ঘাটতির বিষয়টি উঠে এসেছে গবেষণায়। প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যেসব দক্ষতা তরুণরা অর্জন করেন, তা চাকরির বাজারে প্রয়োজনীয় দক্ষতার সঙ্গে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ফলে শিক্ষিত তরুণ যারা আছেন, তাদের মধ্যে দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে।

দেশে সরকারী চাকুরীর সুযোগ কতটুকু==========

বর্তমান সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরের আওতাধীন ১৮ লাখ ৮৫ হাজার ৮৬৮টি পদ থাকলেও এখন পর্যন্ত ৩ লাখ ৮০ হাজার ৯৫৫টি পদ শূন্য রয়েছে। শূন্য পদের বেশির ভাগেই মাঠ পর্যায়ের বলে জানা গেছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংস্কার ও গবেষণা অনুবিভাগের পরিসংখ্যান ও গবেষণা কোষ ' স্ট্যাটিসটিকস অব সিভিল অফিসার্স অ্যান্ড স্টাফস-২০২০ ' বই থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

এ শ্রেণির এক লাখ ৯৫ হাজার ৯০২টি পদ শূন্য রয়েছে।

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শূন্যপদ রয়েছে তৃতীয় শ্রেণির পদে। এ শ্রেণিতে ৯৯ হাজার ৪২২টি পদ শূন্য রয়েছে। এ ছাড়া ৪৬ হাজার ৬০৩টি প্রথম শ্রেণির এবং ৩৯ হাজার ২৮টি দ্বিতীয় শ্রেণির পদ শূন্য রয়েছে বলে ' স্ট্যাটিসটিকস অব সিভিল অফিসার্স অ্যান্ড স্টাফস-২০২০' বই বিশ্লেষণ করে জানা গেছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সূত্র মতে, বর্তমানে প্রথম শ্রেণির পদে পুরুষ এক লাখ ৪৬ হাজার ৯৫০ জন এবং নারীর সংখ্যা ৩৭ হাজার ২৭৯। দ্বিতীয় শ্রেণির পদে পুরুষ এক লাখ ২২ হাজার ২৩০ এবং নারী ৪৮ হাজার ৫৩৬ জন। তৃতীয় শ্রেণির পদে পুরুষ ছয় লাখ ১২ হাজার ১৮৪ এবং নারী দুই লাখ ৮৩ হাজার ১৩৩ জন। চতুর্থ শ্রেণির পদে নারী ৪৫ হাজার ৪৬৪ এবং পুরুষ দুই লাখ ৯ হাজার ১৩৭ জন কর্মরত রয়েছেন।

মন্ত্রণালয় ও বিভাগ পর্যায়ে ১৭ হাজার ৭৩৯টি পদের মধ্যে শূন্য পাঁচ হাজার ৬৮টি, সংস্থা ও অধিদপ্তর পর্যায়ে ১৪ লাখ ৯ হাজার ৬২৬টি পদের মধ্যে শূন্য দুই লাখ ৩৩ হাজার ৩৩৬টি। বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারি কমিশনারের (ভূমি) অফিসে ১৪ হাজার ৮৫১টি পদ খালি রয়েছে, এখানে মোট পদের সংখ্যা ৪৭ হাজার ৩৩টি। বর্তমানে সরকারী চাকুরীতে কর্মরত সকল জনবল একযোগে চাকুরী ছেড়ে বাড়ী চলে যায় তবুও প্রতিবছর শ্রমবাজারে যে ২২ লক্ষ নতুন কর্সংস্থান প্রত্যাশীর চাকুরী দেয়া সম্ভব নহে ।

দক্ষ শ্রমিকের ব্যাপক চাহিদা ====

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ হওয়ার কারণে পর্যাপ্ত শ্রমশক্তি থাকলেও দক্ষ শ্রমিকের অভাব রয়েছে। দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করতে হয়। যার ফলে বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক খাতগুলোর ব্যয়কৃত অর্থ সেসব শ্রমিকের অর্জন হিসেবে চলে যায় দেশের বাইরে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এনএসডিএ) তথ্যমতে, দেশের ২৫ থেকে ৫৪ বছর বয়সী মানুষের মধ্যে ৮২ শতাংশ বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত, তবে এর মধ্যে ৬ দশমিক ৩ শতাংশের কোনো বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা রয়েছে। আর ৫৩ শতাংশ মোটামুটি দক্ষ এবং ৪০ দশমিক ৭ শতাংশ একেবারেই অদক্ষ।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা পরিষদের (বিআইডিএস) এক সমীক্ষায় এসব তথ্য উঠে এসেছে। এতে বলা হয়েছে, ২০২৫ সাল নাগাদ দেশে বিভিন্ন খাতে মোট ৮ কোটি ৮৭ লাখ শ্রমিকের দরকার হবে। এই সময় পর্যন্ত দেশের ৯টি শিল্প খাতে নিয়োগ দিতে হবে আরও ১ কোটি ৬৬ লাখ ৮৪ হাজার নতুন শ্রমিক। এর মধ্যে দক্ষ শ্রমিক লাগবে ৮০ লাখ, আধা দক্ষ ৫৬ লাখ ও অদক্ষ শ্রমিক লাগবে ৩১ লাখ। অন্য এক পরিসংখ্যানমতে, ২০১৯-২০ অর্থবছরের ১১ মাসে এর আগের অর্থবছরের তুলনায় মোট রপ্তানি ১৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এ ছাড়া পুঁজিস্বল্পতা ও বাজার সংকোচনের কারণে রপ্তানিমুখী শিল্প, এসএমই খাত এবং ইনফরমাল খাতে ব্যাপক বেকারত্বের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে দেশের মোট কর্মসংস্থানের ২০ শতাংশ শিল্পখাতকে ঘিরে, তবে পর্যাপ্ত শ্রমশক্তি থাকা সত্ত্বেও এখানে দক্ষ শ্রমিকের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেশের প্রধান শিল্প খাতগুলোয় দক্ষ জনবলের সংকট তীব্র হচ্ছে। বর্তমানে ২০ শতাংশ দক্ষ শ্রমিকের ঘাটতি নিয়েই চলছে দেশের রপ্তানি আয়ের তৈরি পোশাক খাত।

যুব বেকারত্ব নিরসনে করনীয়====

দেশের জনসংখ্যার একতৃতীয়াংশ যুব। সম্ভাবনা থাকলেও বিপুলসংখ্যক তরুণযুবক বেকারত্বের সমস্যায় ভুগছে। দেশের অগ্রযাত্রায় সম্ভাবনাময় তরুণ যুবকদের কাজে লাগাতে প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা। তাঁদের দক্ষতা বাড়ানো। তাঁদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। সম্প্রতি প্রকাশিত জনশুমারি বিবেচনায় নিলে, তরুণ-যুব জনগোষ্ঠীর হাত ধরে দারুণ এক জনমিতিক সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের সামনে। যদিও সেই সম্ভাবনার পুরোটাই নির্ভর করছে এই বিপুল তারুণ্যকে কতটা কার্যকরভাবে দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে ও তাঁদের কাজের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া যাচ্ছে তার ওপর।

১. কর্মমুখী শিক্ষার উপর গুরত্ব আরোপ----

কর্মমুখী শিক্ষা ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। কর্মমুখী শিক্ষাকে যত বেশি কার্যকর করা যায় তত বেশি দেশের উন্নয়নকে গতিশীল করা যাবে। আমরা শুধু হাজার হাজার ডিগ্রি দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আমরা কতটুকু কাজের সুযোগ করে দিতে পারি, সেই ক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকে যায় । সবাইকে কিন্তু কর্মক্ষেত্র দিতে পারি না। আমাদের দেশে বেকারের সংখ্যা প্রায় ২৭ লাখ। সেখানে বিদেশি শ্রমিক কাজ করেন প্রায় পাঁচ লাখ, যা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যাঁরা বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর ৬০০ কোটি ডলারের বেশি রেমিট্যান্স বাবদ নিয়ে যাচ্ছেন, যা আমাদের জন্য খুবই নেতিবাচক। এসব কর্মী ভারত, শ্রীলঙ্কা, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে এসে বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় কাজ করেন। এটা হয়ে থাকে, কারণ আমাদের দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের অভাব রয়েছে।আজ যদি শিক্ষিত বেকারকে কারিগরি বা প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ বা দক্ষ করে তুলতে পারতাম, তাহলে আমাদের মেগাপ্রকল্পে বিদেশি শ্রমিক দিয়ে কাজ করানোর প্রয়োজন হতো না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে হবে এবং কর্মমুখী শিক্ষাকে বেশি আকর্ষণীয় করতে হবে। এর মাধ্যমে শুধু শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কমানো হবে তা নয়। বরং কর্মমুখী শিক্ষায় দক্ষ শ্রমিক বা শিক্ষার্থীকে বিদেশে পাঠিয়ে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও দারিদ্র্যবিমোচনে কর্মমুখী শিক্ষা ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশে কারিগরি শিক্ষাকে অধিক গুরত্ব দেয়া হয়েছে । জাপানে উচ্চতর বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে নথিভুক্ত ছাত্র ২০ শতাংশ। দক্ষিণ কোরিয়ায় বৃত্তিমূলক বা প্রশিক্ষণ খাত এমনভাবে বিকশিত যেখানে টারশিয়ারি শিক্ষার ৩২ শতাংশ শিক্ষার্থী জুনিয়র বা পলিটেকনিক কলেজে ভর্তি হন। চীনে বিশ্বের বৃহত্তম বৃত্তিমূলক বা কারিগরি শিক্ষা রয়েছে। যেখানে প্রায় ১১ হাজার ৩০০টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রতিবছর সেখানে মোট ৩০.৮৮ মিলিয়ন শিক্ষার্থী

ভর্তি হন এবং ১০ মিলিয়ন শিক্ষার্থী স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। চীনের উন্নয়নের পেছনে তাদের এই নীতি অনেক বেশি কার্যকর মনে হচ্ছে।

সেখানে বাংলাদেশে এই হার অনেক কম। তাই আমাদের করণীয় হলো বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের মাধ্যমে বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা নিশ্চিত ও দারিদ্র্য হ্রাস করা । এর মানে এই নয় যে কারিগরি শিক্ষার সংস্কার, মানে কারিগরি শিক্ষার আকার প্রসারিত করা। বরং প্রসারের সঙ্গে কারিগরি শিক্ষার মান উন্নয়নে বেশি গুরুত্ব দেওয়া জরুরি হয়ে পড়ছে। কর্মমুখী বা কারিগরি শিক্ষায় বেশি শিক্ষার্থী যাতে ভর্তি হন সে বিষয়ে আমাদের কার্যক্রম প্রসারিত ও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। উদ্যোগ গ্রহণ করলেই হবে না, তা যথাযথভাবে কার্যকর করতে হবে। তাহলেই দেশের টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব।

এটা স্পষ্ট যে উন্নত দেশগুলোর কর্মমুখী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছে। কিন্তু জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও অভূতপূর্ব বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার আবির্ভাবের ফলে প্রতিটি দেশ কিছুটা পরিবর্তনের সম্মুখীন হচ্ছে। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন আনতে হবে, যা দেশের জিডিপি বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে। সচেতন ও শিক্ষিত অভিভাবকদেরও দায়িত্ব রয়েছে। তাঁদের উচিত সন্তানকে সাধারণ বা গতানুগতিক কোনো বিষয়ে লেখাপড়া না করিয়ে কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করিয়ে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখা।

২. শিল্পখাতের উন্নয়নে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক ছাড়া অন্যান্য শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। সে প্রসঙ্গে ওষুধ, জাহাজনির্মাণ শিল্প ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এ শিল্পগুলো শিল্প খাতের সার্বিক আয়তনের তুলনায় এখনও অনেক ছোট রয়ে গেছে। তাছাড়া তাদের কোনোটিই শ্রমঘন নয়। এ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হলে সরকারকে গতানুগতিক ধারার বাইরে গিয়ে চিন্তা করতে হবে । কর্মে ইচ্ছুক থাকলেও কর্ম পাচ্ছে না- এমন জনগোষ্ঠীর জন্য বেকার ভাতা চালুর প্রস্তাব রেখে ' কর্মসংস্থান নীতি-২০২২ ' শিরোনামের খসড়া চূড়ান্ত করেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

অনেকেই মনে করেন, সরকারি বিনিয়োগ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে খুব একটা অবদান রাখতে পারে না। তাই কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সবার আগে প্রয়োজন ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ। আমাদের নীতিপ্রণেতা কিংবা রাজনীতিবিদদের প্রায় সবাই স্বীকার করেন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হলে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় দারিদ্র্য বিমোচন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তবে শুধু ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর মাধ্যমেই যে ব্যাপকভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, তা সবসময় সঠিক নাও হতে পারে। অন্য নানা উপায়েও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। তবে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যত সহজ, অন্য কোনো উপায়ে তা সম্ভব হয় না।

স্বাধীনতা-পরবর্তী ৫০ বছরের শিল্পায়নের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, হাতেগোনা কয়েকটি শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। আশি ও নব্বইয়ের দশকে তৈরি পোশাক ও ওষুধশিল্পের যাত্রার মাধ্যমে শিল্পখাতে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, তারপর সার্বিকভাবে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো কাঠামোগত পরিবর্তন হয়নি। যেসব নতুন শিল্পের কথা ইতোমধ্যে বলা হয়েছে, তাদের কোনো কোনোটিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেও মোট উৎপাদন বা কর্মসংস্থানে এদের অংশীদারিত্ব বা অবদান এখনও বেশ কম। কৃষি খাতের উপর বিনিয়োগে অনিশ্চয়তা এবং ঝুকি সবসময় বেশী যার কারনে শিল্পের উপর সব সময় জোর দিতে হবে ।

৩.তরুণ উদ্যোক্তাদের বিশেষ সুযোগ দান

তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সঙ্গে , প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিকল্প পেশার (আউটসোর্সিং, ফ্রিল্যান্সিং) জন্য কর্মহীন তরুণ বা নতুন গ্র্যাজুয়েটদের প্রস্তুত করার উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারি-বেসরকারি যেসব চাকরির নিয়োগ, পরীক্ষা, যাচাই বন্ধ রয়েছে, অবিলম্বে বিশেষ ব্যবস্থায় সেগুলোর প্রক্রিয়া শুরু করার উদ্যোগ নিতে হবে।

৪.পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা==

আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও নারী শিক্ষার্থীদের বিশেষ প্রণোদনার মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিবন্ধী, আদিবাসী ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। জাতিসংঘের সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেওয়ার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে।

৫.চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভবনাকে কাজে লাগাতে হবে==========

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব শত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করছে। এ সময় দক্ষ নেতৃত্ব ও গুণগত শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। এজন্য ' আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো জরুরি। শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে আমাদের। শিক্ষার বহুমাত্রিকতা আগামীর নেতৃত্ব গঠনে ভূমিকা রাখবে। আমাদের শিক্ষার্থীদের বানানো স্যাটেলাইট " ব্র্যাক অন্বেষা " এখন মহাকাশে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আমাদের শিক্ষার্থীরা টেক্কা দিচ্ছে নামী দামি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে।' বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের গবেষণা, সরকার ও শিল্প খাতের মধ্যে সমন্বয় থাকাটা জরুরি । 'আমাদের যে করেই হোক গবেষণায় আরও অর্থ বাড়াতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ' আমাদের তরুণদের চিন্তা করার সক্ষমতা বাড়াতে হবে। পড়াশোনায় বৈচিত্র্য বাড়ানো দরকার। আমাদের যেমন গণিত নিয়ে পড়তে হবে, তেমনি পড়তে হবে শিল্পসংস্কৃতি নিয়ে। প্রোগ্রামিংসহ বিভিন্ন প্রাথমিক দক্ষতা সবার মধ্যে থাকা এখন ভীষণ জরুরি।

ইন্টারনেট অব থিংস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিকস, বিগ ডেটাসহ চতুর্থ শিল্পবিপ্লব সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়কে কেবল ভবিষ্যতের জন্য তুলে না রেখে বর্তমানের সমস্যা সমাধানেও তার ব্যবহারে জোর দিতে হবে।

দেশটিকে স্বাধীন করা একটা বড় কাজ ছিল ; কঠিন কাজও বটে। সেই তুলনায় সমাজ ও রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক করা এবং সবার জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা খুবই কঠিন এবং অত্যন্ত জরুরি। ওই কাজে হাত না দিলে আমরা এগোতে পারব না ; পারছিও না । আমরা যদি প্রতিটি বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারি তবে অচিরেই বাংলাদেশ মালেশিয়া বা সিংগাপুরের কাতারে সামিল হবে । তবেই না বাস্তবায়ন হবে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন।

উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বরিশাল।

তথ্য সূত্র- সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮,বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট , জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রকাশনা ।

এ শহর আমার না

খন্দকার মো: রওনাকুল ইসলাম

এই শহরের জমজমাট জ্যামের আড়ালে,
আইল্যান্ডের ফাঁকে নিশ্চুপ পড়ে থাকা
বৃন্তচ্যুত কৃষ্ণচুড়াকে পলক নাচিয়ে
জিজ্ঞেস করলাম..."চিনতে পারছ?
এ পথে যেতে প্রায়ই দেখা হত?"
দৃষ্টিহীন দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল চেয়ে রইল,
মনে পড়া তো দূরের কথা, কখনো ছিলাম বলে মনে হলো না।
আরও কিছুদূর হেঁটে গেলাম
চেনা মল্ এর গায়ে আঁকা এ্যাডগুলোর চেনামুখ বদলে গেছে,
এরা কেউ আমার পরিচিতি নয়....
বেখেয়ালে চলে যাওয়া আপন সময়
কখনোই আপন হয় না.....।

উপরে তীব্রোজ্বল নীল আকাশের এক কোনে
সাদা মেঘের কার্নিশে ফুটে থাকা বিমর্ষ চাঁদ আনমনে অপেক্ষায়,
কখন আসবে আধাঁর, সূর্য নিভে যাবে.....
শহরের শরীরে বুড়িয়ে যাবার মতন কোন বলি রেখা চোখে পড়ছে না
বরং তার ভাজে ভাজে উছলে পড়া যৌবনের নতুন সুবাস মৌ মৌ করছে,
কেবল সমস্ত রঙ আর বাহারি লেবাস পাশ কাটিয়ে জেগে থাকা বস্তিতে
আগের মতই চেনা খিস্তি-খেউড়,
বাড়ন্ত রাতের ফুটপাত ঘেঁষে বাহারি গাছের আড়ালে কাঁচা রঙের প্রবীন কেনাবেচা....
এ শহরে রাত গভীর হয় না,
এই শহরে কোন আত্মীয় থাকে না,
এই শহরে কাক একমাত্র পাখি, সে সারগাম জানে না,
এ শহর আলঝেইমার ভালোবাসে,
ভালোবাসে ডিমেনশিয়া....
চলে যাওয়া মুখ বা ফেলে দেয়া সুখ সে মনে রাখে না।
বিরহী বিষন্ন বেলকনিতে ফুটে থাকা ব্লিডিং হার্ট তাকে বিমর্ষ করে না.....

এই বিভ্রান্ত মেঘমালার উদ্ভ্রান্ত শহরে স্বার্থপরতা,
কপটতা আর নিচুতার বিলাসী আয়োজনে আমি বড়ই অপাংক্তেয়,
ভীষণ অপ্রয়োজনীয়, এখানে আর ফিরে আসব না।
তোমার নীরব উপেক্ষা কিংবা সরব আমন্ত্রণ
কোন কিছুতেই ফিরে তাকাব না,
এ শহরে আমি আর ফিরে আসব না।
এ শহর আমার নয়,
আমি এ শহরের কেউ না।।

উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, দিনাজপুর।

বৈশ্বিক জ্বালানী সংকট ঃ বাংলাদেশের করণীয়

কে, এম, আব্দুল মতিন

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা ' শক্তি ' ছাড়া অচল। বিদ্যুৎ হলো শক্তির সবচেয়ে উপযোগী রূপ যাকে আধুনিক সভ্যতার বাহন বলা যায়। এ শক্তি থেকে রূপান্তর করে অন্যান্য শক্তি পাওয়া যায়। জলে,স্থলে,আকাশে গগণবিদারি শব্দ করে ছুটে চলা যন্ত্রদানব এই শক্তি ছাড়া নিশ্চল, স্থবির। এ শক্তির যোগান আসে জ্বালানী তেল পুড়িয়ে। তাই বর্তমান সভ্যতা যেন জ্বালানী বিশেষ করে জীবাশ্ম জ্বালানীর শেকলে বাঁধা পড়ে আছে। মাটির নিচে মজুদ রয়েছে এই জীবাশ্ম জ্বালানী। জীবাশ্ম জ্বালানীর সম্পদে সম্পদশালী কোন কোন দেশ আজ উন্নতির শিখরে আর কোন কোন দেশ তাদের কূট-রাজনীতির শিকার।

জ্বালানী ঃ যে সমস্ত পদার্থকে জ্বালিয়ে ব্যবহারযোগ্য শক্তি পাওয়া যায় তাদেরকে জ্বালানী বলে। আমরা কাঠ, খড়, পাতা দিয়ে রান্না-বান্না করি, তাই সেগুলো জ্বালানী। শহরে পাইপলাইন বা সিলিন্ডারের গ্যাস ব্যবহার করে রান্না ও অন্যান্য কাজ করা হয়। তাই গ্যাসও একটি জ্বালানী। জ্বালানী দুই প্রকার- নবায়নযোগ্য জ্বালানী ও অনবায়নযোগ্য জ্বালানী।

নবায়নযোগ্য জ্বালানী ঃ যে জ্বালানীর উৎস পুনঃপুনঃ ব্যবহার করে জ্বালানী পাওয়া যায় অর্থাৎ বারবার ব্যবহার করেও যে জ্বালানী নিঃশেষ হবার সম্ভাবনা নেই তাকে নবায়নযোগ্য জ্বালানী বলে। যেমন-সৌরতাপ, নদীর স্রোত, বায়ুশক্তি, সমুদ্রে ঢেউ, জোয়ারভাটা, ভূ-গর্ভস্থ তাপ, আগ্নেয়গিরির লাভা ইত্যাদি। বাংলাদেশে কর্ণফুলি নদীতে কাপ্তাই নামক স্থানে বাঁধ দিয়ে নদীর স্রোতকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। এটির বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ২৩০ মেগাওয়াট। এটি বাংলাদেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এর একটি অসুবিধা হলো নদীতে বাঁধ দেওয়ার ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হয়। সূর্য হলো অফুরন্ত শক্তির আধার। সূর্যের আলোক শক্তি কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা যায়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে সোলার প্যানেলের সাহায্যে সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৪৫ লাখ বাড়িতে সৌরবিদ্যুৎ পৌঁছেছে যাদের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১৯৫ মেগাওয়াট। বর্তমানে বায়ু থেকে মাত্র ২৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এর বাইরে আরও ৮টি প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ চলছে। সমুদ্র উপকূলে বায়ুকল স্থাপন, জোয়ারভাটা ও সমুদ্রের ঢেউকে কাজে লাগিয়ে শক্তি উৎপন্ন করা যেতে পারে।

অনবায়নযোগ্য বা জীবাশ্ম জ্বালানী ঃ যে সমস্ত জ্বালানী ক্রমাগতভাবে ব্যবহার করলে এদের মজুদ কমতে থাকে এবং এক সময় সেগুলি নিঃশেষ হবার সম্ভাবনা আছে সেগুলিকে অনবায়নযোগ্য জ্বালানী বলে। এদেরকে আবার জীবাশ্ম জ্বালানীও বলে। কারণ এগুলি ভূ গর্ভে উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া যায়। এগুলো তিন প্রকার-১) পেট্রোলিয়াম ২) প্রাকৃতিক গ্যাস ও ৩) কয়লা।

কয়লা ঃ জীবাশ্ম জ্বালানীর মধ্যে কয়লার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। গাছপালা মাটির নীচে চাপা পড়ে যায় এবং রাসায়নিক পরিবর্তনের কারণে কয়লায় পরিণত হয়। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৫টি কয়লাক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সবই দেশের রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া অঞ্চলে অবস্থিত। দেশে মোট মজুদের পরিমাণ ২৬৬৫ মিলিয়ন টন।

খনিজ তেল ঃ বাংলাদেশের একমাত্র খনিজ তেলক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয় ১৯৮৬ সালে সিলেটের হরিপুরে। মজুদের পরিমাণ ১০ মিলিয়ন ব্যারেল, উত্তোলনযোগ্য ৬ মিলিয়ন ব্যারেল। এ তেলক্ষেত্র থেকে ০.৫৬ মিলিয়ন ব্যারেল তেল উত্তোলন করা হয়। ১৯৯৪ সালের জুলাই মাস থেকে তেল উৎপাদন স্থগিত করা হয়।

পেট্রোলিয়াম (petroleum) : শব্দটি দুটি ল্যাটিন শব্দ petra (অর্থ পাথর) এবং oleum (অর্থ তেল) দ্বারা গঠিত। সুতরাং পেট্রোলিয়ামের শাব্দিক অর্থ পাথরের তেল যেহেতু ভূ-গর্ভে পাললিক শিলাস্তরে এ তেল পাওয়া যায় তাই এ ধরণের নামকরণ করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পৃথিবী পৃষ্ঠে ও সমুদ্রতলের উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের মৃতদেহ মাটিচাপা পড়ে বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ভূ-ত্বকের শিলার স্তরে স্তরে যে অস্বচ্ছ ও বিভিন্ন বর্ণের তরল পদার্থ জমা হয় তাকে পেট্রোলিয়াম বলে। খনি থেকে প্রাপ্ত পেট্রোলিয়ামকে অপরিশোধিত তেল বা ক্রুড ওয়েল বলে। এই তেল সরাসরি ব্যবহারযোগ্য নয়। এটি পরিশোধন করে ব্যবহার উপযোগি করা হয়।

পেট্রোলিয়াম পরিশোধনঃ পেট্রোলিয়াম সাধারণত ৫০০০ ফুট বা তার চেয়েও গভীরে শিলাস্তরে পাওয়া যায়। এর সাথে অনেক সময় প্রাকৃতিক গ্যাস থাকে যা পেট্রোলিয়ামের উপরিভাগে চাপ প্রয়োগ করে। কূপ খনন করা হলে এই প্রাকৃতিক গ্যাস পেট্রোলিয়ামকে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে উঠে আসতে সাহায্য করে। পেট্রোলিয়াম মূলত বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ, তাদেরকে আংশিক পাতন পদ্ধতিতে স্ফুটনাঙ্কের উপর ভিত্তি করে পৃথক করা হয় (হাইড্রোকার্বন হলো এক ধরণের জৈব যৌগ যেগুলো শুধুমাত্র হাইড্রোজেন ও কার্বন মৌল দ্বারা গঠিত)। এ অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম তেল থেকে পেট্রোলিয়াম গ্যাস, পেট্রোল (গ্যাসোলিন), ন্যাপথা, কেরোসিন, ডিজেল তেল, প্যারাফিন মোম, লুব্রিকেটিং অয়েল, পিচ/বিটুমিন ইত্যাদি পাওয়া যায়। এসব হাইড্রোকার্বনের একটি অণুতে কার্বন সংখ্যা ১ হতে ৩০ এর বেশি। এসব পদার্থ জ্বালানী হিসাবে ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত হয়।

এল পি জি (LPG-Liquefied Petroleum Gas) : পেট্রোলিয়ামে শতকরা ২ ভাগ পেট্রোলিয়াম গ্যাস থাকে। এ গ্যাসকে শীতলীকৃত করে তরলে পরিণত করে সিলিন্ডারে ভর্তি করা হয় এবং খচএ নামে রান্নার কাজে ও অন্যান্য কাজে তাপ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়। সিলিন্ডারে সাধারণত প্রোপেন ও বিউটেন গ্যাস থাকে। পাইপলাইনের মাধ্যমে বাসা-বাড়িতে ও শিল্প-কারখানায় যে গ্যাস সরবরাহ করা হয় তা প্রাকৃতিক গ্যাস যা মূলত ১ কার্বন বিশিষ্ট হাইড্রোকার্বন অর্থাৎ মিথেন। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসে প্রায় শতভাগ (৯৯.৯৯%) মিথেন থাকে। অন্যান্য দেশে ক্ষেত্রে মিথেন ছাড়াও আরও ৪টি হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ থাকে । (মিথেন ৮০%, ইথেন ৭%, প্রোপেন ৬%, বিউটেন ও আইসোবিউটেন ৪% পেন্টেন ৩%)।

সি এন জি (CNG-Compressed Natural Gas) : প্রাকৃতিক গ্যাস যা মূলত মিথেন গ্যাসকে চাপ প্রয়োগ করে সংকুচিত করে মূল আয়তনের ১% এরও কম আয়তনের গ্যাসে পরিণত করা হয়। এটিকে শক্ত সিলিন্ডারে সংরক্ষণ করা হয় এবং এক স্থান থেকে আরেক স্থানে পরিবহন করা হয়। পেট্রোল বা ডিজেলের পরিবর্তে এটি বিভিন্ন ধরণের যানবাহনে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তুলনামূলকভাবে অন্যান্য জ্বালানী হতে এটি কম পরিমাণ পরিবেশ দূষণকারী গ্যাস নির্গত করে।

পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার ঃ জ্বালানী, সেচযন্ত্রে, ডিজেল ইঞ্জিনে, সার তৈরিতে, কীটনাশক তৈরি, মোম, আলকাতরা তৈরি, লুব্রিকেন্ট ও গ্রিজ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। পিচ বা বিটুমিন রাস্তা নির্মাণ কাজে, তড়িৎ শক্তি উৎপাদনে, যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদনে, প্রসাধনী সামগ্রী যেমন ক্যাশমিলন, পলিয়েস্টার, টেরিলিন উৎপাদনে খনিজ তেলের ব্যবহার রয়েছে।

ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড ঃ চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় অবস্থিত বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি তেল শোধনাগার । এখানে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম তেল পরিশোধন করে বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি উৎপন্ন করা হয়। আমাদের দেশের মোট জ্বালানী তেলের চাহিদা বছরে ৬৫-৭০ লক্ষ মেট্রিক টন যার প্রায় ৭৩ ভাগই ডিজেল তেল। তবে ইষ্টার্ণ রিফাইনারির পরিশোধন সক্ষমতা বছরে ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন। এই পরিমাণ অপরিশোধিত তেল প্রধানত সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে আমদানি করা হয়। আমদানির পাশাপাশি বাংলাদেশের ভেতরে গ্যাস উত্তোলনের সময় গ্যাস ক্ষেত্র থেকে পাওয়া উপজাত বা কনডেনসেট (তলানি) থেকে স্থানীয়ভাবে অকটেন পাওয়া যায়। এমনিভাবে পেট্রোলের চাহিদার অনেকটাই দেশে উৎপন্ন হয়। বিপিসির তথ্যমতে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট জ্বালানী তেলের চাহিদা ছিল প্রায় ৭০ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে অকটেন ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬০২ মেট্রিক টন ও পেট্রোলের ব্যবহার ছিল ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার মেট্রিক টন। বাকিটা পরিশোধিত তেল কুয়েত, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও ভারত থেকে আমদানি করে চাহিদা পূরণ করা হয়। তবে পরিশোধন সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ২য় ইউনিট নির্মাণের উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। এতে সক্ষমতা বেড়ে দাঁড়াবে বার্ষিক ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন। ফলে পরিশোধিত জ্বালানী তেল আমদানির পরিমাণ কমে যাবে এবং বছরে প্রায় ৩ - ৪ হাজার কোটি সাশ্রয় হবে।

এল এন জি (LNG-Liquefied Natural Gas) : প্রাকৃতিক গ্যাস (প্রধানত মিথেন ও কিছু পরিমাণ ইথেন) - ১৬২০ সে. তাপমাত্রায় শীতলীকরণ করে তরলে পরিণত করা হয় এবং সিলিন্ডারজাত করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পরিবহন

করে বাজারজাত করা হয়। এটি বর্ণহীন, গন্ধহীন ও বিষাক্তহীন পদার্থ। সি এন জি, এল পি জি এবং এল এন জি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ। এল পি জি পেট্রোলিয়াম পরিশোধন থেকে প্রাপ্ত, অন্য দুটি পদার্থ প্রাকৃতিক গ্যাসকে প্রক্রিয়াজাত করে পাওয়া যায়।

জীবাশ্ম জ্বালানীতে পরিবেশ দূষণ ঃ জীবাশ্ম জ্বালানী অনবায়নযোগ্য জ্বালানী। ক্রমাগতভাবে এর ব্যবহার করতে থাকলে পৃথিবীর মজুদকৃত তেল, গ্যাস, কয়লা নিঃশেষ হয়ে যাবে। অন্য কোন বিকল্প না বের করলে হয়তো ৫০-১০০ বছরে এগুলি শেষ হয়ে যেতে পারে। এর আরেকটি বড় সমস্যা -এটি ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষণকারী গ্যাসের সৃষ্টি হয়। কয়লা মূলত কার্বন, প্রাকৃতিক গ্যাস নিম্ন কার্বন সংখ্যার বাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ আর পেট্রোলিয়াম সাধারণত উচ্চ কার্বন সংখ্যার হাইড্রোকার্বন। কাজেই এগুলোকে দহন করলে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়ায় এরা বায়ু দূষণকারী কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। তাই ধীরে ধীরে আমাদের জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশ বান্ধব অনবায়নযোগ্য জ্বালানী বা বিকল্প কোন জ্বালানীর সন্ধান করা উচিৎ।

বায়োগ্যাস ঃ বৈশ্বিক জ্বালানী সংকট মোকাবিলায় বিকল্প জ্বালানীর উৎস হতে পারে বায়োগ্যাস। বিভিন্ন পচনশীল জৈব পদার্থ বা বর্জ্য পদার্থ যেমন গৃহপালিত পশুর গোবর, হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা, গৃহস্থালীর বর্জ্য ইত্যাদি বাতাসের অনুপস্থিতিতে পচনের ফলে যে গ্যাস তৈরি হয় তাকে বায়োগ্যাস বলে। গৃহপালিত পশু-পাখি এবং এমন কি মানবমল থেকেও এ গ্যাস তৈরি করা যায়। এ গ্যাসে অধিকাংশ পরিমাণ (৬০-৭০ ভাগ) মিথেন গ্যাস, এ ছাড়াও কার্বন ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড ও জলীয় বাষ্প থাকে। এ গ্যাস ব্যবহারের বেশ কয়েকটি সুবিধা রয়েছে ঃ

- রান্নার কাজে জ্বালানী হিসাবে
- বিদ্যুৎ উৎপাদনে
- অবশিষ্ট বর্জ্য সার হিসাবে
- জ্বালানী হিসাবে কাঠের ব্যবহার কমবে তথা অন্যান্য কাঠের ব্যবহার বৃদ্ধিসহ পরিবেশ রক্ষা হবে
- রাসায়নিক সার ব্যবহার কমবে এবং এ সংক্রান্ত ব্যয় কমবে
- জমিতে জৈব সার ব্যবহারে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ইত্যাদি।

সবচেয়ে এটি একটি অনবায়নযোগ্য জ্বালানী এবং প্রকৃতিতে এটি ফুরিয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। কারণ মানুষ থাকলে মানুষের প্রয়োজনে গরু-ছাগল, মহিষ, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি পশু-পাখি পালন করতে হবে, বিভিন্ন গাছ-গাছালির ডাল-পালা, লতা-পাতা ইত্যাদি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ বায়োগ্যাস উৎপাদনের যে উপকরণ তা ফুরিয়ে যাবে না। তাই বায়োগ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে জ্বালানীর চাহিদা মেটানোর জন্য সরকারকে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিৎ। আশার কথা, সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ' ইমপ্যাক্ট ' প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি জেলায় ৫০০ টি অর্থাৎ সারাদেশে মোট ৩২০০০ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এখানে ১ লাখ ৪৭ হাজার ৬০০জন যুবকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ১ লাখ ৪৭ হাজার ৬০০ জন যুবক-যুব নারীকে। শুধু তাই নয়, গবাদিপশু/পোলট্রি খামার সম্প্রসারণ ও স্থাপনে তাদের ঋণ সহায়তার জন্য রয়েছে ১২৫ কোটি টাকার ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল।

গ্যাস সংকটের কারণ ও উত্তরণের উপায় ঃ বর্তমানে প্রাকৃতিক গ্যাসই বাংলাদেশের প্রধান জ্বালানী সম্পদ। সাম্প্রতিককালে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জ্বালানীর মূল উৎস হিসাবে গ্যাসের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ চাহিদা মোতাবেক গ্যাসের উৎপাদন বা সরবরাহ বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে বাংলাদেশে ২৮ টি গ্যাস ক্ষেত্র রয়েছে। এতে প্রমাণিত গ্যাসের মজুদ রয়েছে ২৮.২৯ ট্রিলিয়ন ঘন ফুট (টিসিএফ)। ইতোমধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে ১৮.২৪ টিসিএফ। অবশিষ্ট মজুদ রয়েছে মাত্র ১০.০৫ টিসিএস। এভাবে ব্যবহার চলতে থাকলে আগামী ১০ বছরের মধ্যে মজুদ গ্যাস ফুরিয়ে যাবে যদি না নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার হয়। গ্যাসের ব্যবহার : বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ৪০%, শিল্প কারখানায় ১৭%, ক্যাপটিভ পাওয়ার ১৫%, বাসাবাড়িতে ব্যবহার ১১%, সার কারখানায় ১১%, সিএনজি তে রূপান্তর ৫%, বাণিজ্যিক ও কৃষি খাতে ১%। প্রতিদিন গ্যাসের ব্যবহার ৩৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট, দেশে উৎপাদন ২৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট। বাকি ১৪০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের চাহিদা এল এন জি আমদানি করে পূরণ করা হয়। বৈশ্বিক জ্বালানী সংকটের কারণে এলএনজির মূল্যবৃদ্ধি, ডলার সংকট ও বৈদেশিক রিজার্ভে ঘাটতি পড়ার কারণে এনএলজি আমদানি করে গ্যাসের চাহিদা মেটানো অব্যাহতভাবে চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। কাজেই বাংলাদেশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম বেগবান করা একান্ত প্রয়োজন।

সুনীল অর্থনীতি-সমুদ্র সম্পদ আহরণ ঃ ২০১২ সালে মায়ানমারের সাথে এবং ২০১৪ সালে ভারতের সাথে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির পর বঙ্গোপসাগরে মোট ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র সীমার অধিকার পেয়েছে। এরপর মায়ানমার ও ভারত তাদের নিজ নিজ সমুদ্র সীমায় তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম ব্যাপকভাবে পরিচালনা করে তারা সফলতা পায়। দুটি দেশ তাদের সীমানায় গ্যাসের সন্ধান পায়। মিয়ানমার ইতোমধ্যে গ্যাস উত্তোলন শুরু করেছে। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় তেল-গ্যাস ক্ষেত্র পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অনুসন্ধান কার্যক্রম এখনও বেগবান করা হয় নি। দেশের এই জ্বালানী সংকটে সমুদ্র সম্পদ আহরণ অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। সমুদ্রে শুধুমাত্র তেল-গ্যাস নয় আরও অন্যান্য মূল্যবান খনিজ সম্পদ পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্পদের হাত ধরে আমরা উন্নত বিশ্বের কাতারে শামিল হওয়ার স্বপ্ন দেখি।

উপপরিচালক,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নাটোর।

হে যুবক

মোসা: শামীমা আখতার

তুমি স্ফুলিঙ্গ,তুমি জ্যোতি, তুমি অবিনাশী এক সৃষ্টি উল্লাস।
তুমি সূর্য তাপের এক টগবগে উত্তাপ! কখনওবা তুমি-
কোমল পেলব মোহনীয় রুপ-গোলাপের মোহিত উচ্ছল।
তুমি একটি রক্ত বীজের অফুরান শস্য শীষে
দোল দোল ফুল ফুল অবারিত স্বপ্ন আঁকা নয়নের উচ্ছ্বাস,
তুমি সদা জীবন্ত,নির্ঘুম,অক্লান্ত কষ্টের বেদী মুলে-
বিধাতার স্নেহের ছায়ায় তাঁর কিরণ আভার
সদা চঞ্চল এক বহমান কলতান।
বেকারত্ব, হতাশা দুর্নীতি আর মাদক সেবনের
কলুষিত পথের কালো আঁধারে
তুমি হারিয়ে যেও না, হারাতে পারো না।
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের হাজারো পথ দিবে
তোমায় সমুখের সন্ধান।
ছুটো না ঘোড়া ক্ষুরে অনিশ্চিত আলেয়াতে,
প্রতিটি ঘন্টা প্রতিটি মুহূর্তের সঠিক ব্যবহার-
তোমাকে পরাবে জীবনে মনিহার।
তোমার শক্তি, রক্ত বিন্দু,মেধা মনন, মনের সাহস
এনে দিবে তোমায়-দিগ দিগন্তের দিগন্ত রেখা অবধি-
প্রথম সূর্যের স্নিগ্ধ হাসির ঝলমিলে এক-
মিষ্টি সূখের আবেশিত মধু গুঞ্জন।
হে যুবক, তুমি আকাশচুম্বী-মহাবিশ্বের সকল সৃষ্টির
উৎস মূলে-এক দৈব শক্তির মহা তোলপাড়।
তুমি যাহা চাও তাই পাও,
তুমি সদা উদগিরিত, তোমার নেই কোন নিঃশেষ,
তুমি বিধাতার আশীর্বাদের নব নব রাজ ভান্ডার।
তুমি সদা পূতঃ পবিত্র, মানব জাতির অমূল্য রতন,
ঐশী রহমতের এক শ্রেষ্ঠ মহা সম্পদ।

যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা,আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,সাভার, ঢাকা।

সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা

খবির হোসেন চৌধুরী

ভয়ঙ্কর যুদ্ধাস্ত্রের বিপরীতে ! বঙ্গবন্ধুর অঙ্গুলি নির্দেশে,
বাঁশের লাঠিতে জ্বলেছিলো আগ্নেয়গিরির আগুন।
যেই দেশটির জন্ম হয়েছিলো, চেতনার উত্তাপ থেকে
অবিসংবাদিত নেতার হৃদয়ে লালিত স্বপ্ন থেকে
শহিদের রক্ত, অসংখ্য মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে,
আমি সেই রক্তাক্ত স্বাধীন দেশের গর্বিত নাগরিক।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পূর্বে, রক্ত ভেজা মাটি থেকে
অঙ্কুরোদগম হয়েছিল যে মুক্ত স্বাধীন দেশের।
আমি সেই রক্তিম দেশের স্মৃতির জানালায় দাঁড়িয়ে,
বাসন্তী বিকেলে বা সন্ধ্যায় বা ঝলমলে প্রভাতে,
ইতিহাসের আয়নায় দেখি উত্তেজনার উত্তাল মার্চ,
এক তীক্ষ্ণ তেজস্ক্রিয় আলোর ঝলকানি দেখি,
ভূগর্ভস্থ লাভার উদগীরণ দেখি মুক্তি যোদ্ধার শরীরে।
প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষের হৃদয়ের গভীরে দেখি
প্রতিশোধ প্রতিরোধের শিহরণ, অদম্য ইচ্ছা।
দেখি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের উত্তেজনার দিনগুলি;
দেখতে পাই উদ্বেগ,উৎকণ্ঠার রেসকোর্স ময়দান;
মুহূর্মুহু উত্তপ্ত করতালি,প্রতিবাদের ঝড় ;
শুনি প্রগাঢ় আওয়াজ, দেখি মুক্তিযোদ্ধার ক্ষিপ্রতা।
বিস্ফোরণের ময়দানে শুনি জ্বালাময়ী নির্দেশ !
দেখি মহাবীরের নির্ভীক চিত্তে কারাবরণ।
উদাস চোখে দেখি ২৫ মার্চের নৃশংস গণহত্যা!
শহিদ বুদ্ধিজীবীর চোখ বাধা ক্ষত বিক্ষত লাশ !
স্বচ্ছ চোখে দেখি ইপিআর, পুলিশের দুর্দান্ত প্রতিরোধ ;
জলে স্থলে মুক্তি যোদ্ধার সাহসী প্রতিশোধ।

লজ্জিত হৃদয়ে শুনি ধর্ষিতা বোনের কাতর চিৎকার,
নিগৃহীত মায়ের অব্যক্ত আকুতি শুনি বুকের ভিতরে ।
দেখি বীরশ্রেষ্ঠের বীরের বেশে আত্মাহুতি!
দেখি উৎফুল্ল জনতার তেজ ক্ষিপ্রতা,বিজয়ের জ্যোতি।
শুনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের উজ্জীবনী গান,
প্রাণ দিয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধা, রেখেছে দেশের মান।
বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম,দৃঢ়তা দেখি হিংসার কারাগারে;
দেখি মুক্তির মঞ্চে শত্রুর প্রকাশ্য আত্মসমর্পণ,
বিজয় উল্লাসে মুখরিত হল বাংলার আকাশ-বাতাস,
অবশেষে স্বাধীন দেশে, পিতা এলেন বীরের বেশে,
কোটি জনতা করেছে বরণ , আনন্দ উচ্ছ্বাসে।
আবার বিমর্ষ চিত্তে দেখি,নির্দয়-নির্মম ১৫ আগস্ট!
রাজাকারের পুনরুত্থান দেখি ঐতিহ্যের মাটিতে,
দেশ বিরোধী স্বৈরাচার বাসা বেঁধেছিলো এই ঘাটিতে।
দেখি ৯০ এর গণ ধিক্কার,গণ আন্দোলন,
অতি নিকট থেকে দেখি,নুর হোসেনের দূর্দান্ত প্রতিবাদ,
' স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক '।
জনতার জয় আবারও হলো, গণতন্ত্র মুক্তি পেলো।
সুবর্ণজয়ন্তীর সুবর্ণ ক্ষণে দাঁড়িয়ে আহবান;
আসুন, দেশটাকে ভালোবাসি।

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, দৌলতখান, ভোলা।

আমাদের যুবশক্তি ও ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড

মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন

যুবশক্তি যে কোন দেশের উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক। যুবশক্তিকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর অনেক দেশ উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের এ সম্ভাবনা আরো প্রবল। জাতীয় যুব নীতি ২০১৭ এর আলোকে আমাদের দেশে ১৮-৩৫ বছর বয়সী যুব গোষ্ঠীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বা বিবিএস এর এক তথ্যমতে দেশের ৪৯ শতাংশ মানুষের বয়স ২৪ বছর বা তার চেয়ে কম। জনসংখ্যার আধিক্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ বিশ্বের ৮ম জনবহুল রাষ্ট্র, একসময় অধিক জনসংখ্যাকে দেশের জন্য বোঝাস্বরূপ মনে করা হলেও বর্তমানে যুব বান্ধব সরকার জাতীয় যুব নীতির যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে যুবদের উদ্বুদ্ধকরন, প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে দক্ষতাবৃদ্ধির মাধ্যমে তাদেরকে জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে তথা মানবসম্পদে উন্নীত করছে। এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ৪৫টি দেশের জনসংখ্যাভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বাংলাদেশ ওইসব দেশের মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে আর এজন্যই বাংলাদেশকে এখন বলা হচ্ছে তরুন জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্র। তারুণ্যশক্তিতে উজ্জীবিত বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় বিশাল এই যুব গোষ্ঠীর জনমিতিক সুবিধাকে (Demographic dividend) কাজে লাগিয়ে তাদেরকে সঠিক পরিচালনা ও উপযুক্ত দিক নির্দেশনার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন পক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করে সার্বিক জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

'Demographic dividend' যার বাংলা অর্থ, 'জনবৈজ্ঞানিক মুনাফা'। 'জনবৈজ্ঞানিক মুনাফার' আওতায় জনমিতিক সুবিধাপ্রাপ্ত হলো কোন দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার অর্থাৎ ১৫-৬৪ বছর বয়সী জনসংখ্যার আধিক্য। যখন এই কর্মক্ষম জনসংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশের বেশি থাকে, তখন ওই দেশ ডেমোগ্রাফিক বোনাসকালে অবস্থান করছে বলে ধরা হয়। মনে করা হয় এ জনসংখ্যা কোনো না কোনোভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহন করে, যা দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। UNDP এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে এদেশের কর্মক্ষম জনশক্তি ১০ কোটি ৫৬ লাখ, যা মোট জনসংখ্যার ৬৬শতাংশ। ২০৩০ সালে এ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দাড়াবে ১২ কোটি ৯৮লাখ। আর ২০৫০ সাল নাগাদ এ সংখ্যা ১৩ কোটি ৬০ লাখে উন্নীত হবে। তাই বাংলদেশের জন্য এটি একটি বড় ধরনের সুসংবাদ যে, বিশ্বের উন্নত দেশগুলি যখন কর্মক্ষম জনসংখ্যার অভাবে ভুগছে, তখন বাংলাদেশে কর্মক্ষম জনসংখ্যার সংখ্যা প্রত্যাশার চেয়ে অনেক অনেক বেশি যা বোনাসকাল হিসেবে আমাদের অর্থনীতির জন্য বিশাল সুযোগের দরজা খুলে গেছে।

বর্তমানে আমাদের দেশে ১৫-৬৪ বছর বয়সী কর্মক্ষম যুব, যুব মহিলার সংখ্যা ৬৬.৩%; একই সাথে ০-১৪ বছর বয়সী কর্মে অক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২৭.২৯% এবং ৬৫-তদুর্ধর্ব বছর বয়সী কর্মে অক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৬.৪২% ; অর্থাৎ আমাদের মোট জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠীই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেণ্ডের সুবিধাপ্রাপ্ত। পাশাপাশি ইহাও ভুলে গেলে চলবে না যে, Demographic dividend বা জনমিতির বোনাসকাল জনিত সুবিধাটি কোন দেশের জন্য চিরস্থায়ী কোন সুবিধা নয়। যে কোনো দেশে এই সুযোগটি তিন থেকে সাড়ে তিন দশক ব্যাপী বহাল থাকে এবং প্রতিটি দেশ তার জীবদ্দশায় কেবল একবারই এই সুযোগ পেয়ে থাকে। কাজেই আমরা এই অসামান্য সুযোগটি যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারছি কি? যদি কাজে লাগাতে পেরে থাকি, তাহলে কতটুকু পেরেছি? আর না পারলে কতটুকু পারিনি বা এই ব্যর্থতার দায়ভার কার?

UNDP এর এক প্রতিবেদনে এদেশের কর্মক্ষম জনশক্তি ১০ কোটি ৫৬ লাখ দেখানো হলেও বিবিএস প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে মোট কর্মক্ষম বা কর্মোপযোগী মানুষের সংখ্যা ১০ কোটি ৯১ লাখ, এর মধ্যে কর্মে নিয়োজিত ৬ কোটি ৮ লাখ। বাকি ৪ কোটি ৮২ লাখ ৮০ হাজার মানুষ কর্মক্ষম, তবে শ্রমশক্তির বাইরে বা এককথায় যাদেরকে আমরা বলি বেকার জনগোষ্ঠী। এর মধ্যে উচ্চ শিক্ষিত, শিক্ষিত,অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত নারী-পুরুষ রয়েছে। কাজেই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সর্বোচ্চ অবস্থানে এসেও যখন একটি দেশে বেকারত্বের হার এত বেশি থাকে, তখন তাকে সুযোগ হিসেবে অভিহিত না করে জাতির জন্য বোঝা বা আশংকা হিসেবে মূল্যায়ন করাই যুক্তিযুক্ত। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সর্বোচ্চ সুবিধা নিতে কাঙ্খিত পরিবেশ তৈরী করতে না পারলে এই সুযোগ একসময় দেশের জন্য বিপর্যয় হিসেবে চিহ্নিত হবে।

তখন দেশে নির্ভরশীল জনগোষ্টীর সংখ্যা বেড়ে যাবে, কর্মক্ষম জনগোষ্টী কমে যাবে, খরচ বাড়বে, সঞ্চয় কমবে এবং বয়স্ক লোকের সংখ্যা বাড়বে, তখন উপার্জনশীল লোকের সংখ্যা কমবে ফলে স্বাভাবিকভাবে তাদের উপর নির্ভরশীলতা বাড়বে।

তাই এহেন সমস্যার সমাধানকল্পে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেশের হাজার হাজার উচ্চ শিক্ষিত, শিক্ষিত, অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগানোর জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান করে আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দেশ ও জাতি গঠনে তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে আসছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, ডেমোগ্রাফিক ডিভিডিন্ডের সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে উন্নত,সমৃদ্ধ ও প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে।

ড. আশিকুর রহমান বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক। তিনি ডেমোগ্রাফিক ডিভিডিন্ডের সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য বয়সভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির খাতের ভূমিকা বিশ্লেষন করেন। তিনি ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের (জনসংখ্যার বোনাসকাল) অর্থাৎ ১৫-৬৫ বছরের কর্মক্ষম জনসংখ্যার বয়সগ্রুপকে ০৩টি ভাগে ভাগ করে তাদেরকে কাজে লাগানোর পরামর্শ প্রদান করেছেন ঃ

১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সী জনসংখ্যা ঃ এই বয়সসীমার জনগোষ্টীকে তথ্য প্রযুক্তিতে কাজে লাগিয়ে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা যায়। এ শ্রেনীর জনসংখ্যা দিয়ে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। যেমন প্রেগামার থেকে নতুন সফটওয়্যার তৈরীর কাজ। তিনি প্রযুক্তির নতুন নতুন উদ্ভাবন বা উদ্ভাবনী সক্ষমতার উৎকর্ষতা সাধনে এই বয়সী তরুনদের কাজে লাগানোর উপর সর্বাধিক গুরুত্বরোপ করেন।

২৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সী জনসংখ্যা ঃ এদেরকে তথ্য প্রযুক্তির স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষনের আওতায় আনা। কারন এরা পুরোপুরি বেকার নয়, এরা চাকুরী বা ব্যবসা অর্থাৎ কোন না কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মজীবি। কাজেই এরা বেশি সময় দিতে পারবেনা। এ বয়সের জনসংখ্যাকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৩৫ থেকে ৬৫ বছর বয়সী জনসংখ্যা ঃ এই বয়সসীমার জনগোষ্টীকে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বিধি জানাতে হবে। প্রযুক্তি ব্যবহারে মাধ্যমে এ শ্রেনীর জনসংখ্যা জনশক্তিতে পরিণত হবে। ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়বে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুযোগকে সর্বোচ্চ কাজে লাগানোর জন্য যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য 'কর্মঠ প্রকল্প ' ও 'সুদক্ষ প্রকল্প' নামক দুটি নতুন প্রকল্প গ্রহন করার পরিকল্পনা করেছে। 'কর্মঠ প্রকল্প ' এর অধীনে স্বল্প শিক্ষিত, স্বল্প দক্ষ, অদক্ষ শ্রেণীর যুবদের শ্রমঘন, কৃষি, শিল্প ও বানিজ্যের উপযোগী জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে। 'সুদক্ষ প্রকল্প' এর অধীনে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে যে ভারসাম্যহীনতা রয়েছে তা দূর করতে নানামুখী কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। জাতীয় পর্যায়ে স্বল্প, মধ্যম ও উচ্চ শিক্ষিত যুবদের তথ্য সম্বলিত একটি ইনটিগ্রেটেড ডাটাবেইজ তৈরী করা হবে। এর মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রয়োজন ও যুবদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরীর জন্য আবেদন করার আহবান জানাতে পারবে।

তরুণ উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য প্রণয়ন করা হবে একটি যুগোপযোগী "তরুণ উদ্যোক্তা নীতি"। তরুণদের বিনোদন, মানসিক স্বাস্থ্য ও শারিরীক বিকাশে সুযোগ বৃদ্ধি এবং তরুনদের সুস্থ বিনোদনের জন্য প্রতিটি উপজেলায় গড়ে তোলা হবে 'শেখ জামাল যুব প্রশিক্ষণ ও বিনোদন কেন্দ্র ' যেখানে থাকবে বিভিন্ন ইনডোর গেমস এর সুবিধা, মিনি সিনেমা হল, লাইব্রেরী, মাল্টিমিডিয়া সেন্টার, 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি কর্ণার' মিনি থিয়েটার হল ইত্যাদি। স্বল্প খরচে তরুণদের কাছে ইন্টারনেটসহ বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা পৌছে দিতে 'ইয়থ প্লান' চালু করা হবে। তারই ধারাবাহিকতায় তরুণদেরকে কাজে লাগিয়ে তথ্য প্রযুক্তি খাতে সফল উদ্যোক্তা তৈরী, বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যায়ে গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে উৎসাহিত করনের লক্ষ্যে গত ০৬ জুলাই/২০২২ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সর্বপ্রথম চট্রগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট) শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর উদ্ভোধন করা হয়েছে।

অধিকন্তু একটি দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ সহ অনেক ধরনের সম্পদ বিদ্যমান থাকে সেগুলোর মধ্যে মানবসম্পদই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। কেননা বর্তমান বিশ্বে প্রাকৃতিক সম্পদকে আর বড় সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়না। মানবসম্পদ প্রাকৃতিক সম্পদের জায়গাটি দখল করে নিয়েছে। আমরা যদি আমাদের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা কর্মক্ষম জনশক্তিকে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করি তাহলে উৎপাদনশীলতায় এগিয়ে যেতে পারব। মানবসম্পদ তত্ত্ব ব্যবহার করে

চীন,জাপান,কোরিয়া, তাইওয়ান,হংকং, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশসমুহ বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করেছে। আমাদের মানবসম্পদ যদি দক্ষ না হয় তাহলে উৎপাদনশীলতায় এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। আর উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এ দক্ষতা বিষয়ক প্রতিযোগীতার কাঠিন্য আরো বেশি। ভবিষ্যতের বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মক্ষম দক্ষ তরুনদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তাছাড়া উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ছাড়া অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ধরে রাখাও সম্ভব নয়।

বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশ ৪১-তম বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি। ২০৩০ সাল নাগাদ আমাদের অর্থনীতির আকার হবে ২৮-তম। ২০৩৫ সালে বিশ্বের ২৫-তম অর্থনীতির দেশ হবে বাংলাদেশ। গত এক দশকে আমাদের প্রবৃদ্ধি ছিল গড়ে ০৬ শতাংশের বেশি। তন্মধ্যে গত ০৩ বছরে ছিল ০৭ শতাংশের উপরে। বর্তমান অর্থবছরে আমাদের নীট জিডিপির পরিমান ৪৬৫ বিলিয়ন ডলার এবং জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৬.৯৪ শতাংশ এবং সর্বশেষ মাথাপিছু গড় আয় ২৮১৪ ডলার। আমাদের গার্মেন্টস শিল্প খাতে গত বছর রপ্তানীর পরিমান ছিল ৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার একই সাথে গত বছরের ডিসেম্বর মাসে অর্থাৎ এক মাসে আমাদের ৪.৯ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানী হয়েছে যা স্বাধীনতার পর সর্বোচ্চ। বর্তমানে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এসবই সম্ভব হয়েছে আমাদের অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারনে। তাই অর্থনীতিক উন্নয়নের চলমান অভিযাত্রাকে এগিয়ে নিতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরী ও উৎপাদনশীলতা বিষয়ক ধারনা জোড়দার করতে হবে।

একইসাথে বিগত ১২-১৩ বছরে আইসিটি খাতে প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ২০ লাখ, যার নেতৃত্ব দিচ্ছে আমাদের তরুণ যুবগোষ্ঠী। বর্তমানে আইসিটি খাতে রপ্তানীর পরিমান ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অনলাইন শ্রমশক্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে দ্বিতীয়। দেশের প্রায় সাড়ে ছয় লাখের বেশি ফ্রিল্যান্সার আউটসোর্সিং খাত থেকে প্রতিবছর প্রায় ৭০০ মিলিয়ন ডলার আয় করছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে সঠিক অবকাঠামো গড়ে উঠার কারনেই এসব সম্ভব হচ্ছে। কাজেই ভিশন-২০২১, এসডিজি লক্ষ্য অর্জন, সপ্তম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ এবং ভিশন-২০৪১ অর্জন তথা উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুফল গ্রহণের কোন বিকল্প নেই।

উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার , বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

সাবাস বাংলাদেশ

আবু হোসেন ঢালী

স্যালুট করি লক্ষ স্যালুট
শেখ হাসিনার তরে-
বিশ্বটারে বুঝিয়ে দিলো
শেখ হাসিনাই পারে!
দেখোরে দেখো জাতিসংঘ
দেখো বিশ্ববাসী,
পদ্মাসেঁতু বাংলা মায়ের
গর্ব করা হাসি।
দেখোনা আজ বাংলাদেশের
সকল জনগণে,
খুঁশির জোয়ার বাঁধ ভেঙ্গেছে
শুভ উদ্বোধনে।
শেখ হাসিনার স্বপ্নে আঁকা
উন্নয়নের ফুল,
পদ্মা সেঁতু পার করেছে
বহু প্রতিকূল।
কত রকম টালবাহানা
মিথ্যা অপবাদে,
পারেনিতো শেখ হাসিনার
শক্তিশালী হাতে।
ছয় কিলো এই বিশাল সেঁতু
বিশ্বের বিস্ময়!
ঘটবে দেশে উন্নয়নের
নতুন অভ্যুদয়।
বাংলাদেশের বাতাশে আজ
উন্নয়নের সুর,
দক্ষিণ বাংলা হবে এবার
নতুন সিঙ্গাপুর।
দেশের টাকায় পদ্মা সেঁতু
মহা বাস্তবতা-
বর্হিবিশ্ব দেখছে চেয়ে
দেশের সক্ষমতা।
শেখ হাসিনাই শুরু করে
উনিই করলেন শেষ-
বিশ্ব থেকে আসছে শুধু
সাবাস বাংলাদেশ।

সদস্য,দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, সুবর্ণ নাগরিক উন্নয়ন সংস্থা, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

মাদকাসক্তি

আবু বকর ছিদ্দিক সোহেল

মাদকাসক্তি (Drug Addiction) আজ গোটা পৃথিবীর অগ্রগতির পথে প্রধানতম সমস্যা। বিশ্ব বিবেক যেখানে এসে থমকে দাঁড়ায়। পৃথিবীর প্রায় সকল শহর-বন্দর-নগর এবং উপত্যকায় পৌঁছে গেছে এই অভিশাপের ছোঁয়া। সভ্যতার মূলে আঘাত হেনেছে মাদকাসক্তি। যার ভয়াবহ ছোবলের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ। এই দেশের প্রায় প্রতিটি অলিতে-গলিতে, হাটে-বাজারে, নগরে-বন্দরে, বাস স্টেশনে, লঞ্চ টার্মিনালে, স্কুল-কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাড়ায়-মহল্লায় এই মাদকের বিস্তার। তাই সারা পৃথিবীর ন্যায় প্রিয় বাংলাদেশও এই মরণ নেশার ছোবলে আক্রান্ত। বিশ্বায়নের সুফল নিয়ে বিশ্বে মানবকল্যাণমুখী অগ্রগতি ও পরিবর্তন আসছে দ্রুতগতিতে। পাশাপাশি বিশ্বায়নের কুফল হিসেবে মাদকাসক্তি একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে উঠেছে। নেশা জাতীয় দ্রব্য মহামারী আকারে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত করেছে তরুণ সমাজকে। বাংলাদেশের মাদকাসক্তের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া মুশকিল। বিশেষজ্ঞদের মতে দেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা ১৫ থেকে ১৭ লাখের বেশি। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মতে এই সংখ্যা ১৫ লক্ষ যার মধ্যে ৭০% যুব সম্প্রদায় এবং ১০% নারী রয়েছে।

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত, সামাজিক পরিবর্তন, সংস্কৃতির আন্তর্জাতিকীকরণসহ নানা আর্থ-সামাজিক, মানসিক ও জৈবিক কারণে যুব সমাজ আজ মাদকাসক্ত হচ্ছে। মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া জানা এবং ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বাংলাদেশে বহুকাল থেকেই মাদকাসক্তি বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশে ধূমপানের সূত্রপাত হয় সম্ভবত চট্টগ্রাম বন্দরে পর্তুগীজদের আনাগোনার সাথে সাথে। বর্তমানে আমাদের দেশে বহুল ব্যবহৃত হেরোইন, প্যাথেড্রিন, ফেনসিডিল, বিয়ার, ব্রান্ডি, হুইস্কি, কোকেন, আফিম, ডায়াজেনাস, নাইট্রোজেনাস ইত্যাদি নেশাজাতীয় দ্রব্যের অনুপ্রবেশ বহিরাগত অপসংস্কৃতির হাতধরে এসেছে।

মাদকাসক্তি এমন একটি অবস্থা যাতে ব্যবহৃত দ্রব্যের প্রতি ব্যবহারকারীর শারীরিক ও মানসিক নির্ভরতা জন্ম নেয়। মাদকের প্রতি আকর্ষণ ও ব্যবহার মাত্রার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পায় এবং আবেগ ও চিন্তার প্রক্রিয়াকে পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণে সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, "মাদকদ্রব্যের উপরে আসক্তি বা নির্ভরশীলতা হচ্ছে একটি মানসিক ও শারীরিক অবস্থা যার উপর নির্ভরশীলতা মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সাধিত হয়ে থাকে। যখন কোন ব্যক্তি মাদকাসক্তিতে আক্রান্ত হয় তখন সে মাদকদ্রব্য সেবনের অবর্তমানে উচ্ছৃঙ্খল ও অশান্ত হয়ে পড়ে, যার ফলে সে যে কোনো অপরাধ সংঘটন করতে পারে।

১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী মাদকাসক্ত বলতে এমন একজন মাদকদ্রব্য গ্রহণকারীকে বুঝায় যে অভ্যাসগতভাবে মাদকদ্রব্যের উপর নির্ভরশীল, মাদকদ্রব্য সেবন কিংবা গ্রহণ যেন তার নিকট রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ঔষধের সমতুল্য। মাদকদ্রব্য গ্রহণ তাকে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে, ধ্বংস ও অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেয়।

মাদকাসক্তির নেতিবাচক প্রভাব আন্তর্জাতিক পরিসরেও পড়তে পারে। এর ফলে আন্তর্জাতিক চোরাচালান ও সন্ত্রাস বৃদ্ধি পেতে পারে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও অবনতি ঘটতে পারে। ১৯৯৪ সালে ফিফা নিষিদ্ধ ড্রাগ এ্যাফিড্রিন সেবনের দায়ে আর্জেন্টিনার সুপারস্টার দিয়াগো ম্যারাডোনাকে বিশ্বকাপ ফুটবল থেকে বহিষ্কার করা হয়। শ্রীলংকার দৌড়বিদ সুশান্তিকাকে নিষিদ্ধ ড্রাগ গ্রহণের দায়ে অলিম্পিক থেকে বহিষ্কার করা হয়। এসব ঘটনা অনেক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অসন্তোষ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। কখনও কখনও মাদক চোরাচালানকারী ধরা পড়লেও এদের শাস্তি বিধান নিয়ে আন্তর্জাতিক জটিলতা সৃষ্টি হয়।

সমাজ থেকে মাদকাসক্তের সংখ্যা কমাতে হলে প্রথমেই ভাবতে হবে কিভাবে মাদকের চাহিদা হ্রাস করা যায়। মাদকাসক্তির মূল কারণ মনঃসামাজিক। শুধু তাই নয়, মাদকাসক্তি সমস্যাকে জিইয়ে রেখে সমাজের এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী মহল দেশের যুবশক্তিকে ধ্বংস করে নিজেদের ফায়দা লুটছে। এ অশুভ তৎপরতা বন্ধের জন্য অতি শীঘ্রই প্রয়োজন দলমতনির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহনের মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। যুব সম্প্রদায়সহ অপরাপর যারা নেশায় আক্রান্ত তাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনে ফিরিয়ে আনতে তথা দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণে এবং দেশের সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য প্রয়োজন একটি মাদকমুক্ত সুস্থ সমাজ। আর এ কারনে মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তি নিয়ন্ত্রণে কতিপয় সুপারিশ বিবেচনা করা যেতে পারে।

১। দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মাদকাসক্তি সম্পর্কে সচেতন করা। পাঠ্যসূচিতে মাদকের ক্ষতি সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।

২। দেশের সকল উপজেলা থেকে বেকার যুবক/যুব নারীদের চিহ্নিত করে তালিকা করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে এবং তাদেরকে যুব ঋণ প্রদান করে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই কাজটি উপজেলা যুব উন্নয়ন প্রশাসন থেকে করা যেতে পারে।

৩। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে ঢেলে সাজাতে হবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের চেয়েও জরুরী হল সমাজ থেকে মাদকের চাহিদা হ্রাস করা। যা সম্ভব হতে পারে শুধুমাত্র প্রতিরোধের মাধ্যমে যাতে সমাজ থেকে মাদকের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে হ্রাস পায়।

৪। দেশে প্রতিটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানকে সেবার মনোভাব নিয়ে মাদকবিরোধী ব্যাপক প্রচার-প্রচারনা চালাতে হবে।

৫। প্রতিটি ধর্মেই মাদক বিরোধী বক্তব্য রয়েছে সেসব বক্তব্যকে সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে দেশের লক্ষ লক্ষ মসজিদের ইমাম সাহেবগণ জুমার নামাজের ক্ষুতবায় এবং মক্তবের শিক্ষকগণ তাদের পাঠদানের পাশাপাশি শিশু কিশোরদের কোমল মনে ছোটবেলা থেকেই যাতে সকল প্রকার নেশা ও মাদকের ব্যাপারে অনীহা ও ঘৃণা জন্মায় সেভাবে প্রচারণা চালাবেন।

৬। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মাদকের কুফল সম্পর্কিত রচনা ও ছবি আঁকা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৭। বেকার যুব সমাজকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে সেই ঋণ যাতে আত্মকর্মসংস্থানের কাজে ব্যায় হয় সে বিষয়ে মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৮। মাদকদ্রব্যের উৎস ও প্রাপ্তি স্থানের সাথে জড়িতদের কঠোর শাস্তির আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৯। রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রে প্রতিদিনই মাদকবিরোধী প্রচারণা আইন করে বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

১০। সামারিক-বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ বিনোদনজগতের প্রতিটি সদস্যের এবং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি ব্যক্তির জন্য মাদক ব্যবহারের বা গ্রহণের আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা, তাহলে তরুণসমাজ যারা মূলত অনুকরণপ্রিয় তাদের মধ্য থেকে মাদকগ্রহণের প্রবণতা কমে যাবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা মাদকের যোগান হ্রাস নিয়ে আলোচনা করতে পারি। মাদকের যোগান হ্রাস করতে চাইলে প্রথমেই আমাদের এদেশীয় সেসব গডফাদারদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। যারা মূলত আন্তর্জাতিক মাদক চোরাকারবারের সাথে জড়িত। কোনোভাবেই বাংলাদেশের ভূখন্ডকে মাদক চোরাচালানের ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহার করতে দেওয়া যাবে না। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার বিরুদ্ধে সমাজের নানা পেশা ও শ্রেণির মানুষের মনে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করার জন্য সেখানে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে সুনাম ফিরিয়ে আনতে হবে।

১। মাদকদ্রব্য ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রয় বা উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন কোনো লাইসেন্স প্রদান করা যাবে না ।

২। আইন করে পর্যায়ক্রমে দেশে সকল প্রকার মাদকদ্রব্য আমাদানি, উৎপাদন ও ব্যবহারের লাইসেন্স বাতিল এবং বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। মাদকের যোগান হ্রাস করা রাতারাতি সম্ভব হবে না কারণ পৃথিবীব্যাপী এই চক্রকে ঘিরে উঠেছে অপরাধীদের সাম্রাজ্য সারা পৃথিবীর, সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি ও গোষ্ঠীর উপর নানা প্রভাব বিস্তার কর চলেছে। তাই এই ভয়াবহ দূর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে চাই জাতীয় ঐক্যমত এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

৪। দেশের সকল শ্রেণি ও পেশার প্রতিনিধিদের মতামত ও পরামর্শ নিয়ে মাদকের সকল রুট বন্ধ করে দিতে হবে।

৫। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে আরো কঠোর হতে হবে যাতে মাদকের কারবারিরা আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে অথবা উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে মাদকের যোগান অব্যাহত রাখতে না পারে।

৬। মাদকের যোগান দাতা, অবৈধ আমদানিকারকদের সহায়তাকারীদের জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে। রক্ষক যাতে ভক্ষক হতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৭। আইনপ্রয়োগকারীর সংস্থার কর্মকর্তাদের জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরন ও নীতি-নৈতিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। রাজনীতির হীন স্বার্থে তাদেরকে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। দলমত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই বিষয়ে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। যাতে মাদক কোনো ভাবেই আমাদের দেশে ঢুকতে না পারে।

তৃতীয় পর্যায়ে আসে মাদকে আক্রান্তদের ক্ষতি হ্রাস। মাদকে আক্রান্তদের ক্ষতি হ্রাস করতে হলে উদারনৈতিক মানসিকতা নিয়ে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। মাদকে আক্রান্তদের ক্ষতি হ্রাস করতে না পারলে আমাদের দেশের অগ্রগতি পিছিয়ে যাবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মধ্যেই মাদক সেবনের

প্রবণতা বেশি পরিলক্ষিত হয়। ধনির দুলাল-দুলালিদের কাছে এটি আভিজাত্যের প্রতীক। সুখের হতাশায় মাদকদ্রব্যের সম্মোহনে হারিয়ে যেতে এরা ভালোবাসে। মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে এরা অনাবিল আনন্দ উপভোগ করে। রক্ত প্রবাহে মাদকদ্রব্যের জৈব রসায়নিক প্রতিক্রিয়া এদেরকে প্রদান করে এক উষ্ণ অনুভূতি। এই পুলক অনুভূতি, স্বপ্নিল তন্দ্রাচ্ছন্নতা ও নষ্ট আনন্দ এক সময় তাকে আসক্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়। আমাদের দেশে শিক্ষিত সচেতন মাদকাসক্তদের এমন অনেককেই পাওয়া যায় যারা মনে করেন যে মাদকদ্রব্য গ্রহনের ফলে মস্তক স্বচ্ছ থাকে, কাজে আনন্দ পাওয়া যায়, সাফল্য আসে। মাদকের ক্ষতি হ্রাস করতে হলে আমাদেরকে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। কারণ কোনো অসুস্থতাই রাতারাতি ভালো হয়ে উঠবে না তার জন্য ধৈর্য নিয়ে মোকাবেলা করার সাহস ও সামর্থ থাকতে হবে।

১। পারিবারিক দ্বন্দ্ব, দাম্পত্য কলহ, অর্থনৈতিক সংকট, হতাশা, কুসংসর্গ – যে কারনেই হোক মাদকাসক্তি চিকিৎসার জন্য সমাজকর্মী, মনোবিজ্ঞানী বা উপযুক্ত চিকিৎসকের মাধ্যমে দৈহিক চিকিৎসার পাশাপাশি মানসিক চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদানের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

২। চিকিৎসা প্রাপ্ত ও আরোগ্য লাভকৃত মাদকাসক্ত দ্বারা অপরাপর মাদকাসক্তদের মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে শিক্ষাদানসহ তাদেরকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। প্রত্যেক থানা ইউনিয়ন ও গ্রামে মাদকাসক্ত চিকিৎসা, পুর্নবাসন ও পরামর্শ ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে মাদকাসক্তদের জরুরি চিকিৎসা দিতে হবে।

৪। একবার সুস্থ হবার পর যাতে পুনরায় মাদকাসক্ত হতে না পারে সেজন্য তাদের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীদ্বারা তালিকা প্রণয়ন করে নিয়মিত খোঁজ-খবর নেওয়া এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা করা। মাদকাসক্তের চিকিৎসার পর তাকে প্রয়োজন বোধে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫। মাদকাসক্তদেরকে সমাজকর্মীদের তত্ত্বাবধানে সহজ শর্তে ঋণদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে সম্পূর্ণ সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে হবে। যাতে করে তীব্র হতাশার আর্তনাদে পুনরায় এ জীবনবিধ্বংসী নেশায় ফিরে যেতে না পারে।

৬। নানামুখী প্রচারনার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি সুস্থ নাগরিকের বিবেককে জাগ্রত করতে হবে। যাতে করে মাদকাসক্তি নির্মূল এবং নিরাময়ের জন্য সেবাধর্মী মনোভাব নিয়ে শারীরিক, মানসিক, এবং অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে আসে।

মাদকাসক্তি তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ, নৈতিক স্খলন, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং অপরাধ প্রবণতার জন্ম দিচ্ছে তা সমাজ জীবনের গতিশীলতাকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করছে এবং এর বিরুদ্ধে কার্যকর সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা অপরিহার্য। ছাত্র-শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সামজকর্মী, সমাজবিজ্ঞানী, স্বেচ্ছাসেবী, ধর্মগুরু এবং আলেম উলামাগণসহ সচেতন মানুষের সমবেত প্রচেষ্টায় সমাজ থেকে নির্মূল হতে পারে মরণ নেশা মাদকাসক্তি–মুক্তি পেতে পারে পথভ্রষ্ট মানুষ।

প্রতিষ্ঠাতা, আবিস্কার, যুব সংগঠক, বরিশাল জেলা।

" উজ্জল নক্ষত্র "

মোঃ রফিকুল ইসলাম

বিশ্বের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সেই নির্মম বেদনা
আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মরণ যন্ত্রণা।
হঠাৎ আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে হায়
শেখ মুজিবুর নেই শেখ মুজিব নেই খবর সকাল বেলায়
ভয়ে য়ে একে অপরকে ফিসফিসিয়ে কয়
শুনেছ,শেখ মুজিব মার্ডার, বঙ্গবন্ধু মার্ডার সপরিবার।

এক সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যারা
মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামে দিলো জীবন বিলিয়ে তাঁরা
যার আহবানে সাড়া দিয়ে
পশ্চিমা হানাদার বাহিনীকে পরাস্ত করলে
স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে আনলে
কেন ? কি অপরাধে সেই মানুষটি কে বলি দিলে !
হত্যা করলে নির্বিচারে স্বপরিবারে নির্দ্বিধায়।

ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করল
কতটা পাষন্ড আর নরপিশাচ হলে
বিবেকহীন এমন কাজ করে চলে
তোরা মানব নও মানব রুপি দানব।

জাতি আজ জানতে চায়
১৫ই আগস্টের ভয়াল রাতে
ট্যাংক আর কামানের আঘাতে
বুক ঝাঁঝরা করে দিলে হিংসার প্রতিঘাতে।
অবুঝ শিশু রাসেলও রক্ষা পেলনা
পাঠা বলিদানের হাত হতে।

স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
হয়েছো বাংলার রাখাল রাজা
তোদের হয়েছে সর্বোচ্চ সাজা
এ-ই লোমহর্ষক ইতিহাস শুনে
আমারও যে গা শিউরে উঠে তেলে বেগুনে।
আজ বিশ্ববন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
বিশ্বের ইতিহাসে অমর হয়ে রবে ততকাল
যতদিন পদ্মা মেঘনা যমুনা বহমান।
করি প্রার্থনা কাছে বিধাতার
জান্নাতে সর্বোচ্চ মাকামে যেন স্থান হয় তার।

সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, মনপুরা, ভোলা

উড়ন্ত জীবন

প্রস্‌পারিনা সরকার

শৈশব-কৈশোরের দুর্বার দুরন্তপনা
যৌবনের রঙিন স্বপ্ন বুননে
প্রেম ভালোলাগা ভালোবাসায়
উদ্দাম গতিতে জীবন উড়ে চলে।

বিপরীত প্রিয়জনের মুখচ্ছবি
ক্ষণে অকারণে হৃদয়ে ভাসে
মুধময় কল্পনার রঙিন ফানুসে
সুখ স্বর্গে জীবন উড়ে চলে।

শরীর-মনের আবেগ কামনায়
একান্তে আদিম খেলায় মত্ত
নতুন সর্ম্পকের বন্ধনে জীবন
সর্বদা আনন্দের মায়াজালে উড়ে।

পার্থিব জীবনের উথান পতনে
সময়ের আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে
প্রৌঢ়ত্ব বার্ধক্যের পথ ধরে
উড়ন্ত জীবন ধায় মৃত্যুর প্রাণে।

নির্বাহী পরিচালক, ম্যাস এইড প্রোগ্রাম (ম্যাপ)

ফটোসাংবাদিক লুৎফর রহমানের দেখা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

আপন চৌধুরী

[সার-সংক্ষেপ]ঃ বঙ্গবন্ধুর স্নেহধন্য বিশিষ্ট আলোকচিত্র শিল্পী লুৎফর রহমান ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বেতার ও টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ছবি, ১৯৭১ এর ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সহ মহান মুক্তিযুদ্ধের অসংখ্য ছবি তুলেছেন । লুৎফর রহমান ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহন করেন। এছাড়া স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের রাজনীতি ও বঙ্গবন্ধু সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের ছবি তুলেছেন। বঙ্গভবনে অনেক রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন নিয়মিত। সেখানে লুৎফর রহমান বিভিন্ন দেশ-বিদেশী স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বকে কাছ থেকে দেখেছেন। অনেকের সাথে পরিচিত হন। সবাইকে নিজ ক্যামেরায় ধরে রাখেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর ছবিসহ ৫ টাকা ও ১০ টাকার নতুন ব্যাংক নোট ছাপাবার জন্য চিত্রগ্রাহকদের কাছে ছবি চাওয়া হল। লুৎফর রহমান ১৯৭০ সাল ডিআইটি ভবনে তোলা বঙ্গবন্ধুর একটি ছবি জমা দেন। দেখা গেল লুৎফর রহমানের সেই ছবিটি নির্বাচিত হল। বাংলাদেশ সরকারের প্রথম ৫ টাকা ও ১০ টাকার নোটে মুদ্রিত বঙ্গবন্ধুর প্রোর্ট্রেট ছবি তুলে উপহারস্বরুপ টাকা মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান ব্রাডব্যুরি উইলকিংসন এন্ড কোম্পানী থেকে একটি ব্রান্ডনিউ Yashica Mat 124G ক্যামেরা পুরস্কার পান ফটোগ্রাফার লুৎফর রহমান। সাথে লন্ডনের বুটস, হ্যাডরোডস কোম্পানির পঁচিশটি ফিল্ম পান। এর তিন মাস পর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সেক্রেটারি আমিনুল হক বাদশা লুৎফর রহমানকে সচিবালয়ে ডেকে শুভেচ্ছা স্বরুপ নগদ ৩,০০০ টাকা প্রদান করেন। টাকায় লুৎফর রহমানের তোলা ছবি মনোনীত হওয়ার ঘটনাকে তিনি জীবনের সেরা প্রাপ্তি মনে করতেন। এই বিশিষ্ট ফটোগ্রাফার ১৯৭৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ফটোগ্রাফি কম্পিটিশনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হতাশাগ্রস্থ মানুষ ও প্রকৃতির উপর দুটি ছবি জমা দিয়ে ১ম ও ২য় পুরস্কার অর্জন করেন। লুৎফর রহমান কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন বিভিন্ন পর্যায়ে ১২ টি সার্টিফিকেট ও পদক। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি টেনাসিস পুরস্কার পান। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য আলোকচিত্রী লুৎফর রহমান ভারত সরকারের কাছ থেকে ২টি সার্টিফিকেট লাভ করেন। ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এলে স্মরণীকা প্রকাশের জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধের এবং বঙ্গবন্ধুর কিছু ছবির প্রয়োজন হয়। ফটোগ্রাফার লুৎফর রহমান বেশ কিছু ছবি প্রদান করেন এবং শেখ হাসিনার দেওয়া পুরনো ছবিগুলো এডিট করে রি-প্রিন্ট করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের প্রিয়ভাজন ও ব্যক্তিগত ফটোসাংবাদিক লুৎফর রহমান। খ্যাতিমান এই আলোকচিত্র শিল্পীর ক্যামেরায় তোলা বঙ্গবন্ধুর সব বিখ্যাত ছবি আমরা দেখতে পাই।

লুৎফর রহমান বিভিন্ন সময়ে তার স্মৃতিচারণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে বলেছেন। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো।

সময়টা ছিল ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের প্রস্তুতির সময়ের। রাজশাহীতে আমাদের এলাকা থেকে নির্বাচনে প্রার্থী হন প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী ও আদিবাসী সাগারাম মাঝি। আমি ঐ সময় প্রায়ই ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। ছবি তোলাই তখন আমার নেশা। একদিন সাহেব বাজার বড় মসজিদের কাছে ডাঃ নন্দীর চেম্বারে গিয়ে দেখি সেখানে আমার নিকটতম প্রতিবেশী প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, প্রমথনাথ বিশী, প্রফুল্লনাথ বিশী ও ডিভিশনাল কমিশনার খুরশীদ সাহেব তুখোড় রাজনৈতিক আলাপে মেতে আছেন। আমি যেতেই আমাকে প্রফুল্ল নাথ বিশী বলে উঠলেন, 'শুধু কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে ঘুরলেই

হবে? কাল যে রাজশাহীতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমান আসছেন তা কি জানো? তাঁদের ছবি তুলবে না?' সোহরাওয়ার্দী আর শেখ মুজিব তখন দেশ বরেণ্য নেতা। তাঁদের ছবি তুলতে পারা মানে তো নিজেই ধন্য হয়ে যাওয়া। কাজেই প্রফুল্লনাথ বিশীর কথায় এক বাক্যে রাজী হয়ে গেলাম এবং সারা রাত গভীর উত্তেজনায় কাটালাম এই ভেবে যে কখন নেতারা আসেন। কখন আমি তাঁদের ছবি তোলার সুযোগ পাই। পরদিন নির্দিষ্ট সময় তাঁরা আসেন। আমিও নানা ভংগীমায় তাঁদের অনেক ছবি তুলি। মনে পড়ে বঙ্গবন্ধু আমাকে বলেছিলেন, 'ছবি ভালো হলে আমাদের অবশ্যই কপি দিতে হবে, আমাদের পত্রিকায় ছাপাবো।' সেটিই ছিল বঙ্গবন্ধুকে আমার প্রথম দেখা।[১]

এরপর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় ৭০-এর নির্বাচনের দিন। তখন আমি ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দা। বিয়ে করে সংসারও হয়েছে। আমার বড় মেয়ে ক'দিন ধরে ছিল অসুস্থ্য। তার জন্য কিছু ফল কিনতে যাই গুলিস্থান। স্বভাববশতঃ আমার কাঁধে ছিল ক্যামেরা। ফলের দোকানের পাশেই রাস্তার ওপারে একটি প্রেসের উপর তলায় ছিল আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিস। ফল কিনে নিয়ে নির্বাচনের খবর জানার জন্য আওয়ামী লীগ অফিসে যাই। গিয়ে দেখি সেই ১৬ বছর আগে দেখা আজকের দেশ বরেণ্য নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অফিসে বসে আছেন। যে আসছে তাকেই তিনি নির্বাচনের খবর জিজ্ঞাসা করছেন। এর মধ্যেই হঠাৎ আমার হাতের পোটলার দিকে নজর গেল তাঁর। আমাকে খুব আপন ভেবে বললেন, 'ওটার মধ্যে কি রে?' আমি বললাম, আমার মেয়ে অসুস্থ্য তাই তার জন্যে কিছু কমলা কিনে নিয়ে যাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, 'আরে ধেৎ আমি এখানে পিপাসায় ছটফট করছি, আর তুই বাসায় নিয়ে যাচ্ছিস কমলা। দে-দে ওটা আমাকে দে।' আমি ঠোঙাটা বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দিলাম। তিনি একটার পর একটা কমলা খেয়ে চললেন। আমি তার কমলা খাওয়া অবস্থায় গোটা কয়েক ছবি তুললাম। তারপর বিদায় নিয়ে বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।[২]

আমার পকেটে তখন গাড়ি ভাড়া ছাড়া আর একটি পয়সাও নেই। স্ত্রী আর অসুস্থ্য মেয়েকে গিয়ে কি বলবো মনে মনে তাই ভাবছি। নিচে নামার জন্য আওয়ামী লীগ অফিসের সিঁড়িতে পা রাখতেই অপরিচিত এক লোক কয়েক ডজন কমলার একটি বড় ঠোঙা আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি তো বিস্ময়ে হতভম্ব। এমন সময় বঙ্গবন্ধু উঁচু গলায় বলে উঠলেন 'আমার হয়ে তোর মেয়েকে দিস।' এক অপ্রতিরোধ্য আবেগে আমার চোখে সাথে সাথে পানি এসে গেল।[৩]

এরপর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা ৭১ এর ২৫ মার্চ। কণ্ঠশিল্পী আবদুল জব্বার রেডিওতে তার গান শেষে বললেন, 'বঙ্গবন্ধুর বাসায় যেতে হবে।' বঙ্গবন্ধুর বাসার কথা শুনে আমি তার সঙ্গ নিলাম। বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাসায় পৌঁছে দেখি তিনি খুব ব্যস্ত। বাইরের কক্ষে বসে নানা বিষয়ে পাকিস্তানিদের সঙ্গে তাঁর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় চলছে। আমাদের দেখেই বললেন, 'যা ভেতরে গিয়ে বোস। এখন সময় নেই।' আমরা ভেতরের রুমে গিয়ে বসলাম। বেগম মুজিব তখন সেখানে বসে পান চিবুচ্ছেন। মিনিট দুয়েক পর বঙ্গবন্ধু ভেতরে ঢুকে বললেন, 'কামালের মা, তুমি তো বসে পান চিবুচ্ছ, কিন্তু আমার ছেলেদের কিছু খেতে দিয়েছো তো?' তখন বেগম মুজিব বললেন, 'তুমি তো কেবল অর্ডার দিয়েই খালাস, কিন্তু ঘরে কি কিছু আছে যে দেবো?' তখন বঙ্গবন্ধু বললেন, 'ঠিক আছে ওরা তো আমারই ছেলে, কিছু না থাকলে মুড়িই অন্ততঃ দাও।' এই ছিলেন মানুষের প্রতি গভীর মমতায় ভরা একটি মনের অধিকারী বঙ্গবন্ধু।[৪]

মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধুকে একনজর দেখার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি বাংলাদেশে আসতেন। এদের মধ্যেই একদিন এলেন ভারতের একজন প্রভাবশালী মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী। তার সাথে আমারও পরিচয় হলো। আমি তাকে আমার তোলা বঙ্গবন্ধুর অনেক ছবি দেখালাম। এর মধ্যে একটি ছিল বঙ্গবন্ধুর চা পানের ছবি। ঐটি তাকে দেয়ার জন্য তিনি খুব পীড়াপিড়ি করতে লাগলেন। এমনকি এ ছবির বিনিময়ে আমাকে ৫ হাজার টাকা দেয়ারও অফার দিলেন। বঙ্গবন্ধুর এতো সুন্দর সুন্দর ছবি থাকতে ঐ চা পানের ছবিটির প্রতি ভদ্রলোকের এতো দূর্বলতা কেন? আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো। খুব করে জিজ্ঞাস করতেই তিনি বললেন, 'ছবিটি আমি চায়ের বিজ্ঞাপনে কাজে লাগাবো।' ভদ্রলোকের কথা শুনে আমার মাথা গরম হয়ে গেল। ছবি দেয়ার প্রস্তাব এবার পুরোপুরি নাকচ করে দিয়ে বললাম, 'যত টাকা দিন এ ছবি আমি দেবো না। আমার মহান নেতা বাঙ্গালী জাতির জনককে আমি চায়ের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার হতে দিতে পারি না'।[৫]

স্বাধীনতার পর ভারত থেকে বাংলাদেশে ঘুরতে এলেন বাংলা গানের কালজয়ী কণ্ঠশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বাংলাদেশ বেতারে প্রচারের জন্য তার গাওয়া কিছু গান তখন রেকর্ড করা হলো। রেকর্ডিংয়ের পর বেতারের তৎকালীন আঞ্চলিক পরিচালক কামাল লোহানীর কক্ষে তাঁকে আপ্যায়িত করা হলো। জনাব লোহানীর সাথে আলাপচারিতার ফাঁকে শ্রী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদনের বাসনা ব্যক্ত করলেন। আমরা তাঁকে নিয়ে সদলবলে বঙ্গবন্ধু'র বাসভবনে চলে গেলাম। বঙ্গবন্ধু সামনে আসতেই তিনি সশ্রদ্ধচিত্তে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে উদ্বত্ত হলে বঙ্গবন্ধু তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'একি করছেন হেমন্ত বাবু, যাঁর গান শোনার জন্য দেশ-বিদেশের অগণিত মানুষ পাগল, সেই আপনি আমার মত একজন নগন্য ব্যক্তিকে প্রণাম করে আমাকেই লজ্জা দিলেন।' এর জবাবে শ্রী মুখোপাধ্যায় গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'আপনি লজ্জিত হবেন কেন, বাঙ্গালি জাতির জনককে প্রণাম করতে পেরে আমিই বরং ধন্য হলাম।'[৬]

গণতন্ত্রের সৈনিক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জনমত যাচাইয়ে ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ সাধারণ নির্বাচন দিলেন। সে নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু ধানমন্ডির একটি বুথে নিজের ভোট দিবেন। এ ছবি তোলার জন্য আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। কিন্তু সবাই আমাকে নিষেধ করতে লাগল। কারণ তখন আর আমি চোখে দেখি না। দু'চোখেই ছানি পড়ে গেছে। একটা চোখে অল্প দেখতে পাই। তাও ঝাপসা। তাই কারও বাধা না শুনে আমার পরিচিত একজনের হাত ধরে চলে যাই ধানমন্ডির নির্ধারিত ঐ ভোট বুথে। শত শত দেশি বিদেশি ক্যামেরাম্যান প্রস্তুত। বঙ্গবন্ধু ব্যালট বাক্সে ভোট দেবেন সেই ছবি তোলার জন্য উন্মুখ। ভোট কেন্দ্রে আসার সাথে সাথে ফ্লাশের ঝলকানি আর ধাক্কাধাক্কি শুরু হলো। আমিও আমার জায়গা হারিয়ে ফেললাম। ক্যামেরা থেকে পড়ে গেল লেন্স। তাই বঙ্গবন্ধুর বিপরীত দিক থেকে তাঁর ছবি তোলার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং বঙ্গবন্ধুর ভোট দেওয়ার ছবিও তুললাম। ছবিটা এতই ভালো হলো যে, পত্র পত্রিকা এখন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর ঐ ছবিটা ছাপে।[৭]

বঙ্গবন্ধুর স্নেহধন্য বিশিষ্ট আলোকচিত্রী লুৎফর রহমানের জন্ম ১৯২৬ সালের ২০শে ডিসেম্বর ব্রিটিশ ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে। কিছুকালের মধ্যেই তার পিতা সপরিবারে রাজশাহীতে চলে আসেন। তার শৈশব, কৈশোর ও তারুণ্যের সোনালি দিনগুলো কেটেছে রাজশাহী মহানগরীর কেন্দ্রস্থল বড়কুঠি এলাকায়। যৌবনেই ছবি তোলাটা তার একটা শখের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জীবনের শুরুতে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ এয়ারফোর্সে চাকুরী করতেন। ছবি তোলার নেশায় চাকুরি ছেড়ে আজীবন ফটোগ্রাফিতেই যুক্ত থাকেন তিনি। ১৯৫২ সালের দিকে রাজশাহী নগর কেন্দ্রের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রেসক্লাব এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনের খ্যাতিমান ব্যক্তিদের ছবি তুলতে থাকেন তরুণ লুৎফর রহমান। ঐ সময় প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, বিরেন সরকার, প্রমথনাথ বিশী, কামারুজ্জামান প্রমুখ ব্যক্তিদের সাথে তার পরিচয় ঘটে। রাজশাহীর জমিদার ব্রজেন মিত্রের পারিবারিক বহু অনুষ্ঠানে লুৎফর রহমান ছিলেন নিয়মিত। আর সেই সময়েই ছিল তার ক্যামেরা। ক্যামেরায় অনুষ্ঠানে ছবি তুলতেন। ষাটের দশকে রাজশাহীর ঐতিহাসিক ভুবনমোহন পার্কে অনেক গুণী ব্যক্তি এবং রাজনীতিবিদদের আগমন ঘটত। তারা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বক্তব্য রাখতেন। সেই সময় গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং শেখ মুজিবুর রহমান রাজশাহীতে এলেন বাঙালিদের দাবি দাওয়া নিয়ে বক্তব্য রাখতে। দু'জনই মঞ্চে পাশাপাশি বসে আছেন। তাদের ইচ্ছে হল মুড়ি খাবেন। সাথে সাথে মুড়ি নিয়ে আসা হল। লুৎফর রহমান মঞ্চের খুব কাছ থেকে প্রথম বারের মত তাদের মুড়ি খাওয়ার দৃশ্যটি ক্যামেরা বন্দি করলেন। ১৯৬০ সালে লুৎফর রহমান চাকুরি ও জীবিকার সন্ধানে রাজশাহী ছেড়ে ঢাকায় আসেন। মহাখালীতে নিজের ঠিকানা গড়ে নেন স্থায়ী ভাবে, যেখানে আমৃত্যু তিনি ছিলেন। মহাখালীতে 'প্রতিচ্ছবি' নামে নিজস্ব ফটোগ্রাফি স্টুডিও স্থাপন করেন ১৯৬২ সালে।

এই স্টুডিও থেকে প্রিন্ট হতে থাকে লুৎফর রহমানের ক্যামেরায় তোলা সেই সময়ের চলচ্চিত্রাঙ্গন, রাজনৈতিক পরিমন্ডল ও সংস্কৃতি অঙ্গনের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের অজস্র ছবি। ষাটের উত্তাল সময়ের বহু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘটনা লুৎফর রহমানের ক্যামেরায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল। সেই সময়ের ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ, নূরে আলম জিকু, রাশেদ খান মেনন, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, খালেকুজ্জামান থেকে শুরু করে প্রবাদ প্রতীম শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, আতাউর রহমান খান, আবুল হাশিম, আবুল মনসুর আহমদ, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উত্তাল ভাষণের ঐতিহাসিক মুহূর্ত গুলো এখনো প্রাণবন্ত সজীব হয়ে আছে তার ছবির অ্যালবামে। ব্যক্তিগতভাবে এদের অনেকের সাথেই লুৎফর রহমানের হৃদ্যতা ঘটেছিল সেই সময়ে।

১৯৬৬ সালে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ বেতারে প্রথম চাকুরি নেন তিনি। এরপর বিভিন্ন সময়ে শিল্পকলা একাডেমি, এফডিসি, বিটিভি, ডিআইটি, শিশু একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করেন ফটোগ্রাফার লুৎফর রহমান। স্বাধীনতার পূর্বকালে ১৯৬৬ সালের আইয়ুব বিরোধী প্রবল গণআন্দোলনের সময় প্রথম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে পরিচিত হন তিনি। বঙ্গবন্ধু তখন রাজশাহীতে আইয়ুব বিরোধী রাজনৈতিক প্রচারণায় অংশ নিচ্ছিলেন। ঐখানেই লুৎফর রহমান প্রথম বঙ্গবন্ধুর ছবি তোলেন নিজ ক্যামেরায়। বঙ্গবন্ধু তাকে বলেন, 'এই মিয়া, তোমার ছবি ভালো হইলে আমারে দিবা, আমি ঢাকায় যেয়ে তোমার ছবি নিবো।' সেই প্রথম আলাপচারিতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে। এরপর বঙ্গবন্ধুর প্রয়াণের আগ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সাথে ফটোসাংবাদিক লুৎফর রহমানের ঘনিষ্টতা অক্ষুণ্ন ছিল। ঢাকার চলচ্চিত্র ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, আব্দুল জব্বার, আব্দুল আলিম, শহীদুল্লাহ কায়সার, রাজু আহমেদ, শওকত আকবর, এহতেশাম, আজিম, আনোয়ার হোসেন, জহির রায়হান, সুমিতা দেবী, রওশন জামিল, গওহর জামিল, সুজাতা, আব্দুল জব্বার খান, খান আতাউর রহমান, শবনম, রহমান, রোকসানা, শাবানা, সুচন্দা, কবরী, ববিতা, রোজিনা, সৈয়দ হাসান ইমাম, কবি শামসুর রাহমান প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সোনালী দিনের মুখচ্ছবি লুৎফর রহমানের ক্যামেরায় স্থির হয়ে আছে। ক্যামেরায় এদের কাউকে তরুণ, কাউকে বুড়ো এবং কাউকে মাঝবয়সী হিসেবে পেয়েছেন। ক্যামেরা যোদ্ধা লুৎফর রহমান ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বেতার ও টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ছবি, ১৯৭১ এর ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সহ মহান মুক্তিযুদ্ধের অসংখ্য ছবি তুলেছেন । লুৎফর রহমান ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহন করেন। এছাড়া স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের রাজনীতি ও বঙ্গবন্ধু সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের ছবি তুলেছেন । ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক দলের সাথে ভারত সফর করেন লুৎফর রহমান। দেশের প্রথম সাংস্কৃতিক দলের অন্যান্য প্রতিনিধিরা হলেন- আব্দুল জব্বার, আব্দুল আলিম, নীনা হামিদ, ফেরদৌসী রেহমান, গওহর জামিল, সৈয়দ হাসান ইমাম প্রমুখ। বঙ্গভবনে অনেক রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন নিয়মিত। সেখানে লুৎফর রহমান বিভিন্ন দেশ-বিদেশী স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বকে কাছ থেকে দেখেছেন। অনেকের সাথে পরিচিত হন। সবাইকে নিজ ক্যামেরায় ধরে রাখেন। ১৯৭৩ সালে গানের পাখি বলে পরিচিত উপমহাদেশের প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বাংলাদেশে এলে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করেন। লুৎফর রহমান তার ক্যামেরায় বঙ্গবন্ধু ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের আলাপচারিতার মুহূর্তগুলো ধারণ করেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর ছবিসহ ৫ টাকা ও ১০ টাকার নতুন ব্যাংক নোট ছাপাবার জন্য চিত্রগ্রাহকদের কাছে ছবি চাওয়া হল।

লুৎফর রহমান ১৯৭০ সাল ডিআইটি ভবনে তোলা বঙ্গবন্ধুর একটি ছবি জমা দেন। দেখা গেল লুৎফর রহমানের সেই ছবিটি নির্বাচিত হল। বাংলাদেশ সরকারের প্রথম ৫ টাকা ও ১০ টাকার নোটে মুদ্রিত বঙ্গবন্ধুর প্রোর্ট্রেট ছবি তুলে উপহারস্বরুপ টাকা মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান ব্রান্ডব্যুরি উইলকিংসন এন্ড কোম্পানী থেকে একটি ব্রান্ডনিউ Yashica Mat 124G ক্যামেরা পুরস্কার পান ফটোগ্রাফার লুৎফর রহমান। সাথে লন্ডনের বুটস, হ্যাডরোডস কোম্পানির পঁচিশটি ফিল্ম পান। এর তিন মাস পর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সেক্রেটারি আমিনুল হক বাদশা লুৎফর রহমানকে সচিবালয়ে ডেকে শুভেচ্ছা স্বরুপ নগদ ৩,০০০ টাকা প্রদান করেন। টাকায় লুৎফর রহমানের তোলা ছবি মনোনীত হওয়ার ঘটনাকে তিনি জীবনের সেরা প্রাপ্তি মনে করতেন। এই বিশিষ্ট ফটোগ্রাফার ১৯৭৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ফটোগ্রাফি কম্পিটিশনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হতাশাগ্রস্থ মানুষ ও প্রকৃতির উপর দুটি ছবি জমা দিয়ে ১ম ও ২য় পুরস্কার অর্জন করেন। লুৎফর রহমান কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন বিভিন্ন পর্যায়ে ১২ টি সার্টিফিকেট ও পদক। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি টেনাসিস পুরস্কার পান। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য আলোকচিত্রী লুৎফর রহমান ভারত সরকারের কাছ থেকে ২টি সার্টিফিকেট লাভ করেন। ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এলে স্মরণীকা প্রকাশের জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধের এবং বঙ্গবন্ধুর কিছু ছবির প্রয়োজন হয়। ফটোগ্রাফার লুৎফর রহমান বেশ কিছু ছবি প্রদান করেন এবং শেখ হাসিনার দেওয়া পুরনো ছবিগুলো এডিট করে রি-প্রিন্ট করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের প্রিয়ভাজন ও ব্যক্তিগত ফটোসাংবাদিক লুৎফর রহমান। খ্যাতিমান এই আলোকচিত্র শিল্পীর ক্যামেরায় তোলা বঙ্গবন্ধুর সব বিখ্যাত ছবি আমরা দেখতে পাই । তার পরিবারের সংগ্রহে থাকা আরও অনেক মূল্যবান সব জিনিসপত্র হারিয়ে যাচ্ছে সংরক্ষণের অভাবে। ফটোগ্রাফার লুৎফর রহমান ২০০৬ সালের ১১ই অক্টোবর না ফেরার দেশে চলে যান । তিনি তার তোলা ছবির মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন চিরকাল ।

আপন চৌধুরী, চলচ্চিত্র গবেষক, নির্মাতা ও লেখক।

তথ্য নির্দেশঃ

১. মিন্টু, মোস্তাফিজুর রহমান সম্পাদিত (১৯৯৬), চিরঞ্জীব শেখ মুজিব, প্রতিচ্ছবি ফটোগ্রাফার্স, ঢাকা। পৃ. ২০।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

৪. মিন্টু, মোস্তাফিজুর রহমান সম্পদিত (২০২০), জাতির পিতার দূর্লভ ফটোঅ্যালবাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা। পৃ.২৮।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

৬. মিন্টু, মোস্তাফিজুর রহমান সম্পদিত (২০০৬), জীবনের জলছবি, প্রতিচ্ছবি, ফটোগ্রাফার্স, ঢাকা। পৃ.৪৮।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

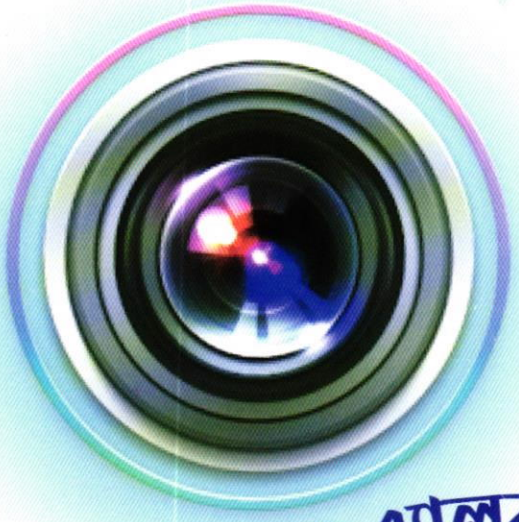

যুব কার্যক্রমের এ্যালবাম

জাতীয় যুবদিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ ভাষণ প্রদান করছেন

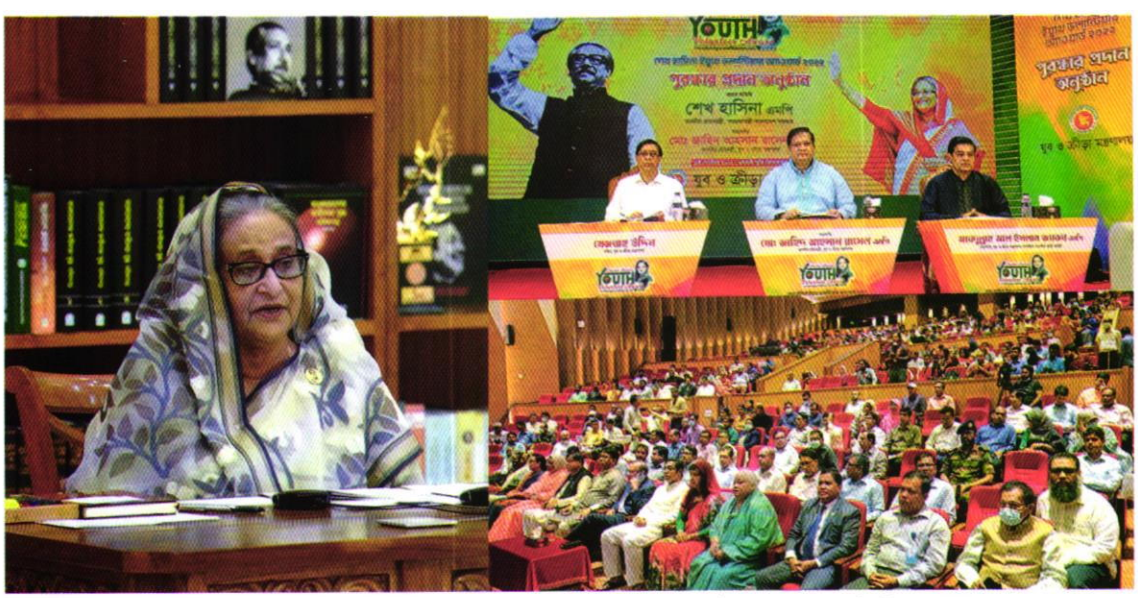

"শেখ হাসিনা ইয়্যুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২২" পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান করছেন (ভার্চুয়ালী) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

"শেখ হাসিনা ইয়্যুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২২" পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে (ভার্চুয়ালী সংযুক্ত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

"শেখ হাসিনা ইয়্যুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২২" পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য প্রদান করছেন
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি

"শেখ হাসিনা ইয়্যুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২২" পুরস্কার প্রাপ্তদের সাথে ফটোসেশন

'শেখ রাসেল দিবস ২০২২' এ শহীদ শেখ রাসেল এঁর ৫৯তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করছেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি

যুব ভবনস্থ ইয়্যুথ ডিজিটাল স্টুডিওতে মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি

যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণের পাঠক্রম নির্দেশিকা'র মোড়ক উন্মোচন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মেজবাহ উদ্দিন । মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি "মালদ্বীপ স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড" এ ভূষিত হওয়ায় ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষিত যুবদের উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ঋণ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও এনআরবিসি ব্যাংক এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে মাছের পোনা অবমুক্ত করছেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ পরিদর্শনে মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল,এমপি। যুব ও ক্রীড়া সচিব, জনাব মেজবাহ উদ্দিন ও জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

গাজীপুরে পোল্ট্রি বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিদর্শনে মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি, যুব ও ক্রীড়া সচিব জনাব মেজবাহ উদ্দিন ও জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান মহাপরিচালক (গ্রেড-১) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

'বঙ্গবন্ধু যুব মেলা ২০২১' মেলা প্রাঙ্গনে প্রবেশ করছেন মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক এমপি ও জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধু যুব মেলা ২০২১ এর শুভ উদ্বোধন করছেন মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক এমপি ও জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

জাতীয় যুবদিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য যুব র‍্যালির শুভ উদ্বোধন করছেন
মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি

জাতীয় যুবদিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বর্ণাঢ্য যুব র‍্যালি

জাতীয় যুবদিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বর্ণাঢ্য যুব র‍্যালি।

বঙ্গবন্ধু যুব মেলা ২০২১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্পীদের নৃত্য পরিবেশন

বঙ্গবন্ধু যুব মেলা ২০২১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

জাতীয় পর্যায়ে ১ম স্থান অধিকারী সফল যুব সংগঠক নার্গিস আক্তারকে জাতীয় যুব পুরস্কার
২০২১ প্রদান করছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধু যুব মেলা ২০২১ এ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে "মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের যুবশক্তি" বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার গ্রহণ করছেন বিজয়ী প্রতিযোগি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৩ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে গাছের চারা বিতরণ করছেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে গাজীপুর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গাছের চারা রোপন করছেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি

'শেখ রাসেল দিবস ২০২২' এ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক শহীদ শেখ রাসেল এঁর ৫৯তম জন্মবার্ষিকী স্মরণে আলোচনা সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকীতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, গাজীপুর কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করছেন। উপস্থিত আছেন জনাব মেজবাহ উদ্দিন, সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ও জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

শহীদ শেখ রাসেল এঁর ৫৯তম জন্মদিনে শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছেন জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, জনাব মেজবাহ উদ্দিন সচিব যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, এবং জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকীতে তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব, জনাব মেজবাহ উদ্দিন এবং জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

"শেখ হাসিনা ইয়্যুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২২"পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের সভাপতি মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি এর নিকট থেকে যুব উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান ক্যাটাগরিতে পুরস্কার গ্রহণ করছেন মোহাম্মদ ইমরান হোসেন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি

"শেখ হাসিনা ইয়্যুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২২" পুরস্কার প্রদান উপলক্ষ্যে পরিবেশিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

"শেখ হাসিনা ইয়্যুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২২" পুরস্কার প্রাপ্তদের সাথে ফটোসেশন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকীতে বনানী কবরস্থানে মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী সহ মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের শ্রদ্ধা নিবেদন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে প্রকল্পাধীন এলাকার ক্ষতিগ্রস্তদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ পরিদর্শনে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সিনিয়র সচিব মোঃ আখতার হোসেন ও জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

মাদক, সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ বিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা বিভাগীয় কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

"ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিআইডিএস কর্তৃক দাখিলকৃত ০৬ (ছয়) টি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন চুড়ান্তকরণ বিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মেজবাহ উদ্দিন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে প্রকল্পাধীন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ,যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ন্যাশনাল ব্লেন্ডেড এডুকেশন মাস্টার প্লান এর জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা চুড়ান্তকরণের লক্ষ্যে গঠিত উপকমিটির সভায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মেজবাহ উদ্দিন , যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১), জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এবং মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ

প্রস্তাবিত 'যুব প্রশিক্ষণ নীতিমালা' বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বক্তব্য রাখছেন

বঙ্গবন্ধু যুব মেলা ২০২১ এ আত্মকর্মী যুবদের স্টল পরিদর্শন করছেন ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, মাননীয় মন্ত্রী কৃষি মন্ত্রণালয় এবং জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

জাতীয় যুব দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ইয়্যুথ কিচেন ট্রেডে প্রশিক্ষিত যুব'র প্রদর্শনী স্টলে কেক কেটে উদ্বোধন করছেন জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ আহসান রাসেল এমপি এর সাথে
জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২১ প্রাপ্তদের ফটোসেশন

ঢাকা জেলা কার্যালয়ের মোহাম্মদপুর কেন্দ্রে ব্লক ও প্রিন্টিং ট্রেডে প্রশিক্ষণরত যুবরা

ঢাকা জেলা কার্যালয়ের মোহাম্মদপুর কেন্দ্রে পোষাক তৈরি প্রশিক্ষণে যুব নারীগণ

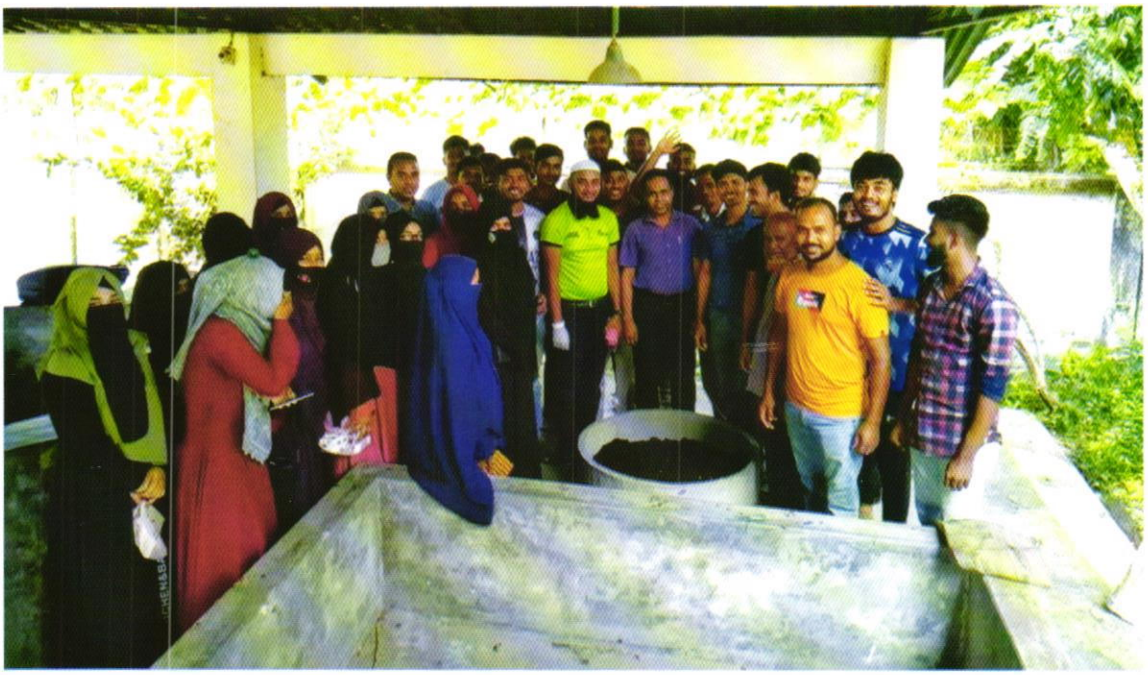

কিশোরগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে 'কৃষি ও হর্টিকালচার' কোর্সে ভার্মিকম্পোষ্ট তৈরির ব্যবহারিক ক্লাস

শরিয়তপুর জেলায় যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীগণের মাঝে লারনার্স লাইসেন্স বিতরণ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে যুব উদ্যোক্তা ও যুব সংগঠক প্রীতি ইসলাম পারভিন এর
"প্রীতি বিউটি পার্লার এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট" এ বিউটিফিকেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ঢাকা জেলা কার্যালয়ের মোহাম্মদপুর কেন্দ্রে শাড়ীতে ব্লক ও প্রিন্টিং কাজ করছেন প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীগণ

রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং ট্রেডে প্রশিক্ষণরত যুবরা

ইলেকট্রনিক্স ট্রেডে প্রশিক্ষণরত যুবরা

ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং ট্রেডে প্রশিক্ষণরত যুবরা

পোশাক তৈরি ট্রেডে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন যুব নারীগণ

বেসিক কম্পিউটার এন্ড আইসিটি এ্যাপ্লিকেশন ট্রেডে প্রশিক্ষণরত যুবরা

জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২১ এ সফল আত্মকর্মী সারাদেশে ১ম স্থান অধিকারী রীমা আক্তার যুব নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

Department of Youth Development

Ministry of Youth & Sports

Website - www.dyd.gov.bd